দন্তীমূল, মরীচ, তেজপত্র, যমানী, বালা, মুথা, শুঁঠ, ধনিয়া, সৈন্ধব, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, চিতা, বিষ, পারদ, গন্ধক, প্রত্যেকে এক তোলা ; দুই তোলা ভেউড়ী-চূর্ণ, চারি তোলা লবঙ্গ, চারি তোলা জাতিফল, চারি তোলা জয়িত্রী, চারি তোলা দারুচিনি, এই সকল দ্রব্য এবং এই সকল দ্রব্যের অর্দ্ধ বিট্‌লবণ ও সমস্ত দ্রব্যের সমান সূক্ষ্ম এলাচীচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে সাতবার এবং টাবানেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। পরে ছায়াতে শুষ্ক করিয়া দশ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, পাণ্ডু, ছর্দ্দি, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ, গুল্ম, উদরী, আনহ, ভগন্দর, অর্শ, পিত্তবিকার, সকল প্রকার শূল, অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, বীসর্প, দাহ, বিলম্বিকা, অলসক, মেহ, কুষ্ঠ, কাস, শোষ, শোথ, জ্বর ও মুত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

নৃপতিবল্লভ।

জাতিফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি এলাচী, সোহাগা, হিঙ্গু, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, তাম্র, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে আট তোলা, মরীচচূর্ণ ষোলতোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে অথবা আমলকীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিবে। যে ব্যক্তি ইহার আঠরটী বটী সেবন করে, সে পুণ্যাত্মা হইয়া সূর্য্যলোক দর্শন করিতে সমর্থ হয়। এই ঔষধের প্রভাবে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, বিসূচিকা, প্লীহা, গুল্ম, উদরাময়, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, এই সকল রোগ ধ্বংস হইয়া থাকে, ইহাদ্বারা বল, বীর্য্য, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি হয়, এবং দীর্ঘজীবী হইতে পারা যায়। তদ্ব্যতিত ইহাতে মানবগণের বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বদরীফলের আঁঠির ন্যায় এক একটী বটী প্রস্তুত করিয়া এই ঔষধ সেবন করাই বিধেয়।

অর্শাধিকারে।

অর্শকুঠার রস।

একপল পারদ, দুইপল গন্ধক, দুইপল লৌহ, দুইপল তাম্র, পাঁচপল দন্তী

পাঁচপল ত্রিকটু, পাঁচপল গুল, পাঁচপল বংশোলচন, পাঁচপলসোহাগা, পাঁচপল যবক্ষার, পাঁচপল সৈন্ধব, আটপল সিজের দুগ্ধ, বত্রিশপল গোমূত্র, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করণান্তর অগ্নিতে পাক করিবে। সমস্ত ঔষধ পিণ্ডাকৃতি হইলে উহা গ্রহণ করিবে। দুই মাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়।

চন্দ্রপ্রভাত গুড়িকা।

বিড়ঙ্গ, চিতা, ত্রিকটু ত্রিফলা, দেবদারু, চৈ, চিরতা, পিপ্‌পলীমূল, মুথা, শঠী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুন্দুরখুটি, গজপিপ্‌পলী, আতিস, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা, আট তোলা শিলাজতু, ষোল তোলা গুগ্‌গুল, ষোল তোলা লৌহ, বত্রিশতোলা শর্করা, আট তোলা বংশলোচন, একপল দন্তী, একপল তেউড়ী, একপল ত্রিসুগন্ধি + এই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করণান্তর মর্দ্দন পূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা ষড়বিধ অর্শ, ভগন্দর, কামলা ও পাণ্ডু, বিনষ্ট এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়। কফ, পিত্ত ও বাতজন্য আমরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ নাড়ীগত ব্রণে, গ্রন্থিরোগে, অর্ব্বুদ রোগে, বিদ্রধিতে, রাজযক্ষায়, প্রমেহে, শুক্রক্ষয়ে, অশ্মরীতে, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রপ্রবাহে ও উদররোগে বিশেষ উপকারী। ঘোল, দধির মাত ছাগমাংসের যুষ, দুগ্ধ, কিম্বা শীতল জল এই সকল ইহার অনুপানার্থে ব্যবহার করিবে। ইহা সেবনের পর কোন দ্রব্য ত্যাগের নিয়ম নাই, কি শীত, কি বায়ু, কি রৌদ্র, কি মৈথুন, কিছুতেই কোনরূপ নিয়ম করিতে হয় না। এই ঔষধ শুক্রদোষ ও কঠিন মেহরোগ বিনাশ করে। ইহা সেবন করিলে বৃদ্ধরোগীও যুবার ন্যায় বলশালী হয়।

শিলাগন্ধক বটিকা।

মনঃশিলা ও গন্ধক এই উভয় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে সাতদিন ভাবনা দিবে। পরে মধু ও ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। দুই রতি পরিমাণে ইহা সেবন করাই বিধি। ইহাদ্বারা অর্শ বিনষ্ট হয়।

+ত্রিসুগন্ধি—দারুচিনি, এলাচী ও তেজপত্র।

জাতিফলাদি বটী।

জাতিফল, লবঙ্গ, পিপ্পলী, সৈন্ধব, শুঁঠ, ধুতুরার বীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিতে হয়। অনন্তর জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা অর্শ ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গ রস।

গন্ধক, পারদ, মণ্ডূর, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতা ও ভৃঙ্গরাজ, এই সকল দ্রব্য শিমূল ও গুড়ূচীর, রসে তিন প্রহর কাল মর্দ্দন পূর্ব্বক অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার অর্শ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চানন বটী।

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, তাম্র, গন্ধক প্রত্যেকে এক ভাগ এবং সর্ব্ব দ্রব্যের সমান ভেলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করণান্তর আটতোলা ওলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া লইবে। এক মাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়, ঘৃত ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা সকল প্রকার সাধ্যাসাধ্য অর্শ ও কুষ্ঠরোগ পরাজিত হয়।

অজীর্ণাধিকারে।

অগ্নিতুণ্ডী রস।

পারদ, বিষ, গন্ধক, যমানী, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতা, সৈন্ধব, জীরা, সৌবর্চ্চল, বিড়ঙ্গ, করকচ, ত্রিকটু ও কুচিলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করণান্তর জম্বীরের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক মটর পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা মন্দাগ্নি নিবারিত হয়।

বাড়বানল রস।

পারদ, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, মরীচ, ত্রিফলা, ত্রিবিধক্ষার+ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর নিসিন্দার রসে একদিন ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

হুতাশন রস।

গন্ধক, পারদ, সোহাগা, এই ত্রিবিধ দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ, তিনভাগ বিষ, আট ভাগ মরীচ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জম্বীরের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে মুগের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে, অনুপান আদার রস। ইহাদ্বারা অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, শূল, অরুচি, গুল্ম, বিসূচিকা সন্নিপাত, শৈত্য, জড়তা, শিররোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

বৃহন্মহোদধি বটী।

লবঙ্গ, চিতা, শুঁঠ, জয়পালবীজ, সোহাগা ও বৃদ্ধদারকবীজ, এই সক দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা একত্র মিশ্রিত করণান্তর দন্তীর কাথে চতুর্দ্দশ বার কাগজীলেবুর রসে তিনবার এবং বৃদ্ধদারকের রসে পাঁচবার ভাবনা দিবে। অনন্তর পারদ, গন্ধক ও বিষ এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ মিশ্রিত করিয়া আদার রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে মুগের ন্যায় এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী প্রত্যহ এক একটী সেবন করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং জীর্ণজ্বর বিদূরিত হইয়া থাকে।

পাশুপাত রস।

এক ভাগ পারদ, দুই ভাগ গন্ধক, তিন ভাগ লৌহ, ছয় ভাগ বিষ, এই

+যবক্ষার, সাচিক্ষার ও স্বর্জ্জিকাক্ষার, ইহাই ত্রিবিধক্ষার।

সকল দ্রব্য চিতার রসে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত ধুস্তুরীবীজভস্ম বত্রিশ ভাগ, ত্রিকটু তিন ভাগ, লবঙ্গ তিন ভাগ, তিন ভাগ এলাইচ, অর্দ্ধভাগ জাতিফল, অর্দ্ধভাগ জয়িত্রী, অর্দ্ধভাগ পঞ্চলবণ, এক ভাগ সিজ, এক ভাগ আকন্দ, এক ভাগ এরণ্ড, এক ভাগ তেঁতুল, এক ভাগ অপামার্গ, এক ভাগ অশ্বত্থ মিশ্রিত করিবে। পরে হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, জীরা ও সোহাগা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ মিশাইয়া অম্লবর্গের রসে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ আহারের পর একরতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি ও পরিপাক হয় এবং বিসূচিকা বিনষ্ট হইয়া থাকে। উদরাময়রোগে তালমূলীর রসের সহিত; অতীসারে মোচরসের সহিত; গ্রহণীরোগে ঘোল ও সৈন্ধবের সহিত; শূলরোগে সৌবর্চ্চল, পিঁপুল ও শুঁঠের সহিত; অর্শরোগে তক্রের সহিত; রাজযক্ষ্মায় পিঁপুলের সহিত; বাতরোগে শুঁঠ ও সৌবর্চ্চলের সহিত; পিত্তরোগে শর্করা ও ধনিয়ার সহিত এবং কফরোগে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে অতি শীঘ্র রোগী রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে।

অমৃতকল্প বটী।

পারদ ও গন্ধক এই দুই দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করত কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে তাহাতে কজ্জলীর অর্দ্ধাংশ বিষ ও সোহাগা একত্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে তিনদিন বারম্বার ভাবনা দিবে। পরে মুগের ন্যায় এক প্রকটী বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার দুইটী বটী সেবন করিলে শূল, অগ্নিমান্দ্য, ও অজীর্ণ দূরীভূত হয়। ইহাদ্বারা ধাতুর পুষ্টিসাধন ও নানারূপ ব্যাধি বিনাশ হইয়া থাকে। রোগ বিশেষে বিবেচনা করিয়া অনুপানের ব্যবস্থা পূর্ব্বক এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল দৃষ্ট হয়।

অজীর্ণকণ্টক রস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, প্রত্যেকে এক ভাগ, মরীচ তিন ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কণ্টিকারিফলের রসে একবিংশতি বার ভাবনা দিবে।

তনরতি পরিমাণ বটী প্রস্তত করিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা অজীর্ণ ও সকল প্রকার বিসূচিকাও বিনষ্ট হয়।

অগ্নিকুমার রস।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ প্রত্যেকে তিন ভাগ, কপর্দ্দক ও শঙ্খভস্ম, দুইভাগ. আট ভাগ মরীচ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাকা জম্বীরের রসে, মর্দ্দন করিবে। ইহাদ্বারা বিসূচিকা, অজীর্ণ, বায়ুরোগ ও গ্রহণী পরাজিত হয়। এই ঔষধ ছয় রতি পরিমাণে সেবন করাই বিধেয়।

ভক্তবিপাক বটী।

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ী, দন্তী, মুথা, চিতা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরীচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কট্‌কী, তালমাখনা, সৈন্ধব, জাতীফল ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর আদার রসে সাতবার এবং তুলসীর রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরিষ্কৃত খলে পেষণপূর্ব্বক একরতি পরিমাণে এক একটী বটী প্রস্তত করিবে। আহারের পর এই ঔষধ সেবন করিলে পুনঃপুনঃ ক্ষুধার উদ্রেগ হয়। ইহাদ্বারা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, মলরোধ, শোথ, উদরাময়, অর্শ, শূল ও জ্বর প্রশান্ত হয়।

জ্বালানল রস।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, পঞ্চকোল, + এই সকল দ্রব্য সমভাগ, এবং এই সকল দ্রব্যের সমান ভাঙ্গ ও ভাঙ্গের অর্দ্ধাংশ সজিনার ছাল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ভাঙ্গ, সজিনা ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে তিন দিন ভাবনা দিবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে; তদনন্তর আদার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া লইবে। ইহাদ্বারা অগ্নির উদ্দীপন হয় এবং যাবতীয় উদরাময় বিনষ্ট হইয়া থাকে।

+পিঁপুল, পিঁপুলের মূল, চৈ, চিতা শুঁঠ, ইহাই পঞ্চকোল

বৃহৎ শঙ্খবটী।

শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলের বল্কলের ক্ষার, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বিষ, পারদ ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক অপামার্গের রসে, চিতার রসে এবং কাগজীলেবুর রসে ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। তদন্তর পুনরায় অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তত করিবে। ইহাদ্বারা বাত, পিত্ত, কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, পাণ্ডু, নিদ্রা, আলস্য, পরিণামশূল, প্রমেহ, গ্রহণী, রক্তস্রাব, শোথ ও দুর্নামারোগ বিদূরিত হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া ইহার একটী বটী সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ আহারীয় বস্তু জীর্ণ হইয়া যায় এবং পুনরায় ক্ষুদ্রার উদ্রেক হইয়া থাকে।

ক্রিমিরোগাধিকারে।

ক্রিমিবিনাশ রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আদার রসে সাত-বার ভাবনা দিবে। পরে চণক পরিমাণে বটী প্রস্তত করিয়া ত্রিফলার রসের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রিমিরোগারি রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, মরীচ, বিষ, ধাইফুল, ত্রিফলা, শুঁঠ, মুথা, রসাঞ্জন, ত্রিকটু, মুথা, আকনাদি, বালা, বেলশুঁঠ, এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ কপর্দ্দক পরিমাণে সেবন করিলে ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিমুদ্গার রস।

এক ভাগ পারদ, দুই ভাগ গন্ধক, তিন ভাগ যমানী, তিন ভাগ বিড়ঙ্গ, পাঁচ ভাগ কুচিলা, ছয় ভাগ পলাশবীজ, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারমাষা পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিতে হয়। এই ঔষধ লেহনান্তে মুথার কাথ পান করিবে। ইহাদ্বারা যাবতীয় ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয় এবং উদরাগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্রিমিকাষ্ঠানল রস।

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, হরিতাল, কপর্দ্দকভস্ম, মনঃশিলা, কৃষ্ণকাচ, সোমরাজি, বিড়ঙ্গ, দন্তীবীজ, জয়পাল, সোহাগা ও চিতা, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা একত্র করিয়া সিজের দুগ্ধে একদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে, মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা কফজ, কফপিত্তজ ও বাতশ্লেষ্মজ ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিহর রস।

পারদ, ইন্দ্রযব, যমানী, মনঃশিলা, পলাশবীজ ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোষাফলের রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে ইচ্ছামত বটী প্রস্তুত করিবে। শালপানির রস শর্করা অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে জঠরস্থ ক্রিমিসকল নিপতিত হয়, সুতরাং রোগের শান্তিবিধান হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগাধিকারে।

পঞ্চানন বটী।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র ও গুগ্‌গুল, এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণ এবং

এই সকল দ্রব্যের সমান জয়পালবীজ গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রে ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে বদরাস্থির ন্যায় এক একটী বটী প্রস্তত করিবে। ইহা পাণ্ডুরোগের কৃতান্তস্বরূপ। ইহাদ্বারা সকল প্রকার পাণ্ডু ও শোথ ধ্বংস হইয়া যায়।

প্রাণবল্লভ রস।

হিঙ্গুলোদ্ভূত পারদ, গন্ধক, কুঙ্কুম, লৌহ, তাম্র, কপর্দ্দক ভস্ম, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ ; হিঙ্গু, ত্রিফলা, সিজের দুগ্ধ, যবক্ষার, জয়পালবীজ, দন্তী, তেউড়ি, এই সমস্ত দ্রব্য অর্দ্ধভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। পরে চারিরতি পরিমাণে এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। মধু ও জল ইহার অনুপান। রোগীর শ্লেষ্মার প্রাবল্য থাকিলে এই ঔষধের সহিত ছোট এলাইচ একভাগ দিতে হয়। এই ঔষধ দ্বারা কামলা, পাণ্ডু, আনাহ, শ্লীপদ (গোদ), গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ব্রণ, হলীমক, শোথ, শূল, উরুস্তম্ভ, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, শ্বাস, গলগ্রহ, অসাধ্য সন্নিপাত; জীর্ণ জ্বর, অরুচি, বাতরক্ত, শোষ কণ্ডু, বিস্ফোট প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার ন্যায় কামলা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

কামেশ্বর রস।

পারদ, গন্ধক, হরীতকী; চিতা, ত্রিকটু, পিঁপুলের মূল, বিষ, এরণ্ডবীজ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একপল, বারতোলা মুথা, বারতোলা এলাইচ, বারতোলা তেজপত্র, দুই তোলা নাগেশ্বর, সমস্ত দ্রব্যের সমান পুরাতন গুড়; একত্র করিয়া ধুতুরার রসে ভাবনা দিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে বদরাস্থির ন্যায় একটী বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী নিশাভাগে সেবন করিতে হয়, ইহাদ্বারা পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।

বিড়ঙ্গ, মুথা, ত্রিফলা, দেবদারু, প্রত্যেক এক ভাগ, দুই ভাগ ত্রিকটু

এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ ও লৌহচূর্ণের আটগুণ গোমূত্র, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করত পাক করিয়া দুই তোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই ঔষধের পরিমাণ নিরূপণ করিবে। প্রত্যহ এই ঔষধ সেবন করা বিধেয়। ইহাদ্বারা অতি শীঘ্র কামলা ও পাণ্ডু রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রৈলোক্যসুন্দর রস।

চারি ভাগ পারদ, ছয় ভাগ অভ্র, আট ভাগ লৌহ; গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, মোচরস, তালমূলী, গুড়ূচীসত্ব, এই ষড়বিধ দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচভাগ, একত্র করত ত্রিফলার কাথে প্রত্যহ দুইবার করিয়া দশ দিন বিংশতি বার ভাবনা দিবে। পরে চিতার রসে আটবার ও সজিনার রসে আটবার ভাবনা দিবে। অনন্তর অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। সম পরিমাণ শর্করা ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার পাণ্ডু, শোথ, ক্ষয় ও জ্বরাতীসার বিনষ্ট হয়।

দার্ব্ব্যাদি লৌহ।

দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের তুল্য লৌহ, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডু বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, গোক্ষুরবীজ চূর্ণ প্রত্যেকে একপল, অর্দ্ধপল শঙ্খ, অর্দ্ধপল কপর্দ্দক, এই সমস্তদ্রব্য একত্রচূর্ণ করিয়া বাষ্পযন্ত্রে ভাবনা দিবে। পরে পটোল, ক্ষেতপাপড়া, বামনহাটি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুলফা, গুড়ূচী, দন্তী, বাসক, কাকমাচী, রাখালশসা, কেশুরে, সাঞ্চাশাক, ও দ্রোণপুষ্প, ইহাদিগের প্রত্যেকের রস অর্দ্ধপল পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ছাগীদুগ্ধের সহিত ইহার চতুর্দ্দশটী বটী সেবন

করিতে হয়। ইহাদ্বারা পাণ্ডু; হলীমক, কামলা, জীর্ণজ্বর, অম্লপিত্ত; রক্ত-পিত্ত, অরুচি; শূল, প্লীহা, উদরী, আনহ, অষ্ঠীলা; গুল্ম, বিদ্রধি, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, বমি, ভগন্দর, উপদংশ, দক্রু, কচ্ছু, ব্রণ; দাহ, পিপাসা, উরুস্তম্ভ, আমবাত, কটিগ্রহ, এই সকল রোগ প্রশান্ত হয়। মণ্ড, মদ্য, মুগের যূষ, অথবা গুড়ূচী, ত্রিফলা ও বাসকের কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করা উচিত।

পাণ্ডুসূদন রস।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, জয়পালবীজ, গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ইহার এক একটি গুড়িকা সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথ বিনাশ পায়। এই ঔষধ সেবনের পর শীতল জল ও অম্লদ্রব্য বর্জ্জন করিবে।

ত্র্যূষণাদিমণ্ডূর।

ত্রিকটু, মুথা, চিতা, চৈ, ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপ্পলী, দেবদারু, বিড়ঙ্গবীজ, প্রত্যেকের চূর্ণ দুইপল এবং এই সর্ব্বদ্রব্য চূর্ণের দ্বিগুণ বিশুদ্ধ ও অঞ্জনতুল্য মণ্ডূর, এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবে। প্রথম মণ্ডূরচূর্ণের আটগুণ গোমূত্রে মণ্ডূরচূর্ণ পাক করিয়া আসন্নপাকে পূর্ব্বোক্ত ত্রিকটু প্রভৃতির চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে উডুম্বর প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ভোজন করিতে হয়। ইহাদ্বারা পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অজীর্ণ, শ্লেষ্মারোগ, অর্শ, কামলা, আনহ, মেহ ও প্লীহারোগ ধ্বংস হয়। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে পুনঃ পুনঃ গোমূত্রদ্বারা মণ্ডূর শোধন করিয়া লইবে।

ত্রিফলা, গুড়ূচী, দেবদারু, অথবা নিম্ব, ইহাদের রস প্রভাতকালে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কামলারোগ ধ্বংস হয়।

শালিধান্য, ষষ্টিধান্য, গম, যব, মুগ, বন্যপশু মাংসের যূষ ও মধুর দ্রব্য, এই সকল দ্রব্য পাণ্ডুরোগীর পক্ষে হিতকারী পথ্য।

পাণ্ডুরোগে যে সকল ঔষধ লিখিত হইল, কামলা-রোগেও ঐ সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল ঔষধ দ্বারা কামলারোগও বিনাশ পাইয়া থাকে।

শ্বাসাধিকারে।

বিজয়বটী।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুথা, এলাইচ, পিঁপুলের মূল, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তাম্র, চিতা, জয়পাল, এই সকল দ্রব্য সম-পরিমাণে এবং উহার দ্বিগুণ গুড়, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, মেহ, বিষমজ্বর, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু ও হস্তপদাদি দাহ বিনষ্ট হয়।

শ্বাসকাস চিন্তামণি।

পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, এই ত্রিবিধ দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ; অর্দ্ধভাগ মুক্তা; অভ্র ও গন্ধক পারদের দ্বিগুণ; লৌহ চারি ভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া কণ্টিকারির রসে সাতবার, ছাগীদুগ্ধে সাতবার, যষ্টিমধুর রসে সাতবার ও পর্ণপত্রের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। অনন্তর দুই রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। পিপ্পলী ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়।

রক্তপিত্তাধিকারে।

সুধানিধি রস।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিফলার কাথের সহিত লৌহভাণ্ডে বিলঘুঁটের সন্তাপে পাক করিবে। রাত্রিকালে এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্তরোগ বিনাশ পায়।

আমলাদ্য লৌহ।

আমলকী ও পিপুলের চূর্ণ সমানাংশে গ্রহণপূর্ব্বক তৎসহ উক্ত উভয় দ্রব্যের সমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। সমভাগ শর্করার সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিদূরিত হয়। ইহাদ্বারা অম্লপিত্তাদি, পৈত্তিক ও বাতজ নানাবিধ রোগ ধ্বংস হয় এবং বল ও উদরাগ্নি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তান্তক রস।

অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণপূর্ব্বক বামনহাটী, দ্রাক্ষা ও গুড়ূচী; এই তিন দ্রব্যের কাথে একদিন মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ ও ক্ষতক্ষীণতা তৃষ্ণা, শোষ ও অরুচি এই সকল রোগ অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রাজযক্ষ্মাধিকারে।

রাজমৃগাঙ্ক রস।

তিন ভাগ রসসিন্দূর, এক ভাগ স্বর্ণ, এক ভাগ রৌপ্য, দুই ভাগ মনঃশিলা, দুই ভাগ গন্ধক, দুইভাগ হরিতাল, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করা-

স্তর কড়ির মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া সেই সোহাগাদ্বারা ঐ কড়ির মুখ বন্ধ করিবে। পরে মৃত্তিকাপাত্রে অবরুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করণান্তর শীতল হইলে গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ চারি রতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়।

ক্ষয়কেশরী।

অভ্র, রসসিন্দূর, লৌহ, তাম্র, সীস, কাংস, মণ্ডূর, বিমল, বঙ্গ, খর্পর, হরিতাল, শঙ্খ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, বৈক্রান্ত, প্রবাল, মুক্তা, কপর্দ্দক, মণিরাজ, রাজপট্ট, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। উত্তমরূপ চূর্ণীকৃত হইলে উহা চিতার রসে সাতবার এবং আকন্দের দুগ্ধে সাতবার ভাবনা দিয়া তিনদিন লঘুপুটে পাক করিবে। পরে উহা পুনরায় চূর্ণ করিয়া টাবানেবু, ত্রিফলা, চিতা, থৈকল, ভৃঙ্গরাজ, করবী ও আদা, ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে এবং এক একবার ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ দ্বারা বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মাজনিত এবং সান্নিপাতিক রোগসকল দূরীভূত হইয়া থাকে। ইহা সেবন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গগত অথবা একাঙ্গগত বাতরোগ বিনাশ পায়। পিপুলের চূর্ণ ও শর্করার সহিত অথবা মধু ও আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা একাদশবিধ শোষরোগ, পাণ্ডু, ক্রিমি, পঞ্চ প্রকার কাস, শ্বাস, মহামেদ, মহোদরী, অশ্মরী, শর্করা, শূল, প্লীহা, গুল্ম, হলীমক এই সকল রোগ পরাজিত হইয়া থাকে।

কাসাধিকারে।

বৃহৎ বরেন্দ্র গুড়িকা।

বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, লৌহ, বিষ, মনঃশিলা, ক্ষারত্রয়, ধুতুরার বীজ, মরীচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক

একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে জয়ন্তী, চিতা, মান, থারকোন, থানকুনী, ভাঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, আদা ও নিসিন্দা, ইহাদের প্রত্যেকের রস দুই-তোলা উক্ত চূর্ণের সহিত মিশাইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক কলায় প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শোথ, উদররোগ, পাণ্ডু ও কামলা বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা দেহের বল ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কালসংহার ভৈরব।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খ, সোহাগা, লৌহ, মরীচ, কুড়, তালীশপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ঐ সকল দ্রব্যের সহিত কেশরাজ, থানকুনী, নিসিন্দা, কাইস্তা, দ্রোণপুষ্পী, শালপাণি, গিমা, ব্রহ্মযষ্টি, হরিতকী ও বাসক, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের রস দুই তোলা দিয়া রৌদ্রযন্ত্রে ভাবনা দিবে। পাঁচ রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। বাসক, শুঁঠ ও কন্টিকারির ক্বাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে নানাবিধ কাস, শ্বাস, অরুচি, দূরীভূত হয় এবং বল, বর্ণ, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীবিলাস রস।

দুই ভাগ পারদ, দুই ভাগ হরিতাল, হরিতালের অর্দ্ধেক খর্পর ; বঙ্গ, তাম্র, কান্তলৌহ, কাংস্য, গন্ধক, এই পঞ্চবিধ দ্রব্য প্রত্যেকে একপল এবং উপরোক্ত দ্রব্য সকল একত্র করিয়া তিনদিন কেশরাজের রসে ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ কুলখের রসে পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিবে। অনন্তর এলাইচ, জাতিফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমানাংশে গ্রহণ করিয়া তাহার রসে ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করণান্তর চণকপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। শীতল জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে মৎস্য, মাংস ও ক্ষীর

পথ্য প্রদান করিবে। ইহাদ্বারা শ্বাস, ক্ষয়রোগ, জ্বর, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, প্রমেহ ও অর্শ দূরীভূত হয় এবং দেহে বলাধান হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে কদাচ অম্ল ও ভৃষ্টদ্রব্য ভোজন করিবে না।

স্বরভেদাধিকারে।

ভৈরব রস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, চৈ, চিতা, এই সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে গ্রহণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তিনরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। জল ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রকারান্তর।

শুঁঠের গুঁড়া, শর্করা ও মধু একত্র করিয়া সেবন করিলে স্বরভেদ নিবারিত হইয়া কোকিলের ন্যায় কণ্ঠস্বর হইয়া থাকে।

অরোচকাধিকারে।

সুলোচনাভ্র।

একপল অভ্রভস্ম, একপল হীরক, চৈ, কুল, বীরণমূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুলী, ছোলাঙ্গ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দশপল একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অরুচি, কাস, শ্বাস, প্লীহা, মন্দাগ্নি, মেহ, শোথ, ক্রিমি, শূল, অম্লপিত্ত, অশ্মরী প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

প্রকারান্তর।

রসসিন্দূর, তেঁতুল, গুড়, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, জীরা, পিঁপুল, টাবামেবু, থৈকল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়।

ছর্দ্দিরোগাধিকারে।

জীরা, ধনিয়া, হরীতকী, কণ্টিকারি, ত্রিকটু, রসসিন্দূর, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিনষ্ট হয়।

তৃষ্ণাধিকারে।

মহোদধি রস।

তাম্র, বঙ্গ, পারদ, হরিতাল ও তুঁতে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বটাঙ্কুর রসে ভাবনা দিবে। পরে তিনরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। আম ও জামের ক্বাথে মধু মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে পিপ্পলী ও মধুর গণ্ডূষ গ্রহণ করিতে হয়।

মূর্চ্ছাধিকারে।

সুধানিধি রস।

মূর্চ্ছারোগে পিঁপুলের চূর্ণ ও রসসিন্দূর মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে শীতলজলে রোগীকে স্নান করাইতে হয় এবং তাহার গাত্রে শীতল জলসেচন করিবে। এইরূপ করিলে মদ ও মূর্চ্ছারোগ বিনষ্ট হয়।

মদাত্যয়াধিকারে।

অষ্টাঙ্গলবণ।

সৌবর্চ্চল, জীরা, থৈকল, দারুচিনি, এলাইচ, মরীচ, মহাত্র্ক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ এবং মধু অর্দ্ধভাগ ও শর্করা অর্দ্ধভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা কফপ্রধান মদাত্যয়রোগ বিনষ্ট হয় এবং উদরাগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দাহাধিকারে।

দাহান্তক রস।

পাঁচভাগ পারদ ও এক ভাগ তাম্র একত্র করিয়া জামীরের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে উহার সহিত পাঁচভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিতে হইবে। অনন্তর পানের রসে ভাবনা দিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করত ভস্ম করিবে। দুই রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। আদার রস ও ত্রিকটুচূর্ণ ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা দাহ, সন্তাপ ও পিত্তজনিত মূর্চ্ছা বিনষ্ট হয়।

উন্মাদাধিকারে।

উন্মাদগজাঙ্কুশ।

বিশুদ্ধ পারদ ধুতুরার রসে তিনদিন, ব্রহ্মযষ্টির রসে তিনদিন, কুচিলার রসে তিনদিন ভাবনা দিয়া তাম্রপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক উহার সহিত সমভাগ গন্ধক মিশাইয়া যথাবিধি পাক করত বন্ধন করিবে। অনন্তর পারদের সমান ধুতুরার বীজ, গন্ধক, অভ্র, বিষ, মিশ্রিত করিয়া তিনদিন মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ তিনরতি প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা দোষজন্য ও ভূতাবেশজনিত উন্মাদরোগ প্রশান্ত হয়।

উন্মাদপর্পটী রস।

পাঁচটী কৃষ্ণধুতুরারবীজ ক্ষেতপাপড়ার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়।

অপস্মারাধিকারে।

সূতভস্ম প্রয়োগ।

শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রাহ্মীশাক, কুড় ও এলাইচের ক্বাথের সহিত দুইরতি রসসিন্দূর মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অপস্মার রোগ দূরীভূত হয়।

বাতরোগাধিকারে।

দ্বিগুণাখ্য রস।

এক ভাগ গন্ধক, দুই ভাগ পারদ, একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে নামাইয়া তাহার সহিত তিনভাগ হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রথমদিন সাত রতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। পরে প্রতিদিন একরতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। এইরূপে একবিংশতি রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা ও শালিধান্যের অন্ন পথ্য করিবে। ইহাদ্বারা কম্পবাত প্রশান্ত হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে তিনপক্ষ মধ্যে রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহা সেবনান্তে নির্ব্বাত প্রদেশে অবস্থিতি করিতে হয়।

বাতগজাঙ্কুশ।

রসসিন্দূর, মৃতলৌহ, গন্ধক, হরীতাল, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, গনিয়ারী,

বিষ ও সোহাগা, এই সমস্ত দ্রব্য সমাংশে গ্রহণ করিয়া মুণ্ডিরী ও নিসিন্দার রসে খলে একদিন মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া কণাচূর্ণ সহিত ঝিঙার কাথ পান করিবে। এই বাতগজাঙ্কুশ সাধ্যাসাধ্য সকল প্রকার বাত বিনাশ করে। গৃধসী, দারুণ সান্নিপাতিক; ক্রষ্ট শীর্ষক, মন্যাস্তম্ভ, উরুস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি বহুবিধ বাতব্যাধি ইহাদ্বারা সপ্তাহ মধ্যে প্রশান্ত হয়।

বিসর্প ও বিস্ফোটাধিকারে।

রসসিন্দূর ও ত্রিসুগন্ধিচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়ূচী ও নিম্বের কাথের সহিত অথবা খদির ও ইন্দ্রযবের কাথের সহিত সেবন করিলে বীসর্প ও বিস্ফোট প্রশান্ত হয়।

পিত্তনাশক ঔষধ, যোগবাহী রস ও কুষ্ঠরোগে যে যে ঔষধ কথিত আছে, তৎসমস্তই বিসর্পরোগে প্রযুক্ত।

মুখরোগাধিকারে।

চতুর্ম্মুখ রস।

এক ভাগ রসসিন্দূর, এক ভাগ স্বর্ণ, দুই ভাগ মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অতসীতৈলে মর্দ্দন করিতে হইবে; পিণ্ডাকার হইলে উহা কাপড়ে বন্ধন করিয়া অতসীফলের কশে লেপন করিবে। পরে দোলাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিতে হইবে। পরে উহা তুলিয়া মুখে ধারণ করিলে জিহ্বা ও দন্তাদিগত মুখরোগ প্রশান্ত হয়।

কর্ণরোগাধিকারে।

কফকেতু রস।

ত্রিকটু, হিজলবীজ, শঙ্খভস্ম, বিষ, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া মরীচের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে, ইহাকে কফকেতু রস কহে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার কর্ণরোগ বিদূরিত হয়।

কুষ্ঠরোগে যে যে ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তৎসমস্তই বাতরক্তে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আমবাতাধিকারে।

আমবাতারি বটীকা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তুঁতিয়া, সোহাগা, সৈন্ধব, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া লইবে। ঐ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ গুগ্‌গুলুর এবং গুগ্‌গুলুর চতুর্থাংশ তেউড়ী চূর্ণ ও সিতাচূর্ণ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুই মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ত্রিফলার চূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা আমবাত, গুল্ম, শূল, উদররোগ, যকৃৎ, প্লীহা, অষ্ঠীলা, কামলা, পাণ্ডু, অরুচি, বস্তিশূল, শিরঃশূল, বাতরোগ, গৃধ্রসী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগ প্রশান্ত হয়।

বৃদ্ধদারাদ্য লৌহ।

বৃদ্ধদারক, তেউড়ী, দন্তী, গজপিপ্পলী, মান, ত্রিকত্রয়, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে এবং এই সকলের সমান লৌহ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা আমবাত রোগ ধ্বংশ হয়।

শূলরোগাধিকারে।

শূলবজ্রিণী বটী।

পারদ, গন্ধক লৌহ, এই কয় দ্রব্য প্রত্যেকে চারিতোলা, ত্রিফলা, হিঙ্গু, তাম্র, ত্রিকটু, শঠী, সোহাগা, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, তালীশপত্র জাতিফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ধনিয়া, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে এক মাষা পরিমাণে বটি প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা অষ্টবিধ শূল, প্লীহা, গুল্ম; উদরী, অম্লপিত্ত, আমবাত, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, গলগ্রহ, বৃদ্ধি-রোগ, গোদ, ভগন্দর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা বলকারক ও অগ্নিসন্দীপক।

শর্করা লৌহ।

ত্রিফলাচূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ সমানাংশে লইয়া তাহার সহিত সমস্ত চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। শর্করার সহিত ইহা সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার শূল বিনষ্ট হয়।

উদাবর্ত্ত ও আনাহাধিকারে।

বৈদ্যনাথ বটী।

হরীতকী, ত্রিকটু ও পারদ প্রত্যেকে এক ভাগ, জয়পাল দুই ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া থানকুনীর রসে ও আমরুলীর রসে ভাবনা দিবে। পরে বটীকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা উদাবর্ত্ত, আনাহ, গুল্ম, পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, গাত্রকণ্ডু, পীড়কা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

গুল্মাধিকারে।

মহানারাচ রস।

তাম্র, পারদ, গন্ধক, জয়পাল, ত্রিফলা, কট্‌কী, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ করিয়া ক্ষারত্রয়ে পেষণ করিবে। একনিষ্ক পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা গুল্মরোগ বিনষ্ট হয় এই ঔষধ সেবন করিয়া উষ্ণোদক পান করিবে।

পঞ্চানন রস।

পারদ, তুঁতে, গন্ধক, জয়পাল, পিঁপুল, সোণালুর মজ্জা, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ করিয়া সিজের দুগ্ধে পেষণ করিবে। আমলকীর রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে তিন্তিড়ীফলের রস ও দধিমিশ্রিত অন্ন পথ্য দিবে। ইহাদ্বারা রক্তগুল্ম প্রশান্ত হয়।

হৃদরোগাধিকারে।

হৃদয়ার্ণব রস।

পারদ, গন্ধক ও মৃততাম্র সমানাংশে ত্রিফলার কাথে ও কাকমাছীর রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। উক্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারে।

বরুণাদ্য লৌহ।

দুই পল বরুণবল্কল, দুই পল আমলকী, এক পল ধাইফুল, চারিতোলা হরীতকী, দুই তোলা পৃশ্নিপর্ণী, এক তোলা লৌহ ও এক তোলা অভ্র, এই

সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া এই ঔষধ চারি-মাষা পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত অশ্মরী, প্রমেহ, বিষমজ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং বল ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

মূত্রাঘাতাধিকারে।

তারকেশ্বর রস।

রসসিন্দূর, অভ্র ও গন্ধক, সমানাংশে মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। মধু অনুপানে এই ঔষধ এক মাষা পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা মূত্রারোগ প্রশান্ত হয়। যজ্ঞডুম্বুরচূর্ণ এককর্ষ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা এই ঔষধের অনুপানার্থ প্রয়োগ করিলে অথবা এই ঔষধ সেবনান্তে তাহা লেহন করিলে আশু উপকার দর্শে।

অশ্মরীরোগাধিকারে।

পাষাণবজ্র রস।

এক ভাগ পারদ, দুই ভাগ গন্ধক, একত্র করিয়া শ্বেতপুনর্নবার রসে খলে একদিন মর্দ্দন করিয়া রুদ্ধ করত ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। এক দিন পরে উহা লইয়া মর্দ্দন করিবে। গুড়ের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা-দ্বারা অশ্মরী, বস্তিশূল প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। গোরক্ষ ও কাঁকুড়ামূলের কাথ অথবা কুলথ কলায়ের কাথ ইহার অনুপান। লৌহচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলেও অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

প্রমেহাধিকারে।

হরিশঙ্কর রস।

রসসিন্দূর, অভ্র ও আমলকীর রসে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া এক মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রশান্ত হয়।

বিড়ঙ্গাদ্য লৌহ।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুথা, পিঁপুল, শুঁঠ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, এইসকল দ্রব্য সমানাংশ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ মূত্রবিকার প্রশান্ত হয়।

আনন্দভৈরব রস।

বঙ্গভস্ম, মৃতস্বর্ণ ও রসসিন্দূর মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া দ্বিগুঞ্জা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রত্যহ একবার সেবন করিতে হয়, ইহাদ্বারা চিরকালীন মেহরোগ নিবারিত হয়। মধুর সহিত গুঞ্জামূল মিশ্রিত করিয়া ইহার অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে।

উদররোগাধিকারে।

ইচ্ছাভেদী রস।

শুঁট, মরীচ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, প্রত্যেকে এক ভাগ, জয়পাল দুই ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। শর্করার সহিত এই ঔষধ দুই রত্তি পরিমাণে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে যত গণ্ডূষ জলপান করিবে, ততবার বিরেচন হইয়া উদররোগ নিবারিত হয়।

পিপ্পলাদ্য লৌহ।

পিপ্পলীমূল, চিতা, অভ্র, ত্রিকত্রয় ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য এক এক ভাগ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার উদররোগ প্রশান্ত হয়।

প্লীহারোগাধিকারে।

রোহিতক লৌহ।

রহর বৃক্ষের বল্কল ও ত্রিকত্রয় এক এক ভাগ এবং ঐ সমস্তের সমান লৌহ একত্রিত করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎ বিনষ্ট হয়।

তাম্রেশ্বর বটী।

হিঙ্গু, ত্রিকটু, অপামার্গ পত্র, আকন্দপত্র, সিজপত্র, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ এবং এই সমুদায়ের সমান সৈন্ধব ও সৈন্ধব সহ সমস্তের তুল্য লৌহ ও তাম্র, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম আমবাত, অর্শ, উদররোগ, মূর্চ্ছা, পাণ্ডু, হলীমক গ্রহণী, অতীসার, যক্ষ্মা ও শোথ বিনষ্ট হয়।

শোথরোগাধিকারে।

ত্রিকট্বাদ্য লৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, অপামার্গ, ত্রিমদ, শুঁঠ, পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে এবং এই সমস্তের তুল্য লৌহ, সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা দুস্তর শোথ, স্থৌল্য, উদররোগ ও জলোদর বিনষ্ট হয়।

গোদরোগাধিকারে।

কণাদি বটী।

পিঁপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্নবা, বেল ও বৃদ্ধদারক, এই সমস্ত দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ করিয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা কাঞ্জির সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা গোদ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

ভগন্দররোগাধিকারে।

ভগন্দরহর রস।

একভাগ পারদ ও দুই ভাগ গন্ধক, একত্র ঘৃতকুমারীর রসে তিন দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক সমুদায়ের তুল্য তাম্র ও লৌহ মিশাইয়া একটী পাত্রের উপরে রাখিবে। পরে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্বেদ প্রদান করিয়া ইহা ভস্ম করিবে এবং ঐ ভস্ম আলোড়ন পূর্ব্বক কাগজীলেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া পরে পুট-কাপ করিবে। এক রতি পরিমাণ এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

উপদংশরোগাধিকারে।

উপদংশরোগে ধ্বজ মধ্যে শিরাবেধ করিতে হয় এবং যোগবাহী রস সকল প্রয়োগদ্বারা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগাধিকারে।

গলৎ কুষ্ঠারি রস।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, গুগ্‌গুলু, চিতা, শিলাজুত, মাকন্দ, বচ এই

সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ, অভ্র, ডহরকরঞ্জাবীজ প্রত্যেকে চারি ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। দুই তোলা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। যে রোগীর কর্ণ, অঙ্গুলি, নাসিকা প্রভৃতি বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহাদ্বারা তাহারও রোগ মুক্ত হয় এবং সে কন্দর্পের ন্যায় কান্তি ধারণ করে। এই ঔষধে জলোদর ও বাতরক্তও বিনাশিত হইয়া থাকে।

তালকেশ্বর রস।

আমলকী, সোহাগা ও হরিতাল, প্রত্যেকে দশভাগ একত্র করিয়া আমলকীর রসে ও অপামার্গরসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠব্যাধি বিনষ্ট হয়।

বজ্রবটী।

পারদ, চিতা ও মরীচ প্রত্যেকে একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া কাঠডুম্বরিকার রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া ত্রিফলা ও ত্রিকটুর ক্বাথে ভাবনা দিবে; পরে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা পামাকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

অম্লপিত্তাধিকারে।

ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

শোধিত অভ্র দুই পল, এক পল লৌহ, চারি তোলা মণ্ডূর চূর্ণ, এই সকল

+আশুধান্যের কাঞ্জিকের সহিত কৃষ্ণাভ্র পেষণ পূর্ব্বক অহোরাত্র উহাতে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপশ্চাৎ মান, কচ্চী, হাড়মুচ, নটে, শালিঞ্চশাক, বৃহৎ পাতাবিশিষ্ট নটে, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, ভৃঙ্গরাজ, লক্ষণা, কেশ-

দ্রব্য একত্রিত করিয়া থানকুনী, গজপিপ্পলী ও তালমূলীর রসে স্থালীপাক করিবে। শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ ও কাঁটানটের রসে দ্বিতীয় স্থালীপাক করিবে। ত্রিফলা ও ভদ্রমুস্তকের রসে তৃতীয় স্থালীপাক করিতে হইবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। দুই তোলা পারদ ও দুই তোলা গন্ধক গ্রহণ-পূর্ব্বক মসৃণ শিলাখণ্ডে সযত্নে ঘর্ষণ করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে এবং পূর্ব্বলিখিত অভ্রাদিচূর্ণ ও বচ, চৈ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুলফা, ত্রিকুট, মুথা, বিড়ঙ্গ, পিপুলের মূল, অপামার্গ, তেউড়ী, চিতা, দন্তী, শ্বেতশুণ্টা, ভৃঙ্গ-রাজ, মান, খারকোন, দণ্ডোৎপল, কেশরাজ, কালাকড়া এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা ও দেড় পল ত্রিফলাচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে রাখিয়া আদার রসের সহিত ঘর্ষণ করিবে। পরে সূর্য্যকিরণে তিনবার ভাবনা দিবে, তদনন্তর খলে আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া বদরাস্থির ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে এবং ছায়াতে শুষ্ক হইলে নির্জ্জন স্থানে স্থাপন করিবে। কাঁজি অনুপানে প্রাতে ও আহারের পূর্ব্বে ইহার

রাজ, এই সকলের রসে পেষণ করিবে ও ভাবনা দিবে এবং পুনঃ পুনঃ পুট-প্রদান করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত নিশ্চন্দ্রক না হয়, তাবৎ ঐরূপ করিবে। এইরূপে অভ্র শোধন করিয়া লইবে। স্বর্ণমাক্ষিক ও সাঙ্কেশাকের রসে কান্ত-লৌহ লেপন করিয়া ভস্ত্রাগ্নিমধ্যে প্রদানপূর্ব্বক অগ্নিবর্ণ করিবে। পরে ত্রিফ-লার ক্বাথে বারম্বার নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে ত্রিফলার ক্বাথ হইতে নিরুত্থ-ভস্ম, লৌহচূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া ধৌত করিতে হইবে এবং সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিবে। অনন্তর হস্তিকর্ণপলাশ, ত্রিফলা, বৃদ্ধদারক, মান, ওল, হরবুচ, শুঁঠ, দশমূলী, মুণ্ডিরী ও তালমূলীর রসে সযত্নে পুটক্রিয়া সম্পাদন করিবে। এই-রূপে লৌহ বিশুদ্ধ হয়। শ্বেত শুন্টা, শ্বেতবেড়েলা, গুড়ূচী, অপামার্গ, ছোট নটে ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য পুরাতন মণ্ডূরের উপরে ও নীচে স্থাপনপূর্ব্বক গোমূত্রে তিনদিন পাক করিবে। পরে উহা আচ্ছাদিত করিয়া তিন দিন অন্তর্বাষ্পে রাখিবে। পরে ধৌত করিয়া সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করত চূর্ণ করিয়া লইবে। এইরূপে মণ্ডূর শোধন করিয়া লইবে। জয়ন্তী, এরণ্ডমূল, আদা ও কাইস্তার রসের সহিত বারম্বার মর্দ্দন করিয়া পারদ শোধন করিতে হয়। নবনীত নামক গন্ধকচূর্ণ ভৃঙ্গরাজের রসে আপ্লাবিত করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপন-

দুইটী বটী সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ, নারিকেল ও মধুর দ্রব্য সেবন করিবে না। ইহাদ্বারা অম্লপিত্ত, গুল্ম, শূল, পাণ্ডু, শোথ, উদররোগ, গুহ্যরোগ, যক্ষ্মা, পঞ্চবিধ কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, প্লীহা, শ্বাস, আনাহ, আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

নাসারোগাধিকারে।

পঞ্চামৃত রস।

এক ভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, তিনভাগ সোহাগা, চারি ভাগ বিষ ও পাঁচ ভাগ মরীচ, এই সকল দ্রব্য আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া পাঁচ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা সকলপ্রকার নাসারোগ ধ্বংস হয়।

নেত্ররোগাধিকারে।

নয়নামৃত লৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী, রাস্না, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কেশরাজ, কণ্টকারি, বৃহতী, লৌহ, অভ্র, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একপল গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিফলার ক্বাথ, ভৃঙ্গরাজের রস এই দুই দ্রব্যদ্বারা প্রত্যেকে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে বদরাস্থি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিদূরিত হয়।

পূর্ব্বক সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিবে। এই প্রকারে তিনবার শুষ্ক করিতে হইবে। পরে জ্বলন্ত বদরাঙ্গের উপর চড়াইয়া জাল দিবে। উহা গলিয়া গেলে ভৃঙ্গরাজরসপূর্ণ একটী পাত্রের উপর বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি ঐ গন্ধক ঢালিয়া দিবে। পরে দুইবার ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপ করিলেই গন্ধক শোধন হয়।

তিমিরহর লৌহ।

ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের তুল্য লৌহ, সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার নেত্ররোগ প্রশান্ত হয়।

শিরোরোগাধিকারে।

চন্দ্রকান্ত রস।

রসসিন্দূর, অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক সিজের দুগ্ধে একদিন মর্দ্দন করিবে। উক্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে এক মাষা পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন লৌহপাত্রে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া এই বটী সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা এক সপ্তাহ মধ্যে সূর্য্যা-বর্ত্তাদি যাবতীয় শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রদররোগাধিকারে।

প্রদরান্তক রস।

পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, খর্পর, বরাট, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা তিন তোলা লৌহ, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা সাধ্যাসাধ্য সকলপ্রকার প্রদর নিবা-রিত হয়।

সূতিকারোগাধিকারে।

সূতিকারি রস।

পারদ ও গন্ধক এক এক ভাগ, তাম্র অর্দ্ধভাগ, একত্র করিয়া থানকুনীর

রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, শোথ ও সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

সূতি কাবিনোদ রস।

পারদ, গন্ধক, তুঁতে, সমানাংশে গ্রহণপূর্ব্বক জামীরের রসে তিনদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ত্রিকটুর কাথে তিনবার ভাবনা দিবে। চারি রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা গর্ভিণীর শূল্য, বিষ্টম্ভ, জ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বালরোগাধিকারে।

বালরস।

একপল পারদ, একপল গন্ধক, চারিতোলা স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য লৌহপাত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, এই তিনদ্রব্যের রসে প্রত্যেকে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া সর্ষপের ন্যায় বটী প্রস্তু• করিবে। ইহাদ্বারা বালকদিগের ত্রিদোষজনিতজ্বর, জীর্ণজ্বর, কাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

বিষরোগাধিকারে।

বিষবজ্রপাত রস।

হরিদ্রা সোহাগা, জয়িত্রী, তুঁতে, এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া

ঘোষাফলের রসে মর্দ্দন করিবে। অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা সকল প্রকার বিষ বিনষ্ট হয়। কালদষ্ট ব্যক্তিও ইহা সেবন করিলে জীবন লাভ করে।

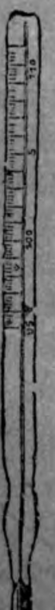
প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় ভাগ

সহজ ডাক্তারী শিক্ষা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।



থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র।+

পার্শ্বের লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাযুক্ত প্রতিমূর্ত্তিটীকে থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র কহে। উক্ত যন্ত্রটীর গাত্র সংলগ্ন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দৃষ্ট হয়, উহাকে ডেসিম্যাল কহে। চারিটী ক্ষুদ্র রেখার পর যে একটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রেখা দৃষ্ট হয়, উহাই ডিগ্রি; ৯৫, ১০০, ১০৫, ১১০, ইহা ডিগ্রি জ্ঞাপক অঙ্ক।

৯৮।৪ ডিগ্রিতে একটী ক্ষুদ্র বাণচিহ্ন আছে, উহাকে ইন্‌ডেক্স বা নির্দ্দেশক চিহ্ন কহে। কাঁচ নির্ম্মিত যন্ত্রটীতে ঐ স্থানে একটী লালের সরল রেখা দৃষ্ট হইবে, উহাই শরীরের স্বাভাবিক তাপ জ্ঞাপক। শরীরের উত্তাপ পরীক্ষাকালে পারদকে ঝাড়িয়া অর্থাৎ দক্ষিণহস্তে থার্ম্মোমিটারটিকে ধরিয়া বামহস্তের তালুর উপর অল্পে অল্পে আঘাত করিয়া পারদকে ৯৬ ডিগ্রিতে

+ হিক্স, মসন অথবা ক্যাসেলার থার্ম্মোমিটার ব্যবহার কর্ত্তব্য, কেননা এ গুলির ইন্‌ডেক্স খারাপ হয় না

আনিবে, পশ্চাৎ রোগীর বাহুমূলে + উক্ত যন্ত্রটীকে (অর্থাৎ যেস্থানে পারদ সঞ্চিত আছে, ঐ স্থানটী) দিয়া ৩।৪ মিনিট রাখিতে হইবে, পরে বগল হইতে বাহির করিয়া দেখিলেই চলিবে যে, পারদ উত্তাপ বশতঃ কত ডিগ্রি উর্দ্ধে উঠিয়াছে। যত উঠিবে বা নামিবে, শরীরের তাপ তত ডিগ্রি।

মনুষ্য-দেহে সহজ অবস্থায় ৯৮ বা ৯৮॥০ অথবা ধাতু বিশেষ ৯৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে, ইহার অতিরিক্ত উঠিলেই জ্বর অনুমান করিতে হইবে। সচরাচর জ্বরকালীন ১০১।১০২।১০৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ হইয়া থাকে। কিন্তু ১০৪।১০৫।১০৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উর্দ্ধে উঠিলে সে জ্বর কঠিন বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। ইহার পর ১০৭।১০৮।১০৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উর্দ্ধে উঠিলে এবং সেই জ্বর অধিক কাল স্থায়ী হইলে রোগীর অব্যাহতি পাইবার কোন উপায় নাই। সহজ অবস্থা ৯৯।৯৮॥০ বা ৯৮ ডিগ্রি হইতে ক্রমশঃ নিম্ন মুখে অবতরণ করিলে (অর্থাৎ ৯৭।৯৬।৯৫।৯৪।৯৩ ডিগ্রিতে অবতরণ) রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতেছে অনুমান করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে (অর্থাৎ পারদ ক্রমশঃ অধোগামী হইলে) উষ্ণকারক ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে রোগীর ৯২ ৯১।৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ নিম্নে অবতরণ করিতেছে দৃষ্ট হইবে, সে রোগীর মৃত্যু সম্বন্ধে কোন আপত্তিই চলিবে না। উপরোক্ত নিয়মাবলীগুলি বিশদভাবে বুঝিয়া তৎপরে থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। প্রতিদিন এক সময়ে রোগীর গাত্রতাপ পরীক্ষা করা উচিত। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ ৮ ঘটিকা তাপ পরীক্ষার প্রশস্ত সময়। বালকের শরীরের উত্তাপ যুবকের শরীরের উত্তাপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। কখন কখন পাকাশয়ের পীড়া বশতঃ বালকের গাত্রতাপ শীঘ্র

+ রোগীর বাহুমূল ব্যতিত উরুর মধ্যে, মুখগহ্বরে, যোনি ও গুহ্যদেশেও আবশ্যকমতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার বমলার বলেন যে মুখ গহ্বরে অর্থাৎ জিহ্বার পার্শ্বে, ৫ হইতে ১০ মিনিট ; গুহ্যদ্বারে বা যোনিতে ৩ হইতে ৬ মিনিট এবং বাহুমূলে ৫ হইতে ১৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত তাপমান যন্ত্র রাখাই উত্তম। কিন্তু এ সম্বন্ধে বহুতর মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রতিদিন এক সময়েই শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। অতএব কেবল তাপাংশ দৃষ্টে বালকদিগের উৎকট রোগ হইয়াছে, এরূপ মনে করা কর্ত্তব্য নহে।

নাড়ী।

শরীরের যে সকল স্রোতদ্বারা হৃৎপিণ্ড হইতে সর্ব্ব শরীরে রক্ত সঞ্চালিত হয়, তাহাদিগকে ধমনী অর্থাৎ নাড়ী কহে। সাধারণতঃ মণিবন্ধে অর্থাৎ কব্জিতে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়। গ্রীবা ও জানুপ্রদেশেও নাড়ীর গতি অনুভব করা যাইতে পারে। মনুষ্য শরীরে সুস্থাবস্থায় সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে বয়সানুসারে যেরূপ নাড়ীর স্পন্দন হয়, তাহার সংখ্যা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

জন্ম হইতে ১ বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে		১৪০ বার।
২ বৎর হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত	"	১২০ বার।
৪ " " ৬ " "	"	১০০ বার।
৭ " " ১৭ " "	"	৯০ বার।
১৮ " " ৫০ " "	"	৭৫ বার।

বৃদ্ধ বয়সে ৭০ বার স্পন্দন অনুভূত হয়।

কোন কোন ব্যক্তির নাড়ী স্বভাবতই মৃদু বা দ্রুত থাকে, তাহা দেখিয়া কোনরূপ রোগ মনে করা উচিত নহে। স্বাভাবিক স্পন্দন অপেক্ষা ৮।১০ বার অধিক স্পন্দন হইলে জ্বর হইয়াছে এবং ৮।১০ বার ন্যূন স্পন্দন হইলে জীবনী শক্তির হ্রাস পড়িয়াছে জানিতে হইবে।

অঙ্গুলিদ্বারাই নাড়ীর গতি নিরূপণ করিবে। স্থূল, কোমল, দ্রুতনাড়ী জ্বররোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। দ্রুত, কঠিন ও পূর্ণ নাড়ী প্রদাহ জ্ঞাপক। আহারের পর বা সন্ধ্যাকালে নাড়ীর বেগ বিলোপী জ্বরের লক্ষণ। নাড়ীর বিষম গতি পর্য্যায়শীলতা। উৎক্ষেপণ হৃদ্‌রোগের পরিচায়ক। ক্ষীণ নাড়ী দ্রুত অবসাদকর। অর্থাৎ বিসূচিকা অথবা কোনরূপ রক্তস্রাবাদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অনুভব করিতে হইবে। হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনের ন্যূনাধিক্যানুসারে নাড়ীর দ্রুতগতি জন্মে। নাড়ীর দ্রুতগতি দ্বারা স্নায়বীয় রোগ এবং দুর্ব্বলতা সহকারে উত্তেজনা বুঝা যায়। এক আকুঞ্চনের সময় হইতে অন্য আকুঞ্চনের

মধ্যবর্ত্তী সময় প্রতিনিয়ত সমান হইলে নাড়ীর সমান গতি এবং মধ্যে মধ্যে মন্দ হইলে বিষম গতি অনুমান করিতে হইবে। সময়ে সময়ে নাড়ীর স্পন্দন বিলুপ্ত হইলে উহাকে পর্য্যায়শীল নাড়ী কহে। রক্তসঞ্চলন, নিশ্বাস প্রশ্বাস ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জনিত নাড়ীর বিষমগতি উৎপন্ন হইবার কারণ। হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুসে রক্তসঞ্চলনের ব্যাঘাত বশতঃ নাড়ী পর্য্যায়-শীল হইয়া থাকে।

নাড়ী, শ্বাস ও গাত্রতাপের সম্বন্ধ।

শরীরের উত্তাপ এক অংশ বর্দ্ধিত হইলে প্রতি মিনিটে ১০ বার নাড়ীর স্পন্দন এবং শ্বাসের গতি ২।৩ বার বর্দ্ধিত হয়। স্বভাবতঃ গাত্রতাপ ৯৭।৪ অংশ হইলে প্রতিমিনিটে ৭৫ বার নাড়ীর স্পন্দন এবং শ্বাসের গতি ১৮ বার। শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হইয়া ১০০ ডিগ্রী হইলে নাড়ীর স্পন্দন ৯০।৯২ বার এবং শ্বাসের গতি প্রায় ২৩ বার হইবে। স্বাভাবিক সুস্থাবস্থায় এক এক শ্বাসে নাড়ীর স্পন্দন ৪ বার অনুভূত হইবে।

পিপাসা।

জ্বর ও প্রদাহে মুখগহ্বরে রক্তাধিক্যবশতঃ মুখশোষ জন্মে। শরীরে রক্তের অল্পতা অথবা রক্তের জলীয়াংশের স্বল্পতা বশতঃই পিপাসা জন্মে।

ক্ষুধা।

বহুকালের পুরাতন পীড়ায় অথবা রোগের পরিণামাবস্থায় ক্ষুধামান্দ্য অনিষ্টজনক জ্ঞান করিতে হইবে। পাকাশয়ের উত্তেজনা, কৃমিদোষ বা মধ্যান্ত্র-গ্রন্থির পীড়ায় অতি ক্ষুধা জন্মে।

বমন।

পাকাশয়ের উপদাহ এবং মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ ও জরায়ু আদির ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যজনিত হয়।

হিক্কা।

বক্ষোদর ব্যবচ্ছেদক পেশীর ক্ষণস্থায়ী আকুঞ্চনে হিক্কা জন্মে। কৃমি, পাকাশয় অথবা যকৃতের প্রদাহ, জরায়ুর উপদাহ প্রভৃতি নানা কারণে হিক্কা উপস্থিত হয়।

ঘর্ম্ম।

ত্বক্ খরস্পর্শ, রুক্ষ, দাহযুক্ত ও উত্তপ্ত থাকিলে জ্বর বুঝায়। এই অবস্থার পরে ঘর্ম্ম সুলক্ষণ জানিতে হইবে। প্রদাহিক ও বিষমজ্বরাদির পরে ঘর্ম্মস্রাব হইলে রোগের অনেকটা উপশম হয়। এরূপ অবস্থায় ঘর্ম্ম হইলেও যদ্যপি জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ হ্রাস না পড়ে, তবে ইহার সহিত অন্য কোন উপসর্গ আছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। চিকিৎসকের উচিত, সেই কারণানুসন্ধান করা, কেননা ইহাতে আশঙ্কা আছে। সামান্য শ্রমে ঘর্ম্ম হইলে দুর্ব্বলতা জ্ঞাপক, জ্বরের পশ্চাতে রাত্রিতে অধিক ঘর্ম্ম হইলে বিলেপী জ্বর বুঝিতে হইবে।

কম্প।

বিষমজ্বর, সূতিকাজ্বর এবং অন্যান্য তীব্র জ্বরের প্রথম অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রবল গাত্রকম্প হইয়া থাকে।

বেদনা।

প্রদাহজনিত বেদনা চাপিলে অনুভূত হয়; পেশীর বেদনা সঞ্চালনে বর্দ্ধিত হয়। স্নায়ুশূলের বেদনা সঞ্চালনে ও চাপনে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না। যকৃতে প্রদাহ হইলে দক্ষিণ স্কন্ধে এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় বাম বাহুতে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

জিহ্বা।

জিহ্বার শুষ্কতা তরুণ জ্বর; অত্যন্ত আরক্ততা স্ফোটজ্বর; প্রান্ত ও অগ্রভাগের আরক্ততা পিত্তজ্বর; বিদারিত জিহ্বা সন্নিপাতজ্বর; লেপাবৃত জিহ্বা সর্ব্বপ্রকার জ্বর; লঙ্কা মরিচের গুঁড়া নিক্ষেপবৎ আরক্তজ্বর; মধ্যভাগ লেপাবৃত ও প্রান্তদেশ আরক্ত জিহ্বা বিলেপী জ্বর জানিতে হইবে। জিহ্বার প্রান্তভাগ হইতে ক্রমশঃ জিহ্বা পরিষ্কার হইতে থাকিলে আরোগ্যের সূচনা। জিহ্বা উত্তরোত্তর অধিকতর কপিশবর্ণ, মলিন ও শুষ্ক হইতে থাকিলে রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট।

ঔষধের মাত্রা নিরূপণ।

বয়ক্রমানুসারে	ভাগ	প্রয়োগ মাত্রা
১ বৎসরের নিম্নে	১২ ভাগের ১ ভাগ	৫ গ্রেণ বা ৫ ফোঁটা
২ "	১ ভাগের ৮ ভাগ	৭৷৷০ " " ৭৷৷০ "
৩ "	১ ভাগের ৬ ভাগ	১০ " " ১০ "
৪ "	১ ভাগের ৪ ভাগ	১৫ " " ১৫ "
৮ "	১ ভাগের ৩ ভাগ	২০ " " ২০ "
১৬ "	১ ভাগের ৷৷০ অর্দ্ধভাগ	৩০ " " ৩০ "
২০ "	২ ভাগের ৩ ভাগ	৪০ " " ৪০ "
২১ "	পূর্ণ মাত্রা	৬০ " " ৬০ "

বৃদ্ধলোকদিগের পক্ষে উপরোক্ত মাত্রার বিপর্য্যয় অর্থাৎ ক্রমশঃ উর্দ্ধ হইতে নিম্নদিগে যে মাত্রা কথিত হইল, তাহাই এস্থলে ব্যবহৃত হইবে। বিজ্ঞ চিকিৎসক এরূপ স্থলে বিবেচনা করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন।

পূর্ণবয়স্কের যদ্যপি ১ ড্রাম বা ৬০ ফোঁটা ঔষধ পূর্ণ মাত্রা হয়, তাহা-হইলে তন্ন্যূনবয়স্ক দিগের পক্ষে উপরোক্ত হিসাবে ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ঔষধে বলাবল এবং রোগীর বলাবল, দেশ, কাল, পাত্র, স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, বালক, বৃদ্ধ, বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। কতকগুলি ঔষধ বালক বা বৃদ্ধগণকে সাবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যথা ;—আফিম ও পারদ ইত্যাদি। উপরিউক্ত পরিমাণ হইতে অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হইবে। পারাঘটিত ঔষধ বালকগণকে দীর্ঘকাল যাবত ব্যবহার করাইলেও লালা-ক্ষরণাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। যাহাহউক, চিকিৎ-সকের সাবধানে চিকিৎসা করাই উচিত।

ঔষধের পরিমাণ।

চূর্ণ ও কঠিন দ্রব্যাদি।

২০	গ্রেণে	১	স্ক্রুপল	বা	১০	রতি।
৩০	গ্রেণে	৷০	ড্রাম	বা	৶১০	আনা।
৬০	গ্রেণে	১	ড্রাম	বা	।৴০	আনা।
৮	ড্রামে	১	ঔন্স	বা	২৷০	তোলা।
১৬	ঔন্সে	১	পাউণ্ড	বা	।৪০	তোলা।

তরল দ্রব্যাদি।

৬০	মিনিমে	১	ড্রাম	বা	৬০ ফোঁটা।
৮	ড্রামে	১	ঔন্স	বা	অর্দ্ধছটাক।
১৬	ঔন্সে	১	পাউণ্ড	বা	অর্দ্ধসের।
২০	ঔন্সে	১	পাইন্ট	বা	দশছটাক।
৮	পাইণ্টে	১	গ্যালন	বা	পাঁচসের।

ঔষধাদি প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে কোন্ ঔষধের কি গুণ, তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কেননা ঔষধের মাত্রা ও গুণাগুণ জানা থাকিলে ঔষধ প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঔষধের ক্রিয়া ও মাত্রা বিবৃত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—○*○—

ঔষধাদির ক্রিয়া ও মাত্রা।

—○:○—

ক্যাষ্টরয়েল।

ইহা একটী বিরেচক ঔষধ; আভ্যন্তরিক প্রয়োগে শরীরের কোনরূপ গ্লানি উপস্থিত না করিয়া সহজে মল নির্গত করে। এজন্য শিশু ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিরেচন আবশ্যক হইলে এই জোলাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত।

জোলাপ পাউডার।

এই ঔষধ অত্যন্ত বিরেচক; ক্যালামেল সহযোগে জ্বরাদিরোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

সেনা।

ইহাও বিরেচক ঔষধ; রস ও পিত্ত নিঃসারক। ১ ঔন্স ঔষধ ১০ ঔন্স উষ্ণজলে এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া পশ্চাৎ ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে। সেবন কালে ৪ ড্রাম সণ্ট ইহার সহিত যোগ করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মাত্রা—১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত।

সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া।

ইহা বিরেচক; রস ও পিত্তনিঃসারক। সেনা মিক্‌শ্চার প্রস্তুত করিতে হইলে ইহা যোগ করিতে হয়। মাত্রা—১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম পর্য্যন্ত। সেনা মিক্‌শ্চার ঔষধে ইহা ১ ঔন্স, সোনামুখীর কাথ ৮ ঔন্স, উভয়ে মিশ্রিত হইলে ১ ঔন্স মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

রুবার্ব্ব।

মৃদু বিরেচক; অল্পমাত্রায় ধারক ও বলকারক। মাত্রা—শিশুগণের পক্ষে ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ। পূর্ণ বয়স্কের ৫ হইতে ২০গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য। কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া সহযোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

গ্রেগ্রিজ পাউডার বা কম্পাউণ্ড রুবার্ব্ব পাউডার।

মৃদু বিরেচক; ইহা একবার মাত্র প্রয়োগ হইলে সহজে দুই এক দাস্ত হইয়া দেহ সুস্থ হয়। জ্বরাবস্থায় প্রয়োগ হইলে ইহাদ্বারা দাস্ত হইয়া জ্বরের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবার সম্ভব। মাত্রা ২০ গ্রেণ হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

হাইড্রার্জিরাই সবক্লোরাইড বা ক্যালামেল।

ইহা উষ্ণকারক, বিরেচক, লালা, পিত্ত ও রজোনিঃসারক, শোষক, ধাতু-পরিবর্ত্তক ও দৌর্ব্বল্যকর। জ্বরাদি রোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধাতু পরিবর্ত্তন জন্য গ্রন্থিস্থ ও ত্বকস্থ নানাবিধ রোগে ব্যবহৃত হয়। উপদংশ রোগে মার্কারির বটিকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার হয়। ইহা বাতরোগে ব্যবহার করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে। বিরেচনার্থ মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ। বাতাদি রোগে শোষণ মাত্রা—।॰ অর্দ্ধ গ্রেণ হইতে ১ গ্রেণ। এইরূপে বার বার প্রয়োগ করা আবশ্যক। উক্ত নিয়মে প্রয়োগ করিতে করিতে দন্ত মাড়িতে বেদনা উপস্থিত হইলে প্রয়োগ নিষেধ। বালকগণের পক্ষে ক্রিমি নাশার্থ অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

হাইড্রার্জ কমক্রিটা।

ইহাও পারদ বা অন্যান্য দ্রব্যাপেক্ষা মৃদু বিরেচক, পিত্তনিঃসারক, শরীর শোধক, চা-খড়ি সংযোগ জন্য অম্লনাশক। দীর্ঘকাল ব্যবহারে লালা-নিঃসারক। বালকগণের উপদংশ, যকৃত, উদরাময়াদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বালকগণের মাত্রা—২ হইতে ৪ গ্রেণ, পূর্ণ বয়স্কের ৫ হইতে ১০ গ্রেণ। রিমিটেণ্ট ফিবারে উদর মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হইলে সোডা ও ইপিকাকুয়ানা সংযোগে ব্যবহৃত হয়।

ব্লু পীল।

বিরেচক, শোষক, পিত্ত ও রজো-নিঃসারক, দীর্ঘকাল সেবনে লালা-নিঃসারক, অল্প মাত্রায় ধাতু পরিবর্ত্তক। মাত্রা—৩ গ্রেণ হইতে ৮ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া।

ইহা মৃদু বিরেচক, অম্লনাশক ও বমন নিবারক। মাত্রা—১০ হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

টার্টার অ্যামিটিক।

ইহা বমনকারক, স্বেদজনক, বিরেচক, শ্লেষ্মনিবারক ও দৌর্ব্বল্যকর। অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বমনকারক ও অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অপরিমিত ভেদ ও বমন হইয়া প্রাণনষ্ট হয়। মাত্রা—বমন জন্য ১ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা।

ইহা অম্লনাশক, পিত্তনিঃসারক, স্নিগ্ধকারক, রজোনিঃসারক, তৃষ্ণা ও বমন নিবারণার্থে টার্টারিক অ্যাসিড অথবা লেবুর রস সহযোগে এভারভেসিং প্রস্তুত করিয়া পুনঃ পুনঃ সেবন করাইলে তৃষ্ণা ও বমন নিবারণ হয়। মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড।

ইহা অতিশয় তীক্ষ্ণ, গাত্রে সংলগ্ন মাত্র দারুণ প্রদাহ উপস্থিত করে। উদরস্থ হইলে মুখ ও গলা এবং পাকস্থলীর অভ্যন্তরে ক্ষত হয়। রক্তভেদ, বমন, উদরে বেদনা, ধমনীর মৃদু গতি ও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বলাবস্থা উপস্থিত হওতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইপিক্যাক।

ইহা বমনকারক, ঘর্ম্মকারক, দৌর্ব্বল্যকর ও কফনিঃসারক। জ্বরাদি রোগে বমন জন্ত প্রয়োগ করিতে হইলে পল্ভ ইপিক্যাক ২০গ্রেণ, টার্টার অ্যামিটিক ১ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ৩ ভাগ করিবে। এক এক ভাগ ঔষধ প্রত্যেক ঘণ্টায় দুইবার প্রয়োগ হইলে বমনদ্বারা শ্লেষ্মা, রস ও পিত্তাদি নির্গত হইয়া রসস্থ জ্বরের বিশেষ উপকার করে। ইহার আরককে ভাইনম-ইপিক্যাক কহে। কাসাদি রোগে ও নবজ্বর সহ থাকিলে ইহা ফিবার মিক্শ্চার ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কফ নিঃসরণের মাত্রা ৫ হইতে ৪০ বিন্দু; বমন করণ জন্য ব্যবহৃত হইলে ৩ ড্রাম হইতে ৬ ড্রাম পর্য্যন্ত। ইহার আফিম সংযুক্ত ঔষধকে ডোভার্স পাউডার কহে। ডোভার্স পাউডার বেদনা নিবারক, নিদ্রাকর, ধারক ও স্বেদজনক। মাত্রা—৫ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

ডাইলিউটেড সল্ফিউরিক অ্যাসিড। +

বলকারক, সঙ্কোচক, তৃষ্ণা নিবারক, শৈত্যক, রক্তরোধক ও ঘর্ম্মনিবারক। মাত্রা—৫ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা। কুইনাইন মিক্শ্চার প্রস্তুত করিতে ইহা আবশ্যক হয়। বিকারাদি রোগে ঘর্ম্ম নিবারণ জন্ম ঘণ্টায় ঘণ্টায় উপরোক্ত মাত্রানুসারে ইহা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস।

ইহা মূত্রকারক, স্বেদজনক ও শৈত্যকারক। ফিবার মিক্শ্চার প্রস্তুত করিতে ইহার আবশ্যক হয়। মাত্রা—৩০ ফোঁটা হইতে ২ ড্রাম।

কলম্বা।

বলকারক, জ্বরঘ্ন, আগ্নেয়, গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের বমন নিবারক। মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ। ইহার আরককে টিন্চার কলম্বা কহে। মাত্রা—৩০ ফোঁটা হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত। ইহার ক্বাথকে ইন্ফিউজন কলম্বা কহে। মাত্রা—১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স।

+ ষ্ট্রং সল্ফিউরিক অ্যাসিড ১ ঔন্স, জল ১২ ঔন্স একত্রিত হইলে ডাইলিউটেড সল্ফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়।

সিন্‌কোনা।

বলকারক, সঙ্কোচক, জ্বরঘ্ন, পাচক, পচন নিবারক। জ্বরঘ্ন কারণ পালা-জ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিন্‌কোনা চূর্ণকে পল্‌ভ সিন্‌-কোনা কহে। মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ১ ড্রাম। ইহার ক্বাথকে ডিককৃসন সিন্‌কোনা * কহে। মাত্রা—১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত। ইহার আরককে টিন্‌চার সিন্‌কোনা কহে। মাত্রা—৩০ ফোঁটা হইতে ২ ড্রাম।

লাইকার অ্যামোনিয়া।

উষ্ণকারক, কফনিঃসারক, আক্ষেপ নিবারক ও অম্লনাশক। উষ্ণ করণার্থ জ্বর ও ওলাউঠা রোগের ক্ষীণাবস্থায় কর্পূর, সল্‌ফিউরিক ইথার, ভাইনম্ গ্যালেসাই সহযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—১০ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত।

স্পিরিট নাইট্রিক ইথার।

মূত্রকারক, স্বেদজনক ও শৈত্যকারক। ফিবার মিক্‌শ্চার প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—২০ ফোঁটা হইতে ১ ড্রাম।

নাইট্রেট অফ পটাস।

মূত্রকারক, দৌর্ব্বল্যকারক এবং শৈত্যক। মূত্র করণার্থ উদরী ও শোথ রোগে ব্যবহৃত হয়। ফিবার মিক্‌শ্চারে শৈত্য ও মূত্র করণার্থ প্রয়োগ করিলে ধমনীর পুষ্টির হ্রাস হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রয়োগ করিলে শীতলকর, মূত্রকর এবং নাড়ীর পুষ্টির হ্রাসক হইয়া পড়ে। মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

---

* ডিককৃসন সিন্‌কোনা প্রস্তুত করিতে হইলে, সিন্‌কোনার ছাল ৪ ড্রাম ঈষৎ কুটা করিয়া ৮ আউন্স জলে মৃণ্ময়পাত্রে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া ৪ ঔন্স থাকিতে নামাইয়া ছাঁকা হইলে ডিককৃসন সিন্‌কোনা প্রস্তুত হইল। ইহা বলকারক, আগ্নেয়, পাচক এবং জ্বরঘ্ন।

ক্লোরেট অফ পটাস।

মূত্রকর, শৈত্যক, পিপাসা নিবর্ত্তক এবং শোণিত নির্ম্মলকারক। জ্বরবিকার রোগে রক্ত পরিষ্কারার্থে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ।

সল্‌ফিউরিক ইথার।

উষ্ণকারক, আক্ষেপ নিবারক, বায়ুনাশক এবং শরীর সংলগ্নে শৈত্যগুণ করে। ওলাউঠা ও জ্বরবিকার রোগের দুর্ব্বলাবস্থায় এবং ধমনীর ক্ষীণাবস্থায় অ্যামোনিয়া ও ব্র্যাণ্ডি সংযোগে ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার সহ ইহা প্রয়োগ করিলে শীতলাবস্থা দূরীভূত হইয়া ধমনীর পুষ্টিসাধন ও দোষাদি সংশোধন পূর্ব্বক অল্পে অল্পে ধমনীর গতি বিশুদ্ধ করিতে থাকে। মাত্রা ২০ ফোঁটা হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

ক্লোরিক ইথার বা স্পিরিট ক্লোরফরম্।

আক্ষেপ নিবারক, উত্তেজক, জ্বরঘ্ন, বায়ুনাশক, ঘর্ম্মকারক, উষ্ণকারক, মৃদু পাচক ও বেদনা নিবারক। জ্বরবিকার রোগের ফিবার মিক্‌শ্চার ঔষধে আবশ্যক হয়। মাত্রা—১০ ফোঁটা হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

অয়েল অফ পিপারমেণ্ট।

বায়ুনাশক; উত্তেজক এবং মৃদু পাচক। পেটের কামড় উপস্থিত হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। মাত্রা ২ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত।

অয়েল অফ টার্পেণ্টাইন।

ইহা মূত্রকর, বায়ুনাশক, রক্তরোধক, উষ্ণকারক, ক্রিমিনাশক ও বেদনা নিবারক। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

অ্যাসাফেটিডা।

ইহা আক্ষেপ নিবারক, বায়ুনিঃসারক, বায়ুনাশক এবং আগ্নেয়। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

টিন্‌চার আইওডিন্।

ইহা বেদনা নিবারক, বেদনা স্থানে তুলিদ্বারা লাগাইলে ক্রমে ক্রমে বেদনার উপশম হয়। ইহার ৪ বা ৫ ফোঁটা ১ ঔন্স জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন করিলে নানা প্রকার সন্ধিবাত ও দীর্ঘকালের বাতের পীড়া আরোগ্য হয়।

ফেরিসল্‌ফ বা সল্‌ফেট অফ আয়রন্।

ইহা বলকারক, রজোনিঃসারক, ধাতু পরিবর্ত্তক এবং শোণিত বর্দ্ধক। প্লীহা ও পুরাতন জ্বরাদি রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

স্যাণ্টনাইন্।

ইহা তীব্র ক্রিমিঘ্ন; উপযুক্ত মাত্রায় ক্রিমি নাশ করে। মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে প্রস্রাব কটু ও হরিদ্রা বর্ণ, সমস্ত হরিদ্রাবর্ণ দর্শন ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ততোধিক মাত্রায় সেবন করাইলে মস্তক টলটল করে, বমন, আক্ষেপ ও কামল রোগের ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। তজ্জন্য ইহা সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত। এই ঔষধ সেবনের ৪ ঘণ্টা পরে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে।

অয়েল অফ অ্যানিসি।

ইহা বায়ুনাশক, উদরস্ফীতি-নাশক ও পাচক। মাত্রা—২ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত।

কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া।

ইহা লাইকার অ্যামোনিয়ার ন্যায় উত্তেজক ও অম্লনাশক এবং আক্ষেপ নিবারক। লাইকার অ্যামোনিয়া যে সমস্ত রোগে ব্যবহৃত হয়, ইহাও সেই সেই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—৩ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটিক।

ইহা উষ্ণকারক, কফনিঃসারক, বায়ু ও অম্লনাশক, পাচক এবং আক্ষেপ নিবারক। মাত্রা—২০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম।

ক্লোরাইড অফ অ্যামেনিয়া। +

ইহা পিত্ত, কফ ও রজোনিঃসারক এবং তৃষ্ণা নিবারক। সচরাচর যকৃত রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

কার্ব্বনেট অফ আয়রন।

ইহা সলফেট অফ আয়রনের ন্যায় রজোনিঃসারক, ধাতুপরিবর্ত্তক, বলকর ও শোণিতবর্দ্ধক। প্লীহা ও পুরাতন জ্বরে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—১ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ।

লাইকার পটাসী।

মূত্রকারক, অম্লনাশক, পিত্তনিঃসারক ও ক্ষারপদার্থ। ইহা জলবৎ তরল পদার্থ বিশেষ, ক্যাষ্টরয়েল সহ ইহা মিশ্রিত করিয়া সমপরিমাণে জল যোগ করিয়া নাড়িলে ক্যাষ্টরয়েল মিশ্রিত হইয়া যায় এবং সেবনের পক্ষে সুবিধা হয়। মাত্রা—১৫ বিন্দু ১ ড্রাম পর্য্যন্ত। লাইকার পটাসীর পরিবর্ত্তে সোডার সহিত ক্যাষ্টরয়েল মিশ্রিত হইলে প্রায় তুল্য ফল হয়।

+ ইহা শরীর সংলগ্নে শৈত্যগুণ করে ; এ নিমিত্ত জ্বরবিকাররোগে প্রবল শিরঃপীড়ার সহিত প্রলাপ উপস্থিত হইলে রোগীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া এই ক্লোরাইড অফ অ্যামোনিয়া বা নিষাদল চূর্ণ মিশ্রিত জলে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া জলপটি বসাইলে এবং তদুপরি মুহুর্মুহুঃ এই নিশাদল মিশ্রিত জল অল্প অল্প সিঞ্চন করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। জ্বরকালে রক্ত গরম হইয়া উর্দ্ধগামী হইলে এবং শিরঃপীড়া, প্রলাপ এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশিত হইলে, এই নিয়মে জলপটি বা বরফ মিশ্রিত জলপটি দেওয়া উচিত;তাহা হইলে উক্ত উর্দ্ধগজনিত গরম শোণিত শীতল হইয়া পুর্ব্বোক্ত দোষ সকলের শান্তি করিয়া থাকে।

টিন্‌চার ক্যাটাকিউ।

ইহা ধারক, রক্তরোধক, উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ব্যবহার্য্য। কেহ কেহ ওলাউঠা রোগেও ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাত্রা—৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

টিন্‌চার জেন্‌সিয়া।

ইহা বলকারক, পিত্তনাশক, মৃদু বিরেচক, অতিশয় আগ্নেয় এবং জ্বরঘ্ন। মাত্রা—৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

অ্যাসিড নাইট্রো মিউরিয়েটিক ডিল।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৬ ড্রাম, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড ১ ঔন্স, জল ৬ ঔন্স ২ড্রাম; ইহা একত্র মিশ্রিত করিলে ডাইলিউটেড নাইট্রো মিউরিয়েটিক ডিল হয়। মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহাদ্বারা প্লীহা ও যকৃত সঙ্কোচ হয় এবং পিত্তাদি নাশ হইয়া থাকে।

মিউরিয়েটিক অ্যাসিড।

অতিশয় তীক্ষ্ণ, দাহক, গন্ধক-দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাদ্বারা বিষাক্ত হইলেও সেই সেই লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ডাইলিউটেড মিউরিয়েটীক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে হইলে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড ১ ঔন্স, জল ২॥০ ঔন্স একত্র মিশ্রিত করিলে ইহা প্রস্তুত হয়। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ পর্য্যন্ত। প্লীহা ও যকৃতাদি রোগে ব্যবহৃত। ইহার মূল আরক উদরস্থ হইলে নানা প্রকার প্রদাহ উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়।

টিঞ্চার ব্রাইওনিয়া। +

মৃদু জ্বরঘ্ন, শ্লেষ্ম ও কাসনিবারক। সামান্য কাসসংযুক্ত জ্বরে ইহার চমৎকার ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মাত্রা ১ বিন্দু হইতে ৮ বিন্দু। শিশুদিগের পক্ষে সিকি ফোঁটা।

+ ইহা হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিকেও ব্যবহার হইতেছে।

লাইকার মর্ফিয়া।

ইহার ক্রিয়া অহিফেনের সদৃশ ; কিন্তু অহিফেনের ন্যায় স্বেদজনক, ধারক ও উত্তেজক নহে। ইহা প্রয়োগ করিলে বেদনা ও আক্ষেপাদি নিবারণ হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রার আবির্ভাব হয়। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

মাষ্টার্ড।

অল্পমাত্রায় উত্তেজক, আগ্নেয় ও অধিক মাত্রায় বমনকারক ; বাহ্যপ্রয়োগে উগ্রতা সাধক, অধিকক্ষণ রাখিলে আরক্তিম বা ফোস্কা হয়। জ্বরবিকার ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের অবসন্নতায় উত্তেজনার্থে ইহার পুলটিস প্রয়োগ করা আবশ্যক। বমন করণার্থে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ৪ ড্রাম পরিমাণে সেব্য।

নক্সভমিকা।

ইহা বলকর, মৃদু বিরেচক, আগ্নেয় এবং কামোদ্দীপক ; তদ্ব্যতিত ইহা আক্ষেপকারক, এজন্য পক্ষাঘাত রোগে ব্যবহার্য্য। উদরস্ফীত ও অম্লোদ্গার রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। অধিকমাত্রায় সেবন করাইলে বিষক্রিয়া আনয়ন করে, তজ্জন্য ইহা সাবধানে প্রয়োগ করা আবশ্যক। নক্সভমিকা চূর্ণের মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত। একষ্ট্রাক্টের মাত্রা—সিকি গ্রেণ হইতে ২ গ্রেণ। ষ্ট্রীকনিয়ার মাত্রা—১ গ্রেণের ৩০ ভাগের ১ ভাগ হইতে ১ গ্রেণের ১২ ভাগের ১ ভাগ। টিঞ্চারের মাত্রা—৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু। লাইকার ষ্ট্রীকনিয়ার মাত্রা—৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

আরগট।

জরায়ুর উত্তেজক (জরায়ুর বেদনা বা পীড়াদায়ক) গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের প্রসবকালে প্রসববেদনা পরিবর্দ্ধিত করণার্থে এই ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাতে সত্বর প্রসব হইবার সম্ভাবনা এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে। এই টিঞ্চার আরগটের মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু। ইহার দানা চূর্ণকে পলভ আরগট কহে। মাত্রা—২০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

টিঞ্চার ষ্টিল।

ইহা রক্তরোধক, দাহক ও তীক্ষ্ণ সঙ্কোচক; তদ্ব্যতিত রক্তজনক ও বলকর। শোণিতস্রাবে স্থানিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

সেনেগা।

ইহা কফ ও রজোনিঃসারক এবং মূত্রকারক। টিঞ্চার সেনেগার মাত্রা—৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম। ইন্‌ফিউজন সেনেগার * মাত্রা—১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত।

টিঞ্চার সিলি।

ইহা শ্লেষ্মনিঃসারক, মূত্রকারক, অধিক মাত্রায় ভেদক এবং বমনকারক। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

অ্যাসিটিক অ্যাসিড।

ইহা স্নিগ্ধকারক ও শৈত্যক; মালিস করিলে দদ্রুরোগে উপকার দর্শে। জ্বররোগে শৈত্যকরণার্থে ব্যবহৃত হয়।

টিঞ্চার হাইওসায়েমস্।

ইহা বেদনা নিবারক, টান অথবা আক্ষেপনিবারক, মাদক, শ্লেষ্মা-নিঃসারক ও নিদ্রাকর। যে স্থানে আফিম প্রয়োগ হইলে কোষ্ঠবদ্ধ হইবার আশঙ্কা হয়, সেস্থানে বেদনা নিবারণ ও নিদ্রা করণার্থে টিঞ্চার ওপিয়াইর পরিবর্ত্তে টিঞ্চার হাইওসায়েমস্ প্রয়োগ হইয়া থাকে; সামান্য কাস উপস্থিত হইলে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হয়। তদ্ব্যতিত অন্যান্য রোগেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

---

* ইন্‌ফিউজন সেনেগা প্রস্তুত করিতে হইলে গরম জল ১০ ঔন্স মধ্যে, ঈষৎ কুট্টিত সেনেগার ছাল ৪ ড্রাম আবৃত পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া এক ঘণ্টা পরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা উপরে লিখিত হইল।

লাইকার আর্সেনিক ক্যালিজ।

ইহা বলকর, জরঘ্ন ও আগ্নেয়; জ্বরে, সন্ধিস্থানীয় বাতবেদনায়, পুরাতন জ্বরাদি রোগে ও জ্বরাদি কারন দৌর্ব্বল্যাবস্থায় এবং চর্ম্মরোগে প্রয়োগ হয়। জ্বরত্যাগার্থে প্রয়োগ করিতে হইলে জরবিরামকালে প্রয়োগ করা উচিত। পুরাতন জ্বরাদি রোগে দুর্ব্বলাবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইলে আহারান্তে অর্থাৎ ভুক্ত বস্তুর পরিপাক সময়ে সেবন করাইবে। যকৃত ও প্লীহা সংযুক্ত জরে, পালাজ্বরে, প্রদরসহ জ্বর বিরামকালে, সামান্য কাসে, ঋতু দীর্ঘকাল স্থায়িত্বে ও সর্পাঘাতে ইহা প্রয়োগ হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা ধাতু পরিবর্ত্তক, শোণিত পরিষ্কারক, কুইনাইন সদৃশ আশু জ্বরঘ্ন। অধিক মাত্রায় কিম্বা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইলে রোগী বিষাক্ত হইয়া সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। মাত্রা—২ বিন্দু হইতে ৮ বিন্দু পর্য্যন্ত।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌সিয়ান।

ইহা বলকারক ও আগ্নেয়; সুতরাং অজীর্ণ রোগে ও অপরাপর রোগান্তের পর দৌর্ব্বল্যাবস্থায় ব্যবহার্য্য। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

টিঞ্চার ওপিয়াই।

ইহা ধারক, মাদক, নিদ্রাকর, সঙ্কোচক এবং বেদনা নিবারক; ওলাউঠা, রক্তামাশয় ও অতিসারাদি রোগে এবং যাতনা নিবারণার্থ অন্যান্য বহুবিধ রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ১৪॥০ বিন্দুতে ১ গ্রেণ আফিম আছে। মাত্রা—৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ক্লোরোডাইন।

ইহা ওলাউঠা রোগে বিশেষ উপকারি এবং ইহাদ্বারা আশু ফললাভ হইয়া থাকে। ভেদ, বমন ও হিক্কা সত্বর নিবৃত্তি হয়। এতদ্ভিন্ন উদরাময়, আমাশয়,

রক্তামাশয়, গ্রহণী, পেটকামড়ানি, শূলবেদনা, বমন, বক্ষঃ ও কক্ষ বেদনা, ফিক ও বাত বেদনা, ধনুষ্টঙ্কার, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, গুল্ম, দন্তরোগ, দন্ত ও কর্ণশূল, নিশাকালে ঘর্ম্ম, নিদ্রানাশ, কককাস, শ্বাসকাস, যক্ষ্মাকাস, কম্প, বক্ষস্থল ঘড়ঘড় করা, কম্প, বাতশিরা ইত্যাদি রোগে বিশেষ উপকারী। রোগনাশপক্ষে ইহার অসাধারণ গুণ দৃষ্ট হয়। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু।

ডন্‌ভান্স্ সলিউশন্।

ইহা পারদ হইতে প্রস্তুত; চর্ম্মাদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারা অথবা গর্ম্মিজন্য গাত্রাদিতে ক্ষত হইলে সালসা সহ প্রয়োগে দুশ্চিহ্নাদি লোপ পায়। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু।

পটাস ব্রোমাইড।

ইহা বায়ুনাশক, উত্তেজক, স্নায়ুবর্গের অবসাদক এবং ধাতুপরিবর্ত্তক। বিবিধ আক্ষেপ রোগে প্রয়োগ হইলে সুন্দর ফল দৃষ্ট। মৃগী ও হিষ্টিরিয়া রোগে আক্ষেপ নিবারণ করিয়া বিশেষ উপকার করে। জ্বরবিকারে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ প্রলাপ উপস্থিত হইলে ইহাদ্বারা বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

ষ্ট্রাক্ট কোনিয়াই।

ইহা স্থানিক উত্তেজক; পশ্চাৎ স্পর্শহারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অবসাদক ও বেদনা নিবারক; অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া আনয়ন করে। ক্যান্সার ও গণ্ডমালা রোগে আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগ হয়। হুপিং কফ এবং মৃগী আক্ষেপযুক্ত রোগাদিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

কার্ব্বলিক অ্যাসিড।

ইহা বায়ুনাশক, পচননিবারক, দুর্গন্ধহারক, উত্তেজক, স্থানিক উগ্রতাসাধক এবং প্রদারক, পাকাশয়ের উগ্রতাবশতঃ যে বমন হয়, সেই বমন নিবারণের

জন্য আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হইতে পারে। ইহা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত মিলিত হইলে পর সেবন করাইবে। মাত্রা—১ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ভাইনম্ অ্যান্টিমনি।

ইহা ধামনিক অবসাদক, বিবমিষাজনক, কফনিঃসারক ও মূত্রকারক; অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে বমনকারক ও প্রদাহিক হইয়া বিষক্রিয়া উপস্থিত করে। তরুণ ফুস্ফুস্ প্রদাহে, প্রদাহিক জ্বরে, স্বল্পবিরাম জ্বরে ও অবিরাম জ্বরে বিশেষ উপকার দর্শে। ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু মাত্রায় ঘর্ম্মকারক এবং শ্লেষ্ম নিঃসারক; ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম মাত্রায় বমনোদ্বেগ; ২ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম মাত্রায় বমনকারক; বালকগণের বমনকরণার্থে ৩০বিন্দু হইতে ১ড্রাম পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ হইয়া থাকে।

পটাস্ আইয়োডাইড।

ইহা সালসা সহ প্রয়োগে বাতে ধরা, গাত্রে গর্ম্মি বা পারার কদাকার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়; তদ্ব্যতিত ধাতুপরিবর্ত্তন ও শোণিত পরিষ্কারক হইয়া থাকে। ইহা ব্যবহারে সর্দ্দিরোগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য দেহস্থ ক্লেদাদি নির্গত হইয়া দেহকে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে। ইহা ব্যবহার করিতে করিতে গলাজ্বালা, চক্ষুতে বেদনা ও সর্দ্দি উপস্থিত হইলে সেবন বন্ধ করিবে। এই সকল লক্ষণ বন্ধ হইলে পুনর্ব্বার সেবন করা উচিত। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

লাইকার হাইডার্জিরাই পারক্লোরাইড।+

ইহা ব্যবহার করিলে পুরাতন চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। পারা বা গর্ম্মি ক্ষতাদি জন্য গাত্রে কদাকার চিহ্ন প্রকাশিত হইলে সালসা সহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ফেরি সাইট্রেট অফ কুইনাইন।

ইহা মৃদু জ্বরঘ্ন, বলকারক, বিকার ও জ্বরাদি রোগের পর দুর্ব্বলাবস্থায় সেব্য। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

+ পারক্লোরাইড অফ মার্কারি ১০ গ্রেণ, ক্লোরাইড অফ অ্যামোনিয়া ১০ গ্রেণ, পরিষ্কৃত জল ২০ ঔন্স একত্রে মিশ্রিত করণান্তর শোষক কাগজে ছাঁকা হইলেই প্রস্তুত হইল। মাত্রা—৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

বলকারক ও জ্বরঘ্ন। সিন্‌কোনা বার্ক হইতে প্রস্তুত হয়, এজন্য সিন্‌কোনার সমক্ ক্রিয়া সম্পাদন করে। মাত্রা—১ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত। কখন কখন অধিক মাত্রায়ও ব্যবহৃত হয়।

মার্কারি।

ইহার গুণ ভয়ানক, ইহাদ্বারা সকল অবস্থারই উপস্থিত হইতে পারে। ইহা কখন স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হয় না, কোন২ ঔষধ সংযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টিঞ্চার বেলেডোনা।

বাতবেদনা, স্তনদুগ্ধ নাশ ও প্রদাহ নিবারণার্থ গ্লিসারিন্ সহ ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা অথবা বেলেডোনা প্ল্যাষ্টার বাহ্যপ্রয়োগে উপকার দর্শে। পৃষ্ঠব্রণ, স্ফোটক ইত্যাদির প্রথম অবস্থায় ইহার প্রলেপ পুনঃ পুনঃ প্রদান করিলে বসিয়া যায়। মলবদ্ধ, লালাক্ষরণ, বিকার, ভয়ানক ঘর্ম্ম, শ্বাসকাস, উদরের ভয়ানক বেদনা, বহুমূত্র ইত্যাদি রোগে টিঞ্চার বেলেডোনা, ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা, সাকাস্ বেলেডোনা ইহার অন্যতম আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উপকার হইয়া থাকে। মাত্রা—টিঞ্চার বেলেডোনা ৫বিন্দু হইতে৩০বিন্দু ; ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা ১ গ্রেণের ৬ ভাগের ১ ভাগ ; সাকাস্ বেলেডোনা ৫ বিন্দু হইতে ১৫ বিন্দু।

পল্‌ভ জেকোবাই ও পল্‌ভ এণ্টিমনি।

এই উভয় ঔষধই টার্টার আমিটিকের ন্যায় বমনকারক, কিন্তু অপেক্ষাকৃত মৃদু। জর ও বাতাদি রোগে প্রয়োজন মত ক্যালামেল অথবা অহিফেন সহ ব্যবহার করা যায়। পুরাতন চর্ম্মরোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। মাত্রা—৩ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

টিঞ্চার জিঞ্জার।

ইহা উষ্ণকারক, বায়ুনিঃসারক ও আগ্নেয়। ইস্‌প্লীন পাউডার প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয় কোনরূপ জোলাপসহ ব্যবহারে উদরের বেদনা নিবারণ

করে। ইহার চুর্ণের মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ; টিঞ্চারের মাত্রা—১৫ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

মাস্ক বা মৃগনাভি।

উষ্ণকারক, আক্ষেপ নিবারক এবং রজোনিঃসারক। অধিক মাত্রায় মাদক গুণ করে। পরিমিত সেবনে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, নাড়ী ও স্নায়ুসমূহের ক্রিয়া বলবতী হয়, তজ্জন্য রক্তাধিক্যে ও শিঃরপীড়া থাকিলে ব্যবহার নিষিদ্ধ। জ্বর-বিকার ও ওলাউঠা রোগের দুর্ব্বলাবস্থায়, হস্তপদাদি ও অঙ্গুলির আকর্ষণে এবং ধমনীর মৃদুগতিতে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। টিঞ্চার মাস্কের মাত্রা ১ ড্রাম ২ পর্য্যন্ত।

জেম্‌স পাউডার।

ইহা ঘর্ম্মকারক; জ্বরাদি রোগে ঘর্ম্মকরণ জন্য ফিবার পাউডারে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

ক্যাম্ফর।

ইহা উষ্ণকারক, স্বেদজনক, বায়ুনাশক ও আক্ষেপ নিবারক। অধিক-মাত্রায় সেবন করাইলে মত্ততা উপস্থিত করে। জ্বর ও ওলাউঠা রোগে ব্যব-হৃত হয়। মাত্রা—১ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ। ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় স্পিরিটক্যাম্ফর সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—১বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ভাইনম্ রুবরম্ বা পোর্টওয়াইন।

ইহা উষ্ণকারক, বলকর ও ধারক। জ্বর ও ওলাউঠা রোগের দুর্ব্বলাবস্থায় মৎস্য অথবা মাংসের যূষসহ ইহা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপ-কার দর্শে। বহুকাল ব্যাপক পুরাতন রোগ হইতে মুক্তিলাভের পর, ইহা সেবন করাইলে নিত্য নিত্য বলসঞ্চার হইতে থাকে। মাত্রা—৪ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স্ পর্য্যন্ত।

অয়েল স্যাণ্টাল ফ্লেভা।

ঈষৎ উত্তেজক, রক্তসঞ্চালক ও যন্ত্রের অবসাদক। প্রমেহ রোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ হিতকর হইয়া উক্ত রোগ নাশ করে। মাত্রা—১৫ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

অয়েল কোপেবা।

ইহা উত্তেজক ; এই উত্তেজকতা মূত্রযন্ত্রে ও জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। প্রমেহ রোগে ইহা সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

অয়েল অফ কিউবেব।

ইহা আগ্নেয়, উত্তেজক, কফনিঃসারক প্রমেহ ও বায়ুনাশক। সচরাচর মেহ রোগেই ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—৫ হইতে ২০ বিন্দু।

এতদ্ব্যতিত আরও বহুতর ঔষধ আছে, সকলগুলি উল্লেখ করিতে হইলে পুস্তক বাহুল্য হইয়া পড়ে। পর অধ্যায়ে যে যে রোগের যে যে ঔষধ, তাহাই লিখিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

নানাবিধ জ্বর ও অন্যান্য রোগের ঔষধ ব্যবস্থা।

—•:•—

জ্বরকে ঔষধাদি দ্বারা দূরীকরণের চেষ্টা ও পুনর্ব্বার জ্বরাগম না হইতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জ্বরচিকিৎসার কতিপয় ঔষধ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইল। চিকিৎসক, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া এবং রোগ নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন।

১। ফিবার মিকশ্চার।

যদ্যপি কোন বলবানব্যক্তি অত্যন্ত রসস্থ জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং মলবদ্ধ সহ জ্বর বিদ্যমান দেখা যায়, তাহাকে ৩ কি ৪ দিবস মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু দুর্ব্বল রোগীকে ইহা কদাচ ব্যবহার করাইবে না।

লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটীস্	...	১ ঔন্স।
টার্টার অ্যামিটিক	... ...	১ গ্রেণ।
নাইট্রে অফ পটাস	... ...	১ ড্রাম।
সল্ফেট্ অফ ম্যাগ্নিসিয়া	... ...	১ ঔন্স।
অ্যাকোয়া (পরিষ্কার জল)	...	৫৸০ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী শিশিতে ৮টী দাগ দিবে। এক এক দাগ ঔষধ ২ অথবা ৩ তিনঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এইরূপে সেবন করাইতে করাইতে দাস্ত পরিষ্কার, বমন, ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া জ্বরত্যাগ হইতে পারে দুই তিনবার মলত্যাগ হইলে এই ঔষধ আর সেবন করাইবে না। এই ঔষধে শরীরের গ্লানি দূর হয়। পশ্চাৎ কুইনাইন্ মিকৃশ্চার প্রয়োগ করিয়া জ্বর বন্ধ করিবে।

২ য় ঔষধ।

যদ্যপি কোন রোগীর ভেদ বা বমন করাইবার ইচ্ছা না থাকে, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস		...	১ ঔন্স।
নাইট্রিক ইথার	...	...	২ ড্রাম।
নাইট্রেট্ অফ পটাস্	...	....	১ ড্রাম।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	...	...	১ ড্রাম।
অ্যাকোয়া	...	...	৬॥০ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করিতে করিতে যদি রোগীর বমনোদ্বেগ হয়, তবে এই ঔষধ পূর্ণ ১ দাগ না দিয়া কিছুকম পরিমাণে ঔষধ অল্প জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে রোগীর কাস থাকিলেও ইহাদ্বারা শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া যাইবে। যদ্যপি রোগীর দাস্ত করাইবার অভি-প্রায় হয়, তাহাহইলে ইহার সহিত ১ ঔন্স 'সল্‌ফেট্ অফ ম্যাগ্নিসিয়া' যোগ করিবে। যদ্যপি রোগীর গাত্রে বেদনা থাকে, তাহাহইলে 'টিঞ্চার হাইওসা-য়েমস' ২ ড্রাম ইহার সহিত যোগ করিবে।

৩য় ঔষধ।

যদ্যপি কোন রোগীর অবিরামজ্বর (একজ্বরী) হয়, অথচ গাত্রবেদনা থাকে, মলবদ্ধ ও প্রস্রাবহীনতা এবং রসস্থ বোধ হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস্		...	৫ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার	...	...	১ ড্রাম।
নাইট্রেট্ অফ পটাস্	...	...	২০ গ্রেণ।
সল্‌ফেট্ অফ ম্যাগ্নিসিয়া	...	...	১ ঔন্স।
টিঞ্চার হাইওসায়েমস্	...	...	১ ড্রাম।
কর্পূর মিশ্রিত জল	...	...	৩।০ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করণানন্তর ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। যদ্যপি গাত্রবেদনা না থাকে, তাহা হইলে টিঞ্চার হাইওসায়েমস্ বাদ দিবে।

৪র্থ ঔষধ।

যদ্যপি কোন রোগীর প্রবল কাস ও গাত্রবেদনা সহ অবিরাম জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইলে কফ নির্গত হইয়া কাস ও বেদনার হ্রাস হওতঃ জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে।

লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস্	৪ ড্রাম।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	৩০ ফোঁটা।
নাইট্রিক ইথার্	১ ড্রাম।
টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	১ ড্রাম।
টিঞ্চার হাইওসায়েমস্	১ ড্রাম।
অ্যাকোয়া	৩॥০ ঔন্স।

এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ করিবে; পরে ইহা ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ সেবন করাইবে। ইহাতে ক্রমে ক্রমে রসের পরিপাক ও শোণিত পরিষ্কার হইয়া জ্বরত্যাগ হয়। এই ঔষধ জ্বরভোগের ৪ বা ৫ দিন পরে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

৫ম ঔষধ।

যদ্যপি উপরোক্ত ঔষধে রোগের বিশেষ উপকার না দেখা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস্	১ ঔন্স।
টিঞ্চার হাইওসায়েমস্	১ ড্রাম।
টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	১ ড্রাম।

ভাইনম্ ইপিক্যাক্	২০ ফোঁটা।
স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটিক	৩০ ফোঁটা।

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ পূর্ণ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা সেবনে জ্বরের লাঘব, কফ নিঃসরণ, গাত্রবেদনার উপশম ও ধমনীর উত্তেজনা পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে

৬ষ্ঠ ঔষধ।

যদ্যপি কোন রোগীর ভয়ানক প্রবল জ্বর হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিবে।

লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস	২ ঔন্স।
টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম।
ভাইনম্ গ্যালেনাই	১ ঔন্স।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	২০ ফোঁটা।
ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম।
ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার	৫॥০ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

জ্বরবিকারে নানারূপ উপদ্রব।

গুরুতর জ্বরবিকারে গাত্রদাহ, পিপাসা, চক্ষুজ্বালা, ছটফট করা, প্রস্রাব কষ্ট, ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠা, জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ, ক্লেদযুক্ত জিহ্বা ও জিহ্বা-ক্ষত, চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রলাপ, কাস, মূর্চ্ছা, ভ্রম উদরস্ফীত বা উদরে বেদনা, ভেদ, বমন হিক্কা, শ্বাস, কম্প এবং ঘর্ম্ম ইত্যাদি নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত

হইয়া থাকে। উপরোক্ত উপদ্রব সকলের প্রতিকার ক্রমশঃ যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

৭ম—জ্বরবিকারের ঔষধ।

জ্বরবিকারে দেহস্থিত শোণিত গরম ও উর্দ্ধগামী হইয়া মস্তক আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তাহাতে প্রলাপ, চক্ষু রক্তবর্ণ, শয্যা হইয়ে ঝাঁকিয়া উঠা ও একজ্বরিতা ইত্যাদি লক্ষণ লক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত ঔষধের কোন একটী মনোনীত করিয়া প্রয়োগ করিবে। পশ্চাৎ মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দুই পুরু করিয়া ক্রমে বরফমিশ্রিত জল হউক, অথবা পরিষ্কৃত শীতল জলই হউক সিঞ্চন করিবে। কিন্তু আমাদের মতে নাইট্রেট অফ পটাস (সোরা), অথবা ক্লোরাইড অফ অ্যামোনিয়া (নিষাদল) (এ দুইটির মধ্যে যেটী হউক) মিশ্রিত শীতল জল, উক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডের উপর মুহুর্মুহুঃ প্রদান করিবে। ইহাতে ঐ উর্দ্ধগজনিত গরম শোণিত শীতল হইয়া স্বস্থানে গমন করতঃ আপনাপন কার্য্য করিবে। একজ্বরিতা, নাড়ীর পুষ্টি এবং চক্ষুর আরক্ততা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বিকারাবস্থার সূত্রপাত জানিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে পীড়া বর্দ্ধিত না হইয়া রোগী ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিবে। জ্বরবিকারের পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্ট হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ডাইলিউটেড নাইট্রোমিউরিয়েটিক অ্যাসিড	২ ড্রাম।
ভাইনম্ গ্যালেসাই (২নং)	১ ঔন্স।
টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম।
ক্লোরেট অফ পটাস্	১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম।
ডিকক্‌সন সিন্‌কোনা	৬ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত হইলে ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। একজ্বরী হইয়া থাকিলেও ক্রমে

ক্রমে রসের পারপাক হইয়া নাড়ীর দোষ সংশোধন পূর্ব্বক রোগীকে সবল ও সুস্থ করিতে থাকে।

৮ম ঔষধ—ঐ।

জ্বরবিকার কালে নাড়ী সবল থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস্	১ ঔন্স।
টিঞ্চার বেলেডোনা	১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথার	২ ড্রাম।
ডিককসন সিন্‌কোনা	৬॥০ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে ক্রমে ক্রমে চক্ষুর আরক্ততা, প্রলাপ এবং জ্বরের হ্রাস হইয়া থাকে। যদ্যপি নাড়ী বিকৃতি হইয়া বিকারের অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাহইলে উপরোক্ত ঔষধ সহ 'কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া ৫ গ্রেণ', অথবা স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটিক ৩০ ফোঁটা' প্রতি মাত্রায় যোগ করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইবে।

৯ম ঔষধ—ঐ।

যদ্যপি কোন রোগীর মধ্যমরূপ জ্বরবিকার হয় এবং নাড়ীর দোষ, আক্ষেপ ও প্রলাপ ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারোমেটিক	২ ড্রাম।
টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউন্ড	২ ড্রাম।
ভাইনম্ গ্যালেসাই	১ ঔন্স।
টিঞ্চার জিঞ্জার	২ ড্রাম।
ডিককসন সিন্‌কোনা	৬ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ পূর্ণ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে মধ্যম রকমের বিকার ও জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

১০ম।—জ্বরবিকারে শীতলাবস্থার ঔষধ।

জ্বরবিকারে যদ্যপি হিক্কা, শ্বাস, ললাট ও অন্যান্য স্থানে মৃদু মৃদু ঘর্ম্ম নিঃসরণ, কথা কহিতে অক্ষম, শীতলাঙ্গ, নাড়ীর গতি মৃদু, (তাপমান যন্ত্রে যদ্যপি এরূপ স্থলে ৯৮ ডিগ্রীর ন্যূন অর্থাৎ ৯৭ বা ৯৬ ডিগ্রী অনুমান হয়) ইত্যাদি বিকারের অপরাপর চিহ্ন সকল দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

লাইকার অ্যামোনিয়া	২ ড্রাম।
ভাইনম্ গ্যালেসাই	২ ঔন্স।
স্পিরিট সল্‌ফিউরিক ইথার	২ ড্রাম।
ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার	৫৷৷০ ঔন্স।

এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর (যেমন বিবেচনা হইবে) সেবন করাইবে। উপকার বোধ হইলে ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবে না। ইহা ধমনীর ক্ষীণাবস্থায় প্রয়োগ করিলে শরীর গরম ও নাড়ীর গতি সতেজ হইয়া ক্রমশঃ নাড়ী পরিষ্কার হইয়া আইসে এবং অন্যান্য উপদ্রব নাশ হয়। এইরূপে আরোগ্যোন্মুখ দেখিলে পোর্টওয়াইন সহ গরম দুগ্ধ বা মাংসের যুষ, অল্প পথ্য দিবে। তৎপশ্চাৎ জ্বরবিরাম কালে কুইনাইন মিক্‌শ্চার দিয়া জ্বরত্যাগ করাইবে।

১১শ।—শেষাবস্থার ঔষধ।

মাস্ক (মৃগনাভি)	২০ গ্রেণ।
কর্পূর	২০ গ্রেণ।

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ ভাগে বিভক্ত করিবে। পশ্চাৎ নাড়ীর অবস্থানুসারে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর এক একটী পুরিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহাতে নাড়ী সবল হইয়া আক্ষেপ ও হিক্কা নিবারণ দেহের উষ্ণতা সাধন এবং অন্যান্য দোষ সকলের শান্তি হইয়া থাকে। এ ঔষধটী ভয়ানক উত্তেজক।

১২।—শেষাবস্থার ঔষধ।

টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম।
কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া	৪০ গ্রেণ।
ভাইনম্ গ্যালেসাই	২ ঔন্স।
ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার	৫৬ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত হইলে ৮ দাগ করিবে। পশ্চাৎ নাড়ীর গতি অনুসারে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর প্রদান করিলে ক্রমে ক্রমে জ্বরবিকার নাশ, নাড়ীর গতি সতেজ এবং দেহের উষ্ণতা সাধন ইত্যাদি লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই রূপে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া আসিলে জ্বরবিরাম কালে কুইনাইন মিক্‌শ্চার প্রদান করিয়া পূর্ব্বোক্ত পথ্যাদি দিবে।

১৩।—শেষাবস্থার ঔষধ।

স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটিক	৪ ড্রাম।
টিঞ্চার কার্ডমম কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার	৩ ড্রাম।
টিঞ্চার মাস্ক	৩ ড্রাম।
ডিকক্‌সন সিন্‌কোনা	৬॥ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে। পশ্চাৎ ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে ক্রমে ক্রমে জ্বরবিকার ও মোহ ইত্যাদি নাশ হইয়া ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিবে। পুনরায় জ্বর না আইসে, এ কারণ জ্বরবিরাম কালে কুইনাইন মিকশ্চার দিয়া জ্বর বন্ধ করিবে।

নিউমোনিয়া বা ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রের প্রদাহ।

জ্বরকালে বক্ষঃস্থলের ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রের কোন কোন অংশে রক্ত রুদ্ধ হইলে (শোণিতসঞ্চালক বায়ুদ্বারা তত্রস্থ বদ্ধ শোণিতকে অন্তর করিতে না পারিলে) সেই বদ্ধ শোণিত দূষিত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রে বেদনা ও প্রদাহ উপস্থিত করে; আর যথাকালে কোনরূপ প্রতিকার দ্বারা ঐ অচল শোণিতকে সচল করিতে না পারিলে, ঐ বদ্ধ শোণিত ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া তৎপরে পূঁযে পরিণত হয়, অর্থাৎ সেই যন্ত্রস্থল পাকিয়া উঠে। ইহা অতি ভয়ানক রোগ, পূঁয না হইতে না হইতেই পূর্ব্বে সাবধান হইয়া চিকিৎসা করা বিজ্ঞ চিকিৎসকের কার্য্য। এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে একজ্বরিতা, প্রলাপ, অচৈতন্য ও বিহ্বল প্রভৃতি নানারূপ উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

যে জ্বরবিকার রোগে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাস বর্ত্তমান থাকিবে, সেই জ্বরবিকারে বক্ষঃস্থলীয় বেদনায় নিয়ত গরম জলের স্বেদ (ফোমেণ্ট, অর্থাৎ গরম জলে ফ্লানেল ডুবাইয়া নিঙ্গড়ানের পর সেই উত্তাপ) প্রদান করিলে, ক্রমে ক্রমে সেই বেদনার হ্রাস হইবে।

এই রোগে প্রথম অবস্থায় বক্ষস্থলের বেদনায় (যতদূর বেদনা বোধ হয়) ব্লিষ্টার লাগাইলে, অথবা পুলটিস প্রদান করিলে সত্বর আরোগ্য হইতে পারে। ব্লিষ্টার দিলে আকর্ষণ দ্বারা অচল শোণিতকে টানিয়া লয় এবং তজ্জন্যই ফোস্কা হয়; কোন কোন রোগীর ফোস্কা হয় না, কেবল লালাবর্ণ হইয়া থাকে। ফোস্কা উঠিলেই উত্তম হয়, নচেৎ লালাবর্ণ হইলে তাহার উপর কোনরূপ মালিসের ঔষধাদি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, কেননা তাহাতে রোগীর যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রথমাবস্থায় ব্লিষ্টার না দিয়া কেবল মালিস, ফোমেণ্ট অথবা পুলটিস প্রদান দ্বারা অচল শোণিতকে সচল করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের মতে সর্ব্বশেষ ব্লিষ্টার দেওয়াই উচিত।

পরিষ্কৃত তিসিকে (মসিনা) বাটিয়া অল্প পাতলা করিবে, পরে কোন পাত্রে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইবে। পশ্চাৎ বেদনা পরিমিত বস্ত্রখণ্ডে ঐ পুলটিস সংলগ্ন করণানন্তর তদুপরি অপর বস্ত্রখণ্ডের টুক্‌রা প্রদান করিয়া বেদনা উপর প্রদান করিবে। ঐ পুলটিস পড়িয়া না যায়, এজন্য কোন বস্ত্রদ্বারা তাহা বন্ধন করিয়া দিবে। পুলটীস ঠাণ্ডা হইয়া গেলে এইরূপে পুনঃ পুনঃ পুলটিস প্রদান করিবে।

এই তিসির পুলটিস বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে এবং বক্ষঃস্থলের পার্শ্বদেশে অর্থাৎ দুই বগলের নিম্নদেশে (যাহাকে পাঁজরা কহে) বারম্বার প্রদান করিবে। এই উত্তাপে অচল শোণিত সচল হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে এবং রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।

তার্পিণ ও কর্পূর একত্র করিয়া বেদনা স্থলে বারম্বার মালিস করিলে এই উভয় দ্রব্যের উত্তেজ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ঐ বদ্ধ শোণিতকে সচল করিতে সক্ষম হয় এবং রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

টিঞ্চার জিঞ্জার বেদনা স্থানে নিয়ত মালিস করিলেও অচল শোণিতকে সচল করিতে পারে।

ক্যাজুপুটী অয়েল ও লিনিমেণ্ট অ্যামোনিয়া একত্র করতঃ বেদনা স্থানে মালিস করিবে এবং ফোমেণ্ট (গরম জলে ফ্ল্যানেল ডুবাইয়া নিঙ্গাড়ানের পর জলশূন্য হইলে) করিবে। ইহাতেও অচল শোণিত সচল হইয়া স্থানান্তরে গমন করে।

নিউমোনিয়ার প্রথম অবস্থা।

ইহার প্রথম অবস্থায় ফুস্ ফুসের মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হয় এবং তাহা প্রদাহ-বিশিষ্ট হইয়া ঘোর লালবর্ণ হইয়া উঠে; তজ্জন্য বক্ষঃস্থলে গুরুভার বোধ, (অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে যেন কোন ভারি বস্তু রাখা হইয়াছে এমত বোধ) কঠিন ও বেদনাযুক্ত হয়। বক্ষঃস্থল টিপিলে তথায় অঙ্গুলির চিহ্ন হইতে পারে, এইরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

এই রোগে অন্ত্র পরিষ্কার রাখাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। সর্ব্ব প্রথমে জোলাপ পাউডার অথবা ক্যাষ্টরয়েলের জোলাপ দ্বারা রোগীর মলত্যাগ করাইবে, পশ্চাৎ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

নিউমোনিয়ার প্রথমাবস্থার ঔষধ।

কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া	১ ড্রাম।
টীঞ্চার হাইওসায়েমূস	১॥০ ড্রাম।
টিঞ্চার সিলি	২ ড্রাম।

ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	১ ড্রাম।
ক্যাম্ফর মিক্শ্চার	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত ঔষধ একত্র করিয়া ৮ দাগ করিবে। পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য এবং বক্ষঃস্থলে পূর্ব্বোক্ত মালিস ও ফোমেণ্টশন করা উচিত। ইহাতে বেদনার উপশম, শ্লেষ্মনিঃসরণ ও প্রস্রাব সরল হইয়া রোগের শান্তি এবং জ্বরের হ্রাস হয়। এইরূপে জ্বর আরোগ্য হইয়া ২।৩ দিবস গত ও বেদনার হ্রাস হইলে পশ্চাৎ কুইনাইন মিক্শ্চার প্রয়োগ করিবে অপক্ক জ্বরে (কাঁচা জ্বরে) ও দোষ স্বত্বে কদাচ কুইনাইন মিক্শ্চার প্রয়োগ করিবে না।

এরূপ অবস্থায় লঘু পথ্য প্রদান করিবে। অর্থাৎ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, দুগ্ধসাগু, এরারুট, বার্লি কিম্বা জলসাগু প্রদান করিবে।

নিউমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থা।

এই অবস্থায় ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রে ক্রমে ক্রমে রক্ত জমাট হইয়া যকৃতের ন্যায় আকার প্রাপ্ত এবং অনুজ্জ্বল আরক্তবর্ণ হইয়া সমভাবে বিস্তৃত হয়। উহার গুরুত্ব ও কখন কখন আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সময়ে বক্ষঃস্থলের উপর যেন কোন গুরুভার দ্রব্য রাখা হইয়াছে এমত বোধ হয়। রোগী বক্ষকে কোন প্রকারে রাখিয়া সুস্থতা লাভ করিতে পারে না। চিকিৎসক এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া প্রথমাবস্থার ন্যায় বিরেচক ঔষধ দ্বারা মলত্যাগ করাইবে এবং বক্ষস্থলের বেদনার যাহাতে প্রতিকার (মালিস ও পুলটিসাদি প্রদান, অথবা ব্লিষ্টার প্রদান) হয়, এমন চেষ্টা করিবে।

নিউমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থায় চিকিৎসক যদ্যপি মনোযোগের সহিত রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ না করেন, তাহাহইলে পীড়া ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই অবস্থায় রোগীর একজ্বরিতা, প্রলাপ, অচৈতন্য, চক্ষু ঘোলা, বিহ্বল ও মৃতপ্রায় লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ প্রদান করিবে।

নিউমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ।

ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম।
টিঞ্চার হাইওসায়েমস্	১ ড্রাম ২০ ফোঁটা।
কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া	৪০ গ্রেণ।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	১॥০ ড্রাম।
ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত হইলে ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ সেবন করাইলে দেহস্থ যন্ত্র সকলের উত্তেজ, কফ-নিঃসরণ ও প্রদাহাদি নিবারণ হইয়া রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। যখন জানা যাইবে যে বক্ষবেদনা নিবারণ এবং ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস সহজ ভাবে বহন হইতেছে, জ্বর প্রভৃতির চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, সেই সময় কুইনাইন মিক্‌শ্চার প্রয়োগ করিবে। এই রোগের ভোগ কাল প্রথম দিন হইতে ৪১ দিন পর্য্যন্ত।

জ্বর আরোগ্য হইলে রোগীকে বলকারক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দুগ্ধসাগু বা চর্ব্বিবর্জ্জিত কচি ছাগমাংসের যুষ সহ পোর্টওয়াইন ৪ ড্রাম প্রতিবারে মিশ্রিত করিয়া পথ্য প্রদান করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বলসঞ্চার হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিতে থাকিবে।

এইরূপ অবস্থায় যদ্যপি রোগীর নিদ্রা না হয়, তাহাহইলে "পটাস্ ব্রোমাইড ২০ গ্রেণ, টিঞ্চার হাইওসায়েমস্ ১৫ ফোঁটা, ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার ১ ঔন্স" এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর রাত্রির পর প্রদান করিবে, ইহাতেও যদ্যপি নিদ্রা না হয়, ২ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার আর এক মাত্রা ঔষধ ঐরূপে প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে।

নিউমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থা।

ইহাতে ফুস্‌ফুস্ মধ্যে রক্ত গমন করিয়া কঠিন হওয়ার পর ঐ রক্ত সবুজ-বর্ণ হইয়া যকৃতের ন্যায় আকার ধারণ করিলে রোগীর বর্ণ অতিম্লান হইতেহ

ঈষৎ পীত অথবা হরিদ্বর্ণ মিশ্রিত ধূসরবর্ণ হয় এবং রোগী শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে ও ত্যাগে অতিশয় কষ্ট অনুভূত করে। এ অবস্থায় রোগীকে দেখিলে মৃতপ্রায় জ্ঞান হয়। এরূপ সময়ে পূর্ব্বোক্ত স্বেদ প্রদান এবং কফনিঃসারক ও উত্তেজক ঔষধ প্রদান করিবে। ইহার সহিত মধ্যে মধ্যে মাংসের যুষ অথবা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ উপরের লিখিত মাত্রানুসারে পোর্টওয়াইন প্রদান করিয়া রোগীর বল-সঞ্চার করিবে; পশ্চাৎ নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

নিউমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থার ঔষধ।

কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া	৪০ গ্রেণ।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	৪০ ফোঁটা।
টিঞ্চার সেনেগা	২॥০ ড্রাম।
টিঞ্চার সিলি	২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ সেনেগা	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করা হইলে ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘন্টা অন্তর সেবন করাইলে শ্লেষ্মনিঃসরণ ও শরীরস্থ যন্ত্র সকলের উত্তেজনা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

কাস নিবারক ঔষধ।

এই রোগে রাত্রিকালে যদ্যপি কাস দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ষ্ট্রাক্ট জেন্‌সিয়ান্	৪ গ্রেণ।
ষ্ট্রাক্ট কোনায়াম্	১ গ্রেণ।

এই উভয় দ্রব্যদ্বারা ৪টী বটিকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ রাত্রিকালে যখন কাস বৃদ্ধি দেখিবে, তখন এই বটীকা ২ কি ৩ বার ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করা-ইলে কাসের উপদ্রব নাশ হইবে।

কুইনাইন্ মিক্শ্চার।

পূর্ব্বোক্ত দোষ সকলের শান্তি হইয়া গেলে এবং জ্বর দীর্ঘকাল বিরাম পাইলে নিম্নলিখিত কুইনাইন মিঃ প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু দোষস্বত্বে দিবে না।

সল্ফেট্ অফ কুইনাইন	২৪ গ্রেণ।
ডাইলিউডেট নাইট্রোমিউরিয়েটিক অ্যাসিড	১॥০ ড্রাম।
টিঞ্চার কার্ডমম্ কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম।
চিরেতার জল	৭॥০ ঔন্স।

মেজর গ্ল্যাসে অগ্রে কুইনাইন ফেলিয়া পশ্চাৎ ডাইলিউটেড নাইট্রো-মিউ-রিয়েটিক অ্যাসিড দ্বারা কুইনাইন দ্রব করিবে। সর্ব্বশেষে অন্যান্য ঔষধ মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হইলে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

দুর্ব্বলাবস্থার কুইনাইন মিক্শ্চার।

দুর্ব্বলাবস্থায় কুইনাইন মিক্শ্চার প্রয়োগ করিতে হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রদান করিবে।

সল্ফেট্ অফ কুইনাইন	৪০ গ্রেণ।
ডাইলিউটেড সল্ফিউরিক্ অ্যাসিড	১॥০ ড্রাম।
টিঞ্চার কার্ডমম কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম।
পোর্টওয়াইন	২ ঔন্স।
পরিস্রুত জল	৫॥০ ঔন্স।

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে ; পশ্চাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ প্রথম দিন ৪ বার, দ্বিতীয় দিন ২ বার, তৃতীয় দিন ১ বার এবং চতুর্থ দিন ১ বার সেবন করাইবে। ইহাতে ক্রমে ক্রমে বলসঞ্চার হইয়া রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে থাকে।

সচরাচর যে সকল কুইনাইন মিক্শ্চার প্রয়োগ করা যায়।

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	৩২ গ্রেণ।
ডাঃ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড	১ ড্রাম।
টিঞ্চার কার্ডমম	১ ড্রাম।
পরিস্রুত জল	৭॥০ ঔন্স।

অগ্রে ডাঃ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা কুইনাইন দ্রব করিয়া লইবে; পরে সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ৮ দাগ করণান্তর ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এইরূপে ৪ বার সেবিত হইলে জ্বর বন্ধ হইবার সম্ভব, কিন্তু ৪ বারের অধিক প্রথম দিনে সেবন করাইবে না। ইহাতে জ্বর বন্ধ হয় উত্তম, নচেৎ পর দিবস ঐ নিয়মে সেবিত হইলে জ্বর অবশ্যই বন্ধ হইবে। জ্বর বন্ধ হইলেও উপর্য্যুপরি ২।৩ দিবস প্রত্যহ এক একবার সেবন করান উচিত।

জ্বরবিকারের পরে যে কুইনাইন মিক্শ্চার দেওয়া যায়।

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	—	—	২০ গ্রেণ।
ডাঃ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড	—	—	৪০ বিন্দু।
পোর্টওয়াইন	—	—	৪ ড্রাম।
ডিককসন সিন্‌কোনা	—	—	৪ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৪ দাগ করিবে; বিকারাবস্থায় জ্বরের বিরাম পাইলে ২ ঘণ্টা অন্তর ৪ বার সেবন করাইবে। এক দিনে ২০।২৫ গ্রেণের অধিক কুইনাইন কদাচ প্রয়োগ করিবে না। এইরূপে জ্বরত্যাগের পর যদ্যপি দাস্ত পরিষ্কার ও অগ্নিবৃদ্ধি করাইবার আবশ্যক হয়, তাহাহইলে ইহার সহিত 'টিঞ্চার জেন্‌সিয়ান্ ২ ড্রাম' প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শরীরের উত্তাপ নাশ, মৃদু বিরেচন ও পিত্তদোষ সংশোধন হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ

করিবে। যদ্যপি উদরাদির মধ্যে কোনও স্থানে বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে ইহার সহিত 'টিঞ্চার জিঞ্জার ১ ড্রাম' যোগ করিবে। ইহা সেবনে উদরের বেদনা নাশ, অগ্নিবৃদ্ধি ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে।

দুর্ব্বলাবস্থায় যে কুইনাইন মিক্‌শ্চার প্রয়োগ করা যায়।

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	—	—	২০ গ্রেণ।
ডাঃ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড	—	—	৪০ বিন্দু।
টিঞ্চার কার্ডমম	—	—	১ ড্রাম।
টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	—	—	১ ড্রাম।
টিঞ্চার জিঞ্জার	—	—	১ ড্রাম।
ভাইনম্ গ্যালেনাই	—	—	৪ ড্রাম।
পরিস্কৃত জল	—	—	৩॥০ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ জ্বরবিরাম কালে সেবন করাইবে।

পালাজ্বরের ঔষধ ব্যবস্থা।

যদ্যপি পালাজ্বর উপস্থিত হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রদান করিলে পালাজ্বর নিবৃত্তি হয়।

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	—	—	২৪ গ্রেণ।
ডাঃ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড	—	—	৩০ বিন্দু।
টিঞ্চার কলম্বা	—	—	১॥০ ড্রাম।
টিঞ্চার জিঞ্জার	—	—	১॥০ ড্রাম।
পরিস্কার জল	—	—	৭॥০ ঔন্স।

জ্বরবিকারকালে কর্ণমূল শোথ।

জ্বর প্রকাশ হইবার পুর্ব্বে কর্ণমুল স্ফীত হইয়া পশ্চাৎ ভয়ানক জ্বর প্রকাশ হইলে সেই কর্ণমূল শোথকে প্রাণনাশক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। জ্বরবিকারের মধ্যাবস্থায় কর্ণমূল শোথ প্রকাশিত হইলে বিস্তর ক্লেশে ওবহু চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বরবিকারের শেষে কর্ণমূল শোথ প্রকাশিত হইলে অল্লায়াসে এবং সামান্য প্রতিকারেই তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে; জ্বরবিকার কালে কর্ণমূল ফুলিয়া অতিশয় কন্‌কন্‌ করিতে থাকে, এজন্য রোগী মুখ ব্যাদন করিতে পারে না এবং প্রবল জ্বর অনুভূত হয়। এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইলে টিঞ্চার আইওডিন তুলিদ্বারা ৫।৭ বার সেই বেদনা স্থানে মালিস, পুলটিস প্রদান, অথবা গরম জলের সহিত ফোমেণ্টশন করিলে, সেই আবদ্ধ রক্ত ক্রমে ক্রমে সচল হইয়া স্থানান্তরে গমন করে।

ইহাতেও আরোগ্য না হইলে ঐ শোথের উপর লিনিমেণ্ট বেলেডনার পটি বসাইলেও উপকার হয়। টিঞ্চার বেলেডনা ২ ড্রাম লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ মিশ্রিত করণান্তর সেই জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া ঐ শোথের উপর জলপটির ন্যায় বসাইয়া দিবে এবং ঐ বেলেডনা মিশ্রিত জল উক্ত পটির উপর অল্পে২ প্রদান করিবে। পশ্চাৎ ১ ঔন্স পরিষ্কার জলে টিঞ্চার বেলেডনা ১৫ বিন্দু ফেলিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর এক একবার সেবন করিলেও কর্ণমূল শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বর বা বিকার জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা।

এই সকল প্রতিকার হইলেও যদ্যপি কর্ণমূল শোথ পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্রচিকিৎসা ও ক্ষতাদির চিকিৎসা করাইবে।

জ্বরকালে পেট ফাঁপিলে।

জ্বরকালে বায়ু প্রকুপিত, ক্রিমিদোষ, মলবদ্ধ, ভুক্তবস্তুর অজীর্ণতা এবং অপর্য্যাপ্ত উষ্ণকারক ঔষধাদি সেবন ইত্যাদি অপরাপর কারণেও উদর স্ফীত হইতে পারে।

বায়ু প্রকুপিত হইয়া উদরস্ফীত হইলে গরম জলের সহিত সাবান দিয়া মালিস কিম্বা তার্পিন তৈল উদরে মালিস করিলে, উদরে শীতল জলের পটি

প্রদান করিলে, কিম্বা সোডা ১০ গ্রেণ ও টার্টারিক অ্যাসিড ৮ গ্রেণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বায়ুকর্ত্তৃক পেটফাঁপা নিবৃত্তি হয়।

ক্রিমিদোষ জন্য পেট ফাঁপিলে ক্রিমিঘ্ন ঔষধাদি প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে। যাহার ক্রিমিদোষ থাকিবে, তাহাকে জ্বরের প্রথমাবস্থায় বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা ১০ গ্রেণ, স্যাণ্টনাইন ৩ গ্রেণ, এই উভয় দ্রব্য একত্র করিয়া একবারে সেবন করাইবে এবং ৪।৫ ঘণ্টা পরে ১ ঔন্স ক্যাষ্টরয়েলের জোলাপ প্রদান করিবে। ইহাতে ক্রিমিকুল ধ্বংস হইয়া রোগের উপকার হয়। এ সময়ে রোগীর ধাতু অতিশয় রুক্ষ হইতে পারে। আর উষ্ণকারক ঔষধ সেবন জন্য উদর স্ফীত হইলে উদরে শীতল জলের পটি, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, পাতি বা কাগজী লেবুর রসসহ মিছরির সরবৎ প্রদানে আরোগ্য হইতে পারে। মলবদ্ধ জন্য উদর স্ফীত হইলে মল পরিষ্কার করাইলেই আরোগ্য হইবে।

জ্বরকালে ভেদ উপদ্রব।

জ্বরকালে অতিশয় ভেদ হইলে জ্বরাতিসার কহে। পৃথকই হউক, অথবা জ্বরকালে সেবনীয় ঔষধ সহই হউক, ১৫ বিন্দু ক্লোরোডাইন, কিম্বা টিংচার ওপিয়াই ১০ বিন্দু প্রতি মাত্রায় যোগ করিয়া সেবন করাইলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

জ্বরকালে হিক্কা বা শ্বাস উপদ্রব।

উপবাস, মলমূত্রের বেগ ধারণ অথবা উৎকট রোগের পীড়ন, ইত্যাদি নানা কারণে হিক্কা ও শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে।

উপবাস জন্য হিক্কা উপস্থিত হইলে বলকারক পথ্যাদি প্রদান করিবে। উষ্ণকর ঔষধাদি প্রয়োগ জন্য হিক্কা উপস্থিত হইলে ঔষধ বন্ধ করিবে, পশ্চাৎ মিছরির সরবৎ, সোডা অ্যাসিড, বাতাবিলেবু ও বন্ধাদুগ্ধ ইত্যাদি পথ্য দিবে। এ অবস্থায় উদরে জলপটি প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয়। সামান্য হিক্কা উপস্থিত হইলে একটী গোলমরিচ সূচ্যগ্রে বিদ্ধ করিয়া দীপশিখায় দগ্ধ করতঃ নাসিকায় উহার ধুম প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ সামান্য হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে।

জ্বরকালে বমন উপদ্রব।

জ্বরকালে অতিশয় বমন হইতে থাকিলে তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক। কেননা ঔষধ উদরস্থ হইবামাত্র বমন হইয়া গেলে সে ঔষধে কি কার্য্য করিতে পারে; অতএব অগ্রে বমন নিবৃত্তি করাই উচিত।

অত্যন্ত বমন হইতে থাকিলে এবং ঔষধাদি সেবন করাইবামাত্র তাহা উঠিয়া গেলে, কচি তালশাঁসের জল, মুড়ি ভিজান জল, পাতি বা কাগজী লেবু কাটিয়া লবণ সহ চোষাইলে এবং লিমনেড প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে অথবা মস্তকে ও উদরে শীতল জলের পটী প্রদান করিলে বমন নিবারণ হইতে পারে। বরফের টুকরা মুখে দিলে অথবা বরফমিশ্রিত জলপানে, মৌরি ভিজান জলপানে, কর্পূর মিশ্রিত জলপানে, কর্পূর ঘ্রাণে, অথবা শ্বেতচন্দনাদির ঘ্রাণে, বমনোদ্বেগ ও বমন নিবারণ হইতে পারে।

যদ্যপি ইহাতেও বমন নিবৃত্তি না হয়, তাহাহইলে চূণের স্বচ্ছজল ১ ছটাক, মিছরি গুড়া অর্দ্ধছটাক, বরফ বা বরফজল অর্দ্ধপোয়া এবং দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া একত্র যোগ করিয়া এক এক চামচ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর প্রদান করিবে। এইরূপে ৩।৪ বার উদরস্থ হইলে বমনোদ্বেগ বা বমন বন্ধ হইবে। পশ্চাৎ ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে আর উঠিয়া যাইবে না।

জ্বরবিকার কালে ভয়ানক ঘর্ম্ম উপদ্রব নিবারণের সদুপায়।

প্রথমতঃ সামান্য জ্বরে ঘর্ম্ম নিবারণ করিবার আবশ্যক নাই, কেননা সেই ঘর্ম্ম হিতকর হইয়া জ্বরত্যাগ ও রসের লাঘব করায়। কিন্তু জ্বরবিকার রোগের প্রাদুর্ভাবে শরীরস্থ সমস্ত রস ও রক্তাদি নিষ্ক্রিয় হইয়া ঘর্ম্মে পরিণত করে, সেই সমস্ত নির্গত হইলে দেহস্থ যন্ত্রাদি ক্রমে ক্রমে শিথিল হয় এবং তজ্জন্য সত্বর প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে।

জ্বরবিকার রোগে ঘর্ম্মোপদ্রব উপস্থিত হইলে নানা প্রকার কৌশলে তাহা নিবারণের চেষ্টা করা উচিত।

অচৈতন্য, প্রলাপ, দন্ত কড়মড়, চোম্‌কে উঠা ও একজ্বরিতা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

কার্ব্বনেট অফ সোডা	৩০ গ্রেণ।
পল্‌ভ সিন্‌কোনা	৪০ গ্রেণ।
পল্‌ভ রিয়াই	৪০ গ্রেণ।
স্যান্টনাইন	৪ গ্রেণ।

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে জ্বরত্যাগ, ক্রিমিনাশ ও সহজে মল পরিষ্কার হইয়া থাকে।

কুইনাইন পাউডার।

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	১৬ গ্রেণ।
কার্ব্বনেট অফ সোডা	২০ গ্রেণ।
পল্‌ভ রিয়াই	২০ গ্রেণ।
পল্‌ভ জিঞ্জার	৮ গ্রেণ।

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে পেষণ হইলে ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর জ্বর বিরামকালে সেবন করাইবে। এইরূপে ৪।৫ বার সেবনের পর জ্বর এককালে বন্ধ হইয়া যায় এবং সহজে মল পরিষ্কার হইয়া থাকে।

২।—কুইনাইন পাউডার।

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	২৪ গ্রেণ।
পল্‌ভ ইপিক্যাক	১ গ্রেণ।
কার্ব্বনেট অফ সোডা	২০ গ্রেণ।

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ জ্বর বিচ্ছেদ কালে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে মৃদু বিরেচন, পিত্ত নিঃসরণ ও শরীর সংশোধনান্তর জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

৩।—কুইনাইন পাউডার।

সলফেট অফ কুইনাইন	২০ গ্রেণ।
ক্লোরেট অফ পটাস্	২০ গ্রেণ।
ক্যাম্ফর (কর্পূর)	২ গ্রেণ।
কার্ব্বনেট অফ সোডা	৪০ গ্রেণ।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ ১ কি ২ঘণ্টা অন্তর জ্বরবিচ্ছেদ কালে সেবন করাইবে। এইরূপ ৩।৪ বার সেবন করাইলে রক্ত সংশোধন, বায়ুর শান্তি, শরীর উষ্ণ ও জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে।

জ্বরবিকারের পর রোগী দুর্ব্বল থাকিলে।

ডাইলিউটেড নাইট্রো-মিউরিয়েটিক অ্যাসিড	৮০ বিন্দু।
ফেরি সাইট্রেট অফ কুইনাইন	৪০ গ্রেণ।
টিঞ্চার জেন্‌সিয়ান্	৪ ড্রাম।
শীতল জল	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ দিবসে দুইবার হিসাবে কিছুদিন সেবন করাইলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া দিন দিন রোগী বলবান হইতে থাকে। পূর্ব্ব সেবিত কুইনাইনাদি দ্বারা যে সকল দোষ শরীরে উপস্থিত হয়, ইহা সেবনে ক্রমে ক্রমে সংশোধন হইতে থাকে। ইহা দোষনাশক মৃদুবিরেচক, উত্তাপ নাশক, জ্বরঘ্ন, কুইনাইনের দোষ সংশোধক, পিত্তনাশক ও বলকারক।

ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধাদি ব্যবস্থা।

ম্যালেরিয়া প্রভাবে এদেশ জর্জ্জরিত ; ম্যালেরিয়ার বিষয় আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ এবং ক্যাম্বেল স্কুলে যে ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল।

কুইনাইন	৩ গ্রেণ।
ক্সরাব	১৫ গ্রেণ।
জিঞ্জার	৬ গ্রেণ।

একত্রে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া ঔষধ জ্বরবিচ্ছেদ কালে সেবন করাইবে। ইহা মৃদুবিরেচক, রক্তদোষ সংশোধক, জ্বরঘ্ন ও ম্যালেরিয়া-বিষ নাশক।

প্রকারান্তর।

উপরোক্ত পাউডার ব্যতিত মিক্শ্চারও প্রদত্ত হইয়া থাকে ; নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

কুইনাইন	৩ গ্রেণ।
এসিড সল্‌ফিউরিক ডিল	১৫ বিন্দু।
ফেরি সল্‌ফ	৩ গ্রেণ।
শীতল জল	৩ ঔন্স।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৩ দাগ করিবে ; পশ্চাৎ ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ জ্বর বিরাম কালে সেবন করাইবে। ইহারও উপরোক্ত গুণ আছে। কলিকাতা ক্যাম্বেল স্কুলেরও ঐরূপ ব্যবস্থা ; তবে রোগী এবং রোগের অবস্থানুসারে তারতম্য হইয়া থাকে মাত্র।

ম্যালেরিয়া বিষের সংক্রামকতা যত প্রবল, ইহার নিবারণার্থ ঔষধের সংখ্যাও ততোধিক ; কিন্তু এক কুইনাইন ব্যতিত আর কোন প্রকার ঔষধই কার্য্যকরী নহে।

ওলাউঠা বা কলেরা।

এই ওলাউঠা রোগকে বিসূচিকাও কহে। অজীর্ণ রোগীর উদরাদিতে সূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনা নিবৃত্তি হওয়ার পর অসাড়ে বারম্বার ভেদ, বমন, খালধরা, গাত্রদাহ, পিপাসা, উদরে ও বক্ষস্থলে বেদনা, লট্‌কে পড়া, ভ্রম, ছটফট করা, বিবর্ণ, কম্প, নাড়ীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ এবং মৃত্যব্যক্তির ন্যায় হওয়া ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশ পায়। যাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষায় অভিজ্ঞ ও পরিমিতাহারী, তাঁহাদের কখন এ রোগ হইতে পারে না, তবে ওলাউঠা সংক্রামক বলিয়া যদ্যপি তাঁহাদের এ রোগ হয়।

ওলাউঠার প্রথমাবস্থা।

এ অবস্থায় চেলুনি জলের ন্যায় অবিরত ভেদ, বমন, পিপাসা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, হস্ত পদাদিতে খালধারা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই রোগ উপস্থিত হইলে সত্বরে বমন নিবারণ করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কেননা বমন নিবারণ করিতে না পারিলে কোন ঔষধই উদরস্থ হইয়া থাকিবে না। এই রোগে পাকস্থলী গরম হইয়া ধারণাশক্তি বিহীন হয়, তজ্জন্য কোন ভুক্তবস্তুই ধারণা করিতে সমর্থ নহে। কাহারও শোণিত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে, কিম্বা অজীর্ণ দোষ বা ক্রিমিদোষ থাকিলে পীড়ার প্রাক্কালে প্রায় বমন উপদ্রব উপস্থিত হয়।

ওলাউঠার বমন নিবৃত্তির উপায়।

এরূপ অবস্থায় পাকস্থলীর উপরে মাষ্টার্ডের ব্লিষ্টার অথবা লাইকারলিটী দ্বারা ২ ইঞ্চি পরিমাণে ফোস্কা করিবে। (লাইকারলিটী তুলি বা পালকের দ্বারা পাকস্থলীর উপরে ৩।৪ বার লাগাইলেই ফোস্কা হইয়া থাকে) পশ্চাৎ ঐ ফোস্কার পাৎলা চামড়া উঠাইয়া দিলে যে লালবর্ণ দৃষ্ট হইবে, উহাতে সিকি গ্রেণ মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলেও শীঘ্র বমন নিবারণ হয়।

ক্রমশঃ বমন করিতে করিতে উহার বেগে দেহস্থ শোণিত উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, সুতরাং ঐ উর্দ্ধগ-শোণিতকে নিষ্ক্রিয় ও জলবৎ করিয়া বহির্গত করিতে

হইলে ফোস্কা করিয়া বহির্গত করাই উচিত; এরূপ স্থলে ঘাড়ে মাষ্টার্ডের পটি (ব্লিষ্টার), অথবা লাইকারলিটী দ্বারা ফোস্কা করিবে।

ওলাউঠার প্রথমাবস্থার প্রতিকার।

কিঞ্চিৎ চিনিসহ স্পিরিট ক্যাম্ফর ৫ ফোঁটা পরিমাণে ২।৩ বার সেবন করাইলে প্রথমাবস্থার ভেদ ও বমন নিবৃত্তি হয়।

কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত ৩০ ফোঁটা ক্লোরোডাইন প্রতি মাত্রায় ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে ভেদ ও বমন শীঘ্র নিবৃত্তি হয়।

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থা।

এ অবস্থায় ভেদ ও বমন নিবৃত্তি হইয়া রোগীর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, শীতলাঙ্গ, নাড়ী অতিশয় দুর্ব্বল, হস্ত পদাদিতে ও অঙ্গুলিতে খালধরা এবং চুপ্‌সে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ।

ক্যালামেল	৮ গ্রেণ।
সোডা	৮ গ্রেণ।

এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪টী পুরিয়া প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এইরূপ সেবন করাইতে করাইতে যদ্যপি হরিদ্রাবর্ণ নির্গত হয়, তাহাহইলে এই ঔষধ প্রদান করিবে। নাড়ীর অবস্থা মন্দ দৃষ্ট হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রদান করিবে।

স্পিরিট ক্লোরফরম্‌	৮০ বিন্দু।
লাইকার আর্সেনিক	৪ বিন্দু।
শীতল জল	৪ ঔন্স।

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ নাড়ীর গতি বিবেচনা করিয়া অৰ্দ্ধঘণ্টা বা এক ঘণ্টা কিম্বা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

ওলাউঠার প্রাক্কালে নাড়ী অতিশয় খারাপ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

সল্‌ফিউরিক ইথার	১ ড্রাম।
স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারোমেটিক	১ ড্রাম।
ভাইনম্ গ্যালেসাই	৪ ড্রাম।
শীতল জল	৪ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে সংযোগ করতঃ ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ অর্দ্ধ, এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োগ করিবে। ইহার উগ্র ঘ্রাণে যদ্যপি বমনোদ্রেক বা বমন উপস্থিত হয়, তাহাহইলে এই ঔষধ বন্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধটী সেবন করাইবে।

ওলাউঠার তৃতীয়াবস্থা।

এ অবস্থায় যখন রোগীর দেহে উত্তাপ ও নাড়ীতে জ্বরবেগ অনুমান হয়, সেই সময়কে তৃতীয়াবস্থা কহে। এ সময়ে প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করা উচিত। নিম্নে প্রস্রাব করাইবার ঔষধ লিখিত হইল।

ওলাউঠায় প্রস্রাব করাইবার ঔষধ।

অ্যাসিটেট অফ পটাস্	২৪ গ্রেণ।
ক্লোরেট অফ পটাস্	২০ গ্রেণ।
নাইট্রিক ইথার	২ ড্রাম।
টিঞ্চার ডিজিটেলিস্	২০ বিন্দু।
শীতল জল	৪ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করতঃ ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা সেবনের পর ২।৩ বার সরল প্রস্রাব হইলে এই ঔষধ বন্ধ করিবে।

প্রস্রাব করাইবার কতিপয় সহজ উপায়।

এই ঔষধ সেবনেও যদ্যপি রোগীর প্রস্রাব না হয়, তাহাহইলে এই ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশের পশ্চাতে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে ফোমেন্টেসন (গরম জল বোতলে পুরিয়া সেই বোতলের উত্তাপ, অথবা গরম জলে ফ্ল্যানেল ডুবাইয়া জলশূন্য হইলে সেই উত্তাপ প্রদান) কিম্বা মাষ্টার্ডের পটী (ব্লিষ্টার) প্রদান করিলে সত্বর প্রস্রাব হইতে পারে। এই সময়ে ষ্টিমিউলেণ্ট ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করিবে, কেননা এই সময়ে স্বভাবতঃই রোগীর নাড়ীর অবস্থা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইতে থাকে; এরূপ অবস্থায় ইহার উপর যদ্যপি উত্তেজক ঔষধ অতিরিক্ত প্রয়োগ করা হয়, তাহাহইলে শোণিত গরম ও মস্তিকে সঞ্চালিত হওতঃ শীঘ্র নানাবিধ বিকার আনয়ন করে।

ভেদ ও বমন নিবৃত্তি পাইলে এবং রোগী দুর্ব্বল থাকিলে বহ্মাচূর্ণ, মাংসের যুষ সহ ৪ ড্রাম পোর্টওয়াইন মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিবে; ইহাতে নাড়ীর অবস্থা উত্তম হইয়া ক্রমে রোগীকে সবল করিতে থাকে।

এরূপে রোগী সবল হইলে বার্লি অথবা জলসাগু ছাঁকিয়া সেই সাগুর ক্বাথ পথ্য দিবে। রোগী উত্তমরূপ সারিলে পশ্চাৎ অবস্থা বিবেচনায় গাঁদালের ঝোল, উত্তম জীবিত মৎসের ঝোল, পুরাতন শালিধান্যের চাউল বা পুরাতন দাউদখানি চাউলের অন্ন পথ্য দিবে।

ওলাউঠা রোগে পিপাসা উপস্থিত হইলে পানার্থে শীতল জল অথবা বরফ বা বরফজল পান করিতে দিবে। কেননা গুরুতর পিপাসায় মূর্চ্ছা উপস্থিত করে, মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্ভব; অতএব পিপাসা উপস্থিত হইলে সকল অবস্থাতেই পানার্থে জল প্রদান করিবে।

গনোরিয়া বা মেহরোগের চিকিৎসা।

এই পুস্তকের রোগনিদানাধ্যায়ে মেহরোগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে পুনর্ব্বার তাহার অবতারণায় নিষ্প্রয়োজন। এই দ্বিতীয় ভাগে কেবল চিকিৎসার বিষয়ই লিখিত হইল।

কোপেবা মিক্‌শ্চার।

বালসম্ কোপেবা	২ ড্রাম।
লাইকার পটাস্	১৷৹ ড্রাম।
টিঞ্চার কিউবেব	২ ড্রাম।
টিঞ্চার হাইওসায়েমস্	২ ড্রাম।
মিউসিলেজ একাসিয়া	১ ঔন্স।
নাইট্রিক ইথার	৪ ড্রাম।
কর্পূরের জল	৫৷৹ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রাতঃকালে ১ দাগ, মধ্যাহ্নে ১ দাগ এবং সন্ধ্যাকালে ১ দাগ ঔষধ সেবন করিবে। এইরূপে সেবন করিতে করিতে ক্রমে প্রস্রাব সরল হওতঃ উক্ত রোগ আরোগ্য হইবে।

স্যাণ্ডেল অয়েল মিক্‌শ্চার।

অয়েল অফ স্যাণ্ডেল	২ ড্রাম।
অয়েল অফ কিউবেব	৮০ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথার	২ ড্রাম
মিউসিলেজ একাসিয়া	১ ঔন্স।
টিঞ্চার হাইওসায়েমস্	২৪ বিন্দু।
মৌরির জল	৬৷৹ ঔন্স।

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যেক দিন ৩ বার হিসাবে সেবন করিবে। এইরূপ সেবন করিতে করিতে মেহরোগ আরোগ্য হয়।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোপেবা	৪ ড্রাম।
মিউসিলেজ একাসিয়া	২ ঔন্স।
নাইট্রিক ইথার	৪ ড্রাম।
কর্পূরের জল	৫ ঔন্স।

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করিবে।

মেহরোগে দুর্ব্বলতা ও পূয হইলে তাহার ঔষধ ব্যবস্থা।

টিঞ্চার হাইওসায়েমস্‌	২।৷০ ড্রাম।
অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক ডাঃ	১।৷০ ড্রাম।
টিঞ্চার ফেরি পারক্লোরাইড	১।৷০ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন কোয়াসিয়া	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেব্য।

ডায়েবিটিস অর্থাৎ মূত্রাধিক্য নিবারণার্থ ঔষধ ব্যবস্থা।

টিঞ্চার ফেরি মিউরিয়েটিক	৪০ বিন্দু।
শীতল জল	৪ ঔন্স।

ইহা একত্রে মিশ্রিত হইলে ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ বিবেচনানুসারে সেবন করিতে দিবে।

যদ্যপি মূত্রের সহিত ঘনপদার্থের ভাগ অধিক দৃষ্ট হয় এবং তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

টিঞ্চার নক্সভমিকা	৪০ বিন্দু।
অ্যাসিড ফস্ফরিক ডিল	৮০ বিন্দু।
টিঞ্চার সিন্‌কোনা	৪ ড্রাম।
অ্যাকোয়া মেন্থ পিপরিটা	৬ ঔন্স।

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করতঃ ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেব্য।

প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হইলে তাহার ঔষধ ব্যবস্থা।

কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া	৩০ গ্রেণ।
টিঞ্চার ল্যাবেণ্ডার কম্পঃ	৪ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ সিন্‌কোনা ফ্লেভঃ	৭॥০ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

প্রকারান্তর।

যদ্যপি মূত্রপিণ্ডে ভয়ানক বেদনা, সর্ব্বদা মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, শরীরের কৃশতা, দুর্ব্বলতা, জ্বর, অধিক পরিমাণে পূয নির্গম ও তৎসহ রক্ত ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

পল্‌ভারিস গোয়াম্বিয়া	৪০ গ্রেণ।
পটাস ব্রোমাইড	৩০ গ্রেণ।
ম্যাগ্নেসি কার্ব্বনেটিস্	১ ড্রাম।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণানন্তর ৬ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক

এক পুরিয়া ঔষধ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

গ্লিট অর্থাৎ পুরাতন প্রমেহ পীড়া।

এই পীড়া অতি কষ্টে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাতে এক প্রকার তরল শ্লেষ্মাযুক্ত পূয নির্গত হয়, কোন প্রকার বেদনা বা জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না, কিছুদিন এইরূপে গত হইলে পূযনিঃসরণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে বিবেচনা করে। কিন্তু কোন প্রকার অত্যাচার করিলেই পুনর্ব্বার প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ বাতধাতু-গ্রস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অল্প অত্যাচারেই এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা-দিগের প্রমেহ পীড়া পুরাতন হইলে সুরাপান, স্ত্রীসহবাস, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিতে নিষেধ করিবে। জলবায়ু পরিবর্ত্তন, সমুদ্রজলে স্নান ইহাদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। টনিক ঔষধ সেবন করাইয়া ইহাদিগের শরীরের বলাধান এবং তৎসহ কিউবেব ও কোপেবা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। সেস্কুই অক্সাইড অফ আয়রণ প্রথমোক্ত ঔষধের সহিত ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেকে পুরাতন প্রমেহ পীড়ায় কিউবেব, কোপেবা এবং স্যাণ্ডেল অয়েল ব্যবহার করাইয়া থাকেন।

পিচকারীর ঔষধ।

গ্যালিক এসিড	১০ গ্রেণ।
ক্লোরাইড অফ জিঙ্ক	২০ গ্রেণ।
শীতল জল	৮ ঔন্স।

পুরাতন প্রমেহ পীড়ায় অনেকে লিঙ্গনালীতে এই ঔষধের পিচকারী প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহ পীড়া।

পুরুষ জাতির অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের এই পীড়া অতি অল্পই দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু একবার হইলে অধিক দিন স্থায়ী হয়। ইহাদিগের মূত্রনালীর আকার ক্ষুদ্র বলিয়া রোগীকে অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। স্ত্রীলোকদিগের মূত্রাবরোধ হইতে প্রায়ই শুনা যায় না। এই পীড়ায় পুরুষদিগের জন্য যে যে ঔষধ ব্যবস্থা হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও তাহাই ব্যবস্থেয়।

পাণ্ডু বা ন্যাবা।

যকৃৎ বিকৃত হইলে প্রায়ই এই পাণ্ডু বা ন্যাবারোগ দেখা গিয়া থাকে। ইহা একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে, পীড়া বিশেষে উপসর্গরূপে প্রকাশ পায়। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক পায় না, ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, চক্ষু ও গাত্রাদি এবং প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ, মল শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়। নিম্নে ঔষধাদি ব্যবস্থা লিখিত হইল।

ডাঃ নাইট্রিক অ্যাসিড	২ ড্রাম।
এক্ষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্সিকম্	৪০ গ্রেণ।
ডিককসন সিন্কোনা	৪ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত হইলে ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার এক এক দাগ ঔষধ সেব্য।

ডাঃ নাইট্রিক অ্যাসিড	২ ড্রাম।
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক	২ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট ট্যারাক্সিকম্	২ ড্রাম।
টিঞ্চার সেনা	১ ঔন্স।
ইন্‌ফিউজন্ জেন্‌সন্ কম্পঃ	৩ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত হইলে ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ২ কি ৩ বার এক এক দাগ ঔষধ রোগীর বলাবল বিবেচনায় সেবন করাইবে।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যামোনিয়া	২ ড্রাম।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্‌সিকম্‌	২ ড্রাম।
টিঞ্চার জেন্‌সন্‌ কম্পোজিট	১।॰ ঔন্স।
ইন্‌ফিউজন্‌ সেনা	৪ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত হইলে ৮ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ রোগীর বলাবল বিবেচনায় প্রত্যহ ২ কি ৩ বার এক এক পুরিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটিক	৫॥॰ ড্রাম।
ভাইনম্‌ কল্‌চিসাই	১॥॰ ড্রাম।
টিঞ্চার অ্যারামেটিক	১॥॰ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন একটী শিশিতে পূর্ণ করিয়া রাখিবে; পশ্চাৎ অর্দ্ধ বোতল সোডা ওয়াটরের সহিত এই ঔষধের এক চামচ মিশাইয়া প্রত্যহ ৩ বার সেব্য।

পিত্তরোধ জনিত পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত ৩টী ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। পিত্তরোধ জনিত পাণ্ডুরোগের লক্ষণ রোগ নিদানাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

টিঞ্চার সিলি	২ ড্রাম।
লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস্‌	৪ ড্রাম।
টিঞ্চার ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড	৪ ড্রাম।
ডিকক্‌সন স্কোফারি	৬॥॰ ঔন্স।

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করতঃ ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ প্রত্যহ ৩ বার সেব্য। এই ঔষধ সেবনে পিত্তরোধ-জনিত পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পল্‌ভ সিলি	৬ গ্রেণ।
পল্‌ভ ডিজিটেলিস	৪ গ্রেণ।
পল্‌ভ হাইড্রার্জিরাই	৩০ গ্রেণ।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটীকা প্রস্তুত করিবে; পরে প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী ও সন্ধ্যাকালে একটী বটীকা সেবন করিবে। ইহা সেবনে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া	২ ঔন্স।
কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া	২ ড্রাম।
টিঞ্চার কলম্বা	২ ড্রাম।
অ্যাকোয়া মেন্থ পিপরিটা	৬ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করতঃ ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ প্রাতে কেবল মাত্র ১ দাগ ঔষধ সেবন করিবে।

বাতরোগ।

সচরাচর এই রোগ দুই প্রকারে প্রকাশিত হয়; যথা—তরুণ ও পুরাতন। তরুণ-বাত অধিকাংশ স্থলে জ্বরের সহিত প্রকাশ পায়। ইহা হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। শৈত্য ও আর্দ্র বায়ু সেবনে এই পীড়া অধিক হয়। তরুণ বাতে দেহের সন্ধিস্থান অল্প অল্প কামড়ায় ও দুই দিবস পরে ক্রমশঃ বেদনার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, এ জন্য রোগী হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করিতে পারে না। ইহাতে রোগীর প্রস্রাব অল্প ও রক্তবর্ণ, নাড়ীর গতি দ্রুত এবং প্রবল জ্বর প্রকাশিত হয়। সচরাচর বর্ষাকালেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়া থাকে। অনেক সময়ে বেদনা থাকে এবং অনেক সময়ে বেদনার হ্রাস হইয়া পুরাতন বাতে পরিণত হয়। এই রোগে সর্ব্বদা ফ্ল্যানেল ব্যবহার ও অন্ত্র পরিষ্কার রাখা উচিত।

অন্ত্র মলপূর্ণ থাকিলে "ক্যালামেল ৫ গ্রেণ ও পল্‌ভ জেলাপ ১৫ গ্রেণ"

একত্র মিশ্রিত করিয়া একবারে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনের ৪ ঘণ্টা পরে নিম্নলিখিত ঔষধটী একবারে সেব্য।

এপ্সম সল্ট	২ ড্রাম।
ম্যানা	১ ড্রাম।
টিঞ্চার জ্যালাপ	২ ড্রাম।
অ্যাকোয়া ক্যারাওয়ে	১০ ড্রাম।

এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর এককালে সেবন করাইবে; ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে।

স্পিরিট নাইট্রিক ইথার	২ ড্রাম।
টিঞ্চার হাইওসায়েমস্	৩ ড্রাম।
টিঞ্চার একোনাইট	৮ বিন্দু।
পটাস্ বাইকার্ব	২ ড্রাম।
শীতল জল	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পুরাতন বাত।

উপদংশ বিষ অথবা ধাতুর পীড়ায় রক্ত দূষিত হইলে, যে বাতরোগ জন্মে এবং তরুণ বাত হইতে ক্রমে ক্রমে যে বাতরোগ জন্মে, তাহাকেই পুরাতন বাতরোগ কহা যায়। এই পীড়া কটিদেশ, গ্রীবা, জানু, পার্শ্ব প্রভৃতি নানা স্থানের মাংসপেশী এবং চক্ষু, স্কন্ধদেশ ও বণিবন্ধ প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া থাকে; ইহাতে প্রায় জ্বর হয় না। চক্ষে বাত হইলে ললাটে বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

তরুণ বাতের ন্যায় ইহাতেও সর্ব্বদা অন্ত্র পরিষ্কার রাখিবে এবং গরম বস্ত্রে দেহ আবৃত করিবে।

আইওডাইড অফ পটাসিয়ম	২৪ গ্রেণ।
লাইকার পটাস্‌	৮০ বিন্দু।
টিঞ্চার বেলেডোনা	৩২ বিন্দু।
টিঞ্চার সিন্‌কোনা	২॥০ ড্রাম।
শীতল জল	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার সেবন করিবে। এই পীড়া অধিক দিনের হইলে অথবা শরীর দুর্ব্বল থাকিলে কর্ডলিভার অয়েল ২০ বিন্দু মাত্রায় উক্ত ঔষধের সহিত ব্যবস্থা করা উচিত। অধিক দিনের পীড়া হইলে কর্ডলিভার অয়েলের সহিত আইওডাইড অফ আয়রণ ও কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে।

বেদনা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টার অথবা টিঞ্চার আইওডিন দিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রয়োগের নিমিত্ত তরুণ বাতে যে যে ঔষধের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই প্রশস্ত।

কটিদেশ, গ্রীবা, জানু ও পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থান আক্রান্ত হইলে, উষ্ণজলের স্বেদ, টার্পিণ কিম্বা ক্যাজুপুটী তৈলের মালিস, অথবা বেলেডোনা বা আফিম ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

বাতে মালিসের ঔষধ।

সোপ লিনিমেণ্ট	১ ঔন্স।
টার্পিণ তৈল	৩ ড্রাম।
ক্যাজুপুটী অয়েল	৩ ড্রাম।
টিঞ্চার ওপিয়ম অথবা বেলেডোনা	২ ড্রাম।

একত্র মিশাইয়া মালিসার্থ ব্যবস্থা করিবে। বেদনার আতিশয্য বিবেচনা করিয়া ওপিয়ম বা বেলেডোনার হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। ঐ সকল বেদনাবিশিষ্ট স্থান তুলা বা ফ্ল্যানেল দ্বারা সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখিবে।

ফিক্ বেদনা।

অপরিমিত মদ্যপান, লাম্পট্য, শোক, আলস্য, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, অল্পাহার বা অতিরিক্ত আহার ইত্যাদি কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়। বৃদ্ধাবস্থায়, হিষ্টিরিয়া, বাত অথবা উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের এবং পারদ ব্যবহার, স্নায়ুর উপরে আঘাত, ক্ষতদন্ত ইত্যাদি কারণে এই পীড়া সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির কিছু অধিক দৃষ্ট হয়। দুর্ব্বলতাই এই পীড়ার প্রধান কারণ; এ জন্য নিম্নে বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল।

কর্ডলিভর অয়েল	৪ ড্রাম।
টিঞ্চার কলম্বা	৩ ড্রাম।
লাইকার আর্সেনিক	১০ বিন্দু।
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ দিবসে ৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে।

টিঞ্চার ফেরিমিউরিয়েটিক	৩০ বিন্দু।
টিঞ্চার কলম্বা	৩ ঔন্স।

একত্র মিশ্রিত করণান্তর ৩ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ দিবসে ৩ বার মাত্র সেব্য। যদ্যপি রোগীর ক্ষুধামান্দ্যও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে "ভাইনম্ পেপ্‌সিন্ ১ ড্রাম ও টিঞ্চার নক্সভমিকা ৫ বিন্দু" ইহার সহিত যোগ করিয়া দিবে।

যদ্যপি কোন উপদংশগ্রস্ত রোগীর এই পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

আইওডাইড অফ পটাস্	২৪ গ্রেণ।
লাইকার পটাস্	২ বিন্দু।
টিঞ্চার নক্সভমিকা	৪০ বিন্দু।
শীতল জল	৮ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার হিসাবে এই ঔষধ পান করাইবে। ঔষধ সেবনান্তে যাহাতে রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, এরূপ চেষ্টা করা উচিত।

বাহ্য প্রয়োগ জন্য এক্‌ষ্ট্রাক্ট অফ বেলেডোনা গ্লিসারিন অথবা লিনিমেন্ট একোনাইট, ক্লোরফরম্ অহিফেন ইত্যাদি মালিসার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্লোরফরমের আঘ্রাণেও অনেক সময় ফিক বেদনার বিশেষ উপকার হয়।

মস্তক ঘূর্ণন।

এই রোগে পীড়িত ব্যক্তির দেহ ও সমুদায় দৃশ্যবস্তু ঘুরিতেছে এরূপ বোধ করে। রোগী যদ্যপি স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকে, তাহাহইলে আক্রমণ অনুভব করিতে পারে না; উঠিলে কিম্বা দাঁড়াইলে দেহ দুলিতে থাকে। অপর্য্যাপ্ত মদ্যপান, তামাকের ধূমপান, মানসিক চিন্তা, লাম্পট্য, মূত্রপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ইহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ বিরেচক ঔষধ দ্বারা রোগীর অন্ত্র পরিষ্কার রাখা উচিত। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য জন্য পীড়া হইলে, কর্ণের পশ্চাৎ ভাগে ক্যান্থারাইডিস ব্লিষ্টার দিবে। দৌর্ব্বল্যজনিত পীড়া হইলে রোগঘ্ন ও বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

কর্ডলিভর অয়েল	৩ ড্রাম।
টিঞ্চার কার্ডমম কম্পাউণ্ড	৩ ড্রাম।
টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	৩ ড্রাম।
লাইকার পটাস্	১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা	৬॥০ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে।

ইহার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ পরবর্ত্তী ঔষধটীও প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করেন।

সল্ফেট অফ কুইনাইন	১৬ গ্রেণ।
অ্যাসিড নাইট্রো মিউরিয়েটিক ডিল	৩০ বিন্দু।
কর্ডলিভর অয়েল	২ ড্রাম।
টিঞ্চার সিন্কোনা কম্পাউণ্ড	২ড্রাম।
ইন্ফিউজন্ কলম্বা	৭॥০ ঔন্স]।

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে।

প্লীহা।

সচরাচর স্বল্প বিরাম জ্বরের সহিত প্লীহার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। রোগী সে সময়ে প্রায় বেদনা অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু অনেক স্থলেই প্লীহাস্থান ভারী ও স্ফীত বোধ হয়। এই পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল, রক্ত বিহীন, মল কৃষ্ণবর্ণ ও মূত্র বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

প্লীহা জন্মিলে শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, কেননা প্লীহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া রোগীকে জীর্ণকরিয়া ফেলে এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত করে।

সল্ফেট অফ আয়রণ	৯ গ্রেণ।
সল্ফেট অফ কুইনাইন	১২ গ্রেণ।
সল্ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া	১ ঔন্স।
ডাঃ সলফিউরিক অ্যাসিড	২০ বিন্দু।
টিঞ্চার জিঞ্জার	১ ড্রাম।
শীতল জল	৬ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ প্রত্যহ তিনবার হিসাবে পান করিতে দিবে।

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	২৪ গ্রেণ।
ডাঃ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড	১ ড্রাম।
মিউরেট অফ অ্যামোনিয়া	৮০ গ্রেণ।
টিঞ্চার কোয়াসিয়া	৪ ড্রাম।
লাইকার ষ্ট্রীকৃনিয়া	১২ বিন্দু।
সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া	১ ঔন্স।
ফেরি সল্‌ফ	২৪ গ্রেণ।
কার্ব্বলিক অ্যাসিড	৬ বিন্দু।
পরিষ্কার জল	১১ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত হইলে ১২ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ তিনবার হিসাবে এক এক দাগ ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগীর উদরাময় থাকিলে 'সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া' আদৌ দিবে না। বিজ্বর অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করাইবে। যদ্যপি কোন প্লীহা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মল পরিষ্কার করাইবার আবশ্যক হয়, তাহাহইলে ক্যালামেল দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করান একেকালে নিষিদ্ধ।

আইওডাইন অয়েণ্টমেণ্ট।

প্লীহার উপর মালিস করিবার জন্য নিম্নলিখিত অয়েণ্টমেণ্ট প্রস্তুত করিবে।

আইওডিন	১৬ গ্রেণ।
আইওডাইড অফ পটাস	১৬ গ্রেণ।
প্রুভ স্পিরিট	৪০ বিন্দু।
প্রিপেয়ার্ড লার্ড	১ ঔন্স।

আইওডাইড অফ পটাস্ এবং আইওডিন, এই উভয় দ্রব্য প্রুভ স্পিরিটে দ্রব করিয়া পশ্চাৎ প্রিপেয়ার্ড লার্ড উহার সহিত মাড়িয়া মলমের ন্যায় করিবে এই ঔষধ প্লীহাস্থানে মালিস করিতে হয়।

লিবার (যকৃৎ)।

দক্ষিণ পঞ্জরাস্থির ভিতর যকৃতের অবস্থিতির স্থান। অপরিমিত সুরাপান, রাত্রি জাগরণ, অধিক দিন জ্বরভোগ ইত্যাদি কারণে যকৃৎ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। সেই সময়ে যকৃৎ স্থান হস্তদ্বারা টিপিলে রোগী বেদনা অনুভব করে। এই সময়ে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, মল কর্দ্দমাকার, জিহ্বা অপরিষ্কার, ত্বক্ ও চক্ষু হরিদ্রাভ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

এ অবস্থায় যাহাতে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, এরূপ চেষ্টা করিবে। বেদনা বৃদ্ধি ও তৎসহ জ্বর থাকিলে যকৃতের উপর টিঞ্চার আইওডিন, লিনিমেণ্ট আইওডিন, আইওডিন অয়েণ্টমেণ্ট, অথবা অবস্থা বুঝিয়া ব্লিষ্টার দিবার ব্যবস্থা করিবে।

ডাঃ নাইট্রো-মিউরেয়েটিক অ্যাসিড	৩০ বিন্দু।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	৩০ বিন্দু।
টিঞ্চার কোয়াসিয়া	৩ ড্রাম।
মিউরেট অফ অ্যামোনিয়া	৩০ বিন্দু।
পরিষ্কার জল	৫ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রতিদিন ৪ বার ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় নিম্নলিখিত ঔষধের একটি বটীকা প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইয়া দিবে।

ইউনোমিন	১ গ্রেণ।
পল্ভ স্ক্যামনি	১ গ্রেণ।
কলোসিন্থ একষ্ট্রাক্ট	১ গ্রেণ।
পল্ভ ইপিকাক	সিকি গ্রেণ।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া একটী বটীকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ শয়ন করিবার সময় মুখে জল দিয়া সেব্য।

বালকদিগের এ রোগ উপস্থিত হইলে প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরূপ রোগী বিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করাই উচিত।

অজীর্ণরোগ।

গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ, গুরুতর পরিশ্রম, অনিয়মিত সময়ে অতিরিক্ত ভোজন বা অচর্ব্বিত দ্রব্য ভোজন, মদ্যপান ইত্যাদি কারণে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য, বুকজ্বালা, উদরস্ফীতি, বমনোদ্বেগ, মাথাধরা উপদ্রব ইত্যাদি উপস্থিত হয়।

ডাঃ নাইট্রো-মিউরিয়েটিক অ্যাসিড	৩০ বিন্দু।
টিঞ্চার নক্সভমিকা	৩০ বিন্দু।
টিঞ্চার জিঞ্জার	২ ড্রাম।
পরিষ্কার জল	৬ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ দিবসে ৩ বারে ৩ দাগ সেবন করিবে।

উদরাময়।

গুরুপাক এবং অপরিমিত কুভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন, দূষিত জল পান, মানসিক চঞ্চলতা, দৌর্ব্বল্যাবস্থায় অতিরিক্ত ভোজন প্রভৃতি উদরাময়ের প্রধান কারণ। ইহাতে পেটকামড়ানি, জলবৎ ভেদ, উদরস্ফীতি ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই উদরাময় ওলাউঠা, অরাতিসার, ক্ষয়কাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ পরিণামে উপস্থিত করে।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেল লিকুইড	৪ ড্রাম।
বিস্‌মথ নাইট্রাস	৪০ বিন্দু।
টিঞ্চার কাইনো	৪ ড্রাম।
পরিষ্কার জল	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। পেটের কামড়ানি থাকিলে জলের পরিবর্ত্তে পিপারমেণ্টের জল ব্যবস্থা করিবে। ইহার সহিত জ্বর থাকিলে

৪ ড্রাম পরিমাণে নাইট্রিক ইথার যোগ করিয়া দিবে। রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় '১০ গ্রেণ পরিমাণে ডোভার্স পাউডার' ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমি।

অধিক মিষ্টদ্রব্য ভোজন, অধিক মাংসাহার, দূষিত জল পান, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইতে না হইতে পুনরায় ভোজন ইত্যাদি কারণে ক্রিমি জন্মে।

ক্রিমিরোগ উপস্থিত হইলে সচরাচর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। যথা—মুখে জলউঠা, অসহ্য পেট কাম্‌ড়ানি, বমনোদ্রেক, নাসিকার অগ্রভাগ চুলকান, নিদ্রাবস্থায় দন্ত কড়মড় করা, মলদ্বার চুল্‌কান, পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় মূর্চ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বালকদিগের ক্রিমি উপস্থিত হইলে বন্‌ধন্ ব্যবস্থা করিবে। পূর্ণবয়স্কের জন্য 'অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমাণে স্যাণ্টনাইন' চিনি অথবা সোডার সহিত (রাত্রে শয়ন করিবার সময়) সেবন করাইবে; পশ্চাৎ প্রাতঃকালে ক্যাষ্টরয়েলের জোলাপ প্রদান করিলে সমস্ত ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়। যদ্যপি এমত বিবেচনা হয় যে, সমস্ত ক্রিমি নির্গত হয় নাই, তাহাহইলে তৎপর দিবসও ঐরূপ করিবে। স্যাণ্টনাইনের ন্যায় ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, পীড়ার আধিক্যবশতঃ যেন ইহা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ না হয়।

যে কোন রোগের সহিত হউক না কেন, তাহাতে ক্রিমি যোগ থাকিলে সহজে সেই পীড়া আরোগ্য হইতে দেয় না। বিশেষতঃ উগ্রবীর্য্য ঔষধ প্রদত্ত হইলে পীড়ার আধিক্য দেখায় এবং ঔষধ উদরস্থ হইবামাত্র বমন করাইয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় ক্রিমিরোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অগ্রে ক্রিমি-কুল ধ্বংস করাই উচিত, কেননা ক্রিমিকুল বিষম অনর্থ ঘটাইতে পারে। সময়ে সময়ে ইহাদ্বারা রোগীর প্রাণনষ্টও হইয়া থাকে। সুতরাং অবস্থা বিবে-চনায় যে রোগের যে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, তাহার সহিত ক্রিমিদমনার্থ ঔষধও প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে ক্রিমি এরূপ চাপাভাবে আপনার কার্য্য সমাধা করে, যে, চিকিৎসক সহজে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হন না।

ফিতার ন্যায় ক্রিমি হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পাল্‌ভারিস্‌ ক্যামেলা	২ ড্রাম।
সিরাপ অয়েন্সিয়াই	১ ড্রাম ১৫ বিন্দু।
মিউসিল্যাজিনিস্‌ ট্র্যাগাকান্থ	১॥০ ঔন্স।
পরিষ্কার জল	২ ঔন্স।

এই সকল ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যুষে এককালে সেবন করাইয়া দিবে; পশ্চাৎ ছয় ঘণ্টা গত হইলে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া মলত্যাগ করাইবে।

ওলিয়াই রাইসিনাই	৪ ড্রাম।
ওলিয়াই টেরিবিন্থিনি	২ ড্রাম।
মিউসিল্যাজিনিস্‌ ট্র্যাগাকান্থ	৪ ড্রাম।
সিরাপ জিঞ্জিবেরিস্‌	১৫ বিন্দু।
পরিষ্কার জল	৪ ড্রাম।

এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যুষে এককালে সেবন করাইয়া দিবে। পশ্চাৎ ৬ ঘণ্টা গত হইলে বিরেচক ঔষধ দ্বারা মল পরিষ্কার করাইবে।

মৃগীরোগ।

পূর্ব্বে অতিরিক্ত মদ্যপান, হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস, ক্রিমিরোগ, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ, মস্তকে কোন প্রকার আঘাত লাগা ইত্যাদি কারণে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের রজো-বৈলক্ষণ্য, স্বাস্থ্যভঙ্গ, অতিরিক্ত সহবাস, ভয়, শোক, দুঃখ এবং শিশুদিগের দন্তোদ্গম, মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি কারণে এই পীড়া জন্মায়। পিতামাতার এ রোগ থাকিলে সন্তানাদিতেও বর্ত্তে।

শিরঃপীড়া, দর্শন-শক্তির অভাব, অনিদ্রা, চিত্তচাঞ্চল্য, মস্তকঘূর্ণন, বমনোদ্বেগ, অলীক মূর্ত্তিদর্শন, দুর্গন্ধানুভব, কর্ণে শব্দবোধ, তিক্তাস্বাদ, সন্ধি-স্থান শীতল বোধ ইত্যাদি পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ। কখন বা হস্তপদাদির কোন কোন স্থান হইতে শীতানুভব বা এক প্রকার বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে দেহের উর্দ্ধভাগে উঠিতে থাকে এবং সেই বেদনা মস্তকে উঠিলে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই পীড়া উপস্থিত হইবামাত্র রোগী ভয়ানক চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। দন্ত কড়মড় এবং জিহ্বা বহির্গত করিয়া দন্তদ্বারা জিহ্বা ক্ষতবিক্ষত করে। রোগী ১০।১৫ মিনিট হইতে ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অচেতনা-বস্থায় থাকিয়া গভীর নিদ্রাভিভূত হয়। চৈতন্য হইলে শিরঃপীড়া অনুভব করে এবং আক্রমণের বিষয় তাহার কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না।

এই অবস্থায় যাহাতে রোগী আপনার দেহে কোনরূপ আঘাত না পায়, এবং গলদেশের রক্তবাহী শিরা প্রপীড়িত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। যাহাতে রোগী জিহ্বা দংশন করিতে না পারে, তজ্জন্য দন্তে দাঁতন কাষ্ঠের ন্যায় কাষ্ঠ, কর্ক বা রবার দিবে। বক্ষে ও মুখে শীতল জলের ঝাপ্টা দিবে ও রোগীকে গরম জলের টপে বসাইবে। মস্তকে শীতল জল সিঞ্চন করিলে বিশেষ উপকার হয়। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া যাহাতে রোগীর সুনিদ্রা হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ক্যাষ্টরয়েল, ক্যালোমেল, রুবার্ব্ব পিল, কলোসিন্থ কম্পাউণ্ড প্রভৃতির কোন একটী বিরেচক ঔষধ দ্বারা দাস্ত পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমির সন্দেহ থাকিলে স্যাণ্টনাইন ব্যবস্থা করিবে। স্ত্রীলোকদিগের রজোরুদ্ধ কারণে হইলে রজোনিঃসারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে ঃ

পটাস্ ব্রোমাইড	১ ড্রাম।
ক্লোরিক ইথার	১০ বিন্দু।
টিঙ্কার সিন্কোনা	১ ড্রাম।
পরিষ্কার জল	৪ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবন করাইবে।

অনেকে নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থাও প্রদান করিয়া থাকেন। যথা—

অ্যামোনিয়া ব্রোমাইড	।০ ড্রাম।
পটাস ব্রোমাইড	১ ড্রাম।
পটাস আইওডাইড	১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা	৬ ঔন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক ড্রাম পরিমাণ অল্প জলের সহিত আহারের পূর্ব্বে দিবসে ৩ বার, এবং নিদ্রার পূর্ব্বে একেবারে ৩ ড্রাম পরিমাণে সেবন করাইবে।

আমেরিকার অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক 'অক্সাইড অফ জিঙ্ক' নামক ঔষধকে মৃগীরোগের মহৌষধ বলেন।

অক্সাইড অফ জিঙ্ক	২০ গ্রেণ।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট অফ এষ্টিমিডিস্	৪০ গ্রেণ।

এই উভয় দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১২টি বটিকা প্রস্তুত করিবে; পরে প্রতি দিবস ২টি বটিকা সেবন করিবে।

শিশুদিগের দন্তোদ্গমজনিত পীড়া উপস্থিত হইলে, অস্ত্রদ্বারা দন্তমাঢ়ি এরূপ চিরিয়া দিবে, যাহাতে সহজে দন্ত নির্গত হয়।

ধনুষ্টঙ্কার।

সচরাচর এই পীড়া দুই প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শৈত্যবশতঃ এবং আঘাত জনিত। শৈত্য লাগিয়া যে পীড়া হয়, তাহাকে ইডিওপ্যাথি ও আঘাতজনিত হইলে তাহাকে ট্রমেটিক ধনুষ্টঙ্কার কহে! আঘাতজনিত ধনু-ষ্টঙ্কারে প্রায়ই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই পীড়া হইবার পূর্ব্বে কোন প্রকার লক্ষণ অনুভব হয় না।

আঘাতজনিত পীড়া উপস্থিত হইলে আহত স্থানে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং গলদেশ কঠিন হওয়ায় রোগী মস্তক সঞ্চালনে অসমর্থ হয়। ক্রমে দন্তে দন্ত সংস্পৃষ্ট হয়. সাধারণতঃ যাহাকে দাঁতিলাগা কহে। এরূপ অবস্থায় মুখমধ্যে কোন দ্রব্য প্রবেশ করান যায় না। উদরে সন্তানের পরিবর্ত্তন, শৈত্য, আর্দ্রতা, আঘাত, অপরিমিত ষ্ট্রীকৃনিয়া সেবন, স্বাভাবিক স্ত্রীসহবাসের অভাব বা অল্পতা ইত্যাদি এ রোগের কারণ বলিয়া গণ্য। সদ্যোজাত শিশুদিগেরও এই পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে, সাধারণ লোকে যাহাকে পেঁচো-পাওয়া বলে।

এই রোগে চতুর্থ দিবস হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে রোগী প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহাতে রোগীর অন্ত্র মলে পূর্ণ থাকিলে অগ্রে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা মল পরিষ্কার করাইবে। নিম্নে বিরেচক ঔষধ প্রদত্ত হইল।

ক্যালমেল	৫ গ্রেণ।
অয়েল ক্রোটন	॥০ বিন্দু।
সোডা বাইকার্ব্ব	১০ গ্রেণ।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এককালে সেবন করাইবে। অনেক সময় নানারূপ প্রতিকারেও এই রোগের কোন উপকার দেখা যায় না। আবার কখন বা সামান্য প্রতিকারেই রোগের বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। ক্লোর-ডাইনের আঘ্রাণে এই রোগের আক্ষেপের হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু উহা নাড়ীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবহার করা উচিত। ইহা অল্পক্ষণ ব্যব-হারে তাদৃশ ফল পাওয়া যায় না।

বাহ্যপ্রয়োগ জন্য গরম জলের টপে বসান, পৃষ্ঠদেশ এবং মেরুদণ্ডের উপর 'ষ্ট্র্যাক্ট বেলেডোনা ও গ্লিসারিন' একত্রে মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

সংন্যাস রোগ।

অপরিমিত গাঁজা, গুলি, চরসাদির ধূমপান ; অপরিমিত মদ্যপান, অহিফেন সেবন, লাম্পট্য, অতিরিক্ত উত্তাপ, অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, বেগে মলত্যাগ, স্ত্রীলোকদিগের রজোবন্ধ, ইত্যাদি কারণে এই পীড়া জন্মায়। পিতামাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানাদিতেও বর্ত্তে। অধিকাংশ স্থলে বৃদ্ধ, স্থূলোদর ও খর্ব্ব গ্রীবাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এই পীড়া দৃষ্ট হয়।

অনেক সময়ে এই পীড়ার কোন পূর্ব্ব লক্ষণ ব্যতিত রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, কখন বা শিরঃপীড়া, বমন, শরীরের এক পার্শ্ব অসাড় ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগ প্রকাশ পায় ; এইরূপ সংন্যাস রোগ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না। অনেক সময়ে এই পীড়ায় পক্ষাঘাত হয় এবং রোগী অজ্ঞান ও বাক্‌শক্তি রহিত হয়। এই পীড়ায় কখন কখন অজ্ঞানতা না হইয়া কেবল মাত্র পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন বা রোগ ক্রমশঃ আরামও হইতে পারে। পীড়া প্রকাশ পাইলে, সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, প্রথমতঃ নাড়ী মন্দগতি এবং পরে স্থূল ও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ; নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ কালে গণ্ডের স্ফীতত্য ও ফুৎকারের শব্দ, চক্ষুকণীনিকা ও কাল শিরা প্রসারিত, গলাধঃকরণে অপারকতা, অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল মূত্রত্যাগ, কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ ; মূত্রাশয়ে পক্ষাঘাত প্রযুক্ত মূত্রাবরোধ বা অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়ার পূর্ব্বাক্রমণ বুঝিতে পারিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম, স্ত্রীসহবাস, মদ্যপান, মস্তক নত করিয়া কোনরূপ কার্য্য করা, অতিরিক্ত বা অনিয়মিত ভোজন ইত্যাদি এককালে ত্যাগ করিবে।

নিম্নলিখিত বিরেচক ঔষধ সেবন দ্বারা মলত্যাগ করাইবে। যথা ;—

ম্যাগ্নিসিয়া সল্‌ফ	২ ড্রাম।
টিঞ্চার জ্যালাপ	২ ড্রাম।
ম্যানা	১ ড্রাম।
একোয়া মেন্থ পিপরিটা	১ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া এককালে সেবন করাইয়া দিবে,

এই ঔষধ যদ্যপি রোগী গলাধঃকরণ করিতে সক্ষম না হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ জিহ্বায় লাগাইয়া দিবে।

অয়েল অফ ক্রোটন	১ বিন্দু।
ক্যালামেল	৩ গ্রেণ।

এই ঔষধ লালাদ্বারা উদরস্থ হইলে দাস্ত হইতে পারে। এ অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ পিচকারীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্যাষ্টরয়েল	৮ ঔন্স।
অয়েল অফ টার্পেন্টাইন	৪ ড্রাম।
টিঞ্চার অ্যাসাফেটিডা	২ ড্রাম।
সাবানের জল	১৬ ঔন্স।

এই রোগে প্রত্যহ শীতল জলে স্নান, নিয়মিত সময়ে আহার ও নিদ্রা যাওয়া এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে বরফ প্রদান এবং হস্ত পদাদিতে সর্ষপের প্লিষ্টার দিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। মূত্রাবরোধ উপস্থিত হইলে ক্যাথিটার ব্যবহার করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে মাংসের যুষ বা দুগ্ধ, পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। রোগী আহারীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে না পারিলে মলদ্বারে পিচকারিদ্বারা আহার করান উচিত।

সর্দ্দিগর্ম্মি।

শারীরিক দৌর্ব্বল্য স্বত্বে মস্তক ঘূর্ণন, চক্ষু আরক্ত, প্রস্রাবেচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণের পর মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

পীড়া প্রকাশ হইবামাত্র মস্তকের, পৃষ্ঠদেশে ও মেরুদণ্ডের উপর শীতল জল অথবা বরফ দিবে। মস্তকে অনবরত বাতাস এবং হৃৎপিণ্ডের উপর মাষ্টার্ডের প্লিষ্টার প্রদান করিবে।

বাগী।

উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগ হইতে এবং গমনাগমন কালে পদস্খলন জন্য ও উচ্চস্থান হইতে পতন জন্য এই রোগ উপস্থিত হইতে পারে।

বাগীর স্থানে বেদনা বোধ হইলে প্রথমতঃ তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করা উচিত। বাগী যদ্যপি অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং তাহা লালবর্ণ হইয়া অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট হয়, তাহাহইলে তাহাকে না বসাইয়া, মসিনার পুলটিস প্রদান পূর্ব্বক পাকাইয়া ফেলিবে এবং উপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসক দ্বারা অস্ত্র করাইবে।

অনেকে বাগী বসাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন, আমরা কিন্তু এ যুক্তি উত্তম বিবেচনা করি না, কেননা ভবিষ্যতে ইহার দ্বারা শরীরের ভয়ানক অপকার হয়। সুতরাং বাগী না বসাইয়া পাকাইয়া ফেলাই উচিত।

অস্ত্রচিকিৎসার পর ২।৩ দিন গত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে।

কার্ব্বলিক অ্যাসিড	৪ ড্রাম।
জল	২৪ ঔন্স।

এই উভয় দ্রব্যকে একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধৌত করিবে। ইহাকে কার্ব্বলিক লোশন কহে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রধান অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ ও, সি, রে সাহেব ইহার পরিবর্ত্তে এক নূতন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিম্নলিখিত লোশন দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া 'বোরাসিক অ্যাসিড মলম' লিণ্ট কাপড়ে লাগাইয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করতঃ উত্তমরূপে ড্রেস (বন্ধন) করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বাইক্লোরাইড অফ মার্কারি	১ ড্রাম।
জল	১২॥০ ঔন্স।

প্রথমতঃ বাইক্লোরাইড অফ মার্কারি বা রসকর্পূরকে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অল্পে অল্পে জল দিয়া দ্রব করিবে। ইহা প্রস্তুত করিবার সময় বিশেষ সাবধানের সহিত প্রস্তুত করিবে, কেননা ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত।

সাধারণ মতে ক্ষতস্থান ধৌত করণান্তর নিম্নলিখিত ঔষধ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে।

কার্ব্বলিক অ্যাসিড	৪ ড্রাম।
সুইট অয়েল	৮ ড্রাম।

এই উভয় দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করতঃ লিণ্ট কাপড়ে লাগাইয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করতঃ উত্তমরূপে বন্ধন করিবে।

সিফিলিস (গর্ম্মি)

এই পুস্তকের 'প্রথমভাগে উপদংশের বিষয় বিস্তারিত লিখিত আছে, সুতরাং তদুল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

উপদংশ প্রকাশ পাইলে ৪।৫ দিবসের মধ্যে কষ্টিক-বাতিদ্বারা ক্ষতস্থান পোড়াইয়া উপদংশিক বিষ নষ্ট করিবে। অনেকের মতে 'নাইট্রিক অ্যাসিড' দ্বারাও ক্ষতস্থান পোড়াইয়া ফেলা যায়। পশ্চাৎ ব্ল্যাকওয়াস্, কার্ব্বলিক অয়েল, বোরাসিক অয়েণ্টমেণ্ট, মার্কারি অয়েণ্টমেণ্ট ইত্যাদির কোন একটী ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

উপরোক্ত ঔষধ প্রদানাপেক্ষা 'আইডোফরম্ ১ ড্রাম ও ভেসিলিন ১ ঔন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতমুখে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। তদ্ব্যতিত ক্ষতমুখে আইডোফরমের গুঁড়া নিক্ষেপ করিলেও উপদংশ ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। যদ্যপি ক্ষতমুখ হইতে রস নির্গত হইয়া আইডোফরম ভাসিয়া বা উঠিয়া যায়, তাহাহইলে যতক্ষণ না ক্ষতমুখে আইডোফরম্ কামড়াইয়া ধরে, ততক্ষণ উহা পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে।

উপরোক্ত সকল ঔষধাপেক্ষা আইডোফরম্ দ্বারা আরোগ্য হওয়াই কর্ত্তব্য, কেননা এ ঔষধে পারদ অথবা কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্যের সংশ্রব নাই। উপদংশ আরোগ্য হইলে, পশ্চাৎ রক্ত পরিষ্কারার্থে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করা উচিত; কেননা ভবিষ্যতে গাত্রে কদাকার কণ্ডু বহির্গত হইতে পারে।

সাসাফ্রাস	৪ ড্রাম।
মেজেরিন বার্ক	২ ড্রাম।
জ্যামেকা সাল্‌সা-রুট্	৫ ঔন্স।
গোয়েকম্	৪ ড্রাম।
লিকারিস	৪ ড্রাম।
উষ্ণজল	৬৪ ঔন্স।

এই সকল দ্রব্য একত্রে কুটিয়া উক্ত ৬৪ ঔন্স উষ্ণজলে এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে ; পশ্চাৎ ১৫ মিনিট কাল অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ৪০ ঔন্স থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ২ ড্রাম আইওডাইড অফ পটাস ইহার সহিত যোগ করিবে।

পূর্ণবয়স্ক লোকে ১ ঔন্স হিসাবে প্রত্যহ ৩ বার সেবন করিবে। ইহাদ্বারা শরীর পুষ্টি, কান্তিবৃদ্ধি ও রক্ত পরিষ্কার হইয়া রোগী উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করে।

ব্ল্যাকওয়াস্।

নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া, লিণ্ট বা তুলা ক্ষতস্থানে স্থাপন করিবে ; লিণ্ট বা তুলা শুষ্ক হইলে পুনরায় এই ঔষধ দ্বারা উহা ভিজাইয়া দিবে।

ক্যালামেল	২৪ গ্রেণ।
চুণের জল	৮ ঔন্স।

ডিপ্‌সোমেনিয়া অর্থাৎ মদ্যপান জনিত পীড়া।

অতিরিক্ত পরিমাণে বহু দিবসাবধি মদ্যপান করিয়া এককালে পরিত্যাগ করিলে এই পীড়া হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য, অতিসার, বমন, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ক্ষুধামান্দ্য হইলে আহারের পর "২ গ্রেণ পরিমাণে পেপ্‌সিন্‌ পোয়্‌সাই" সেবন করাইবে। অতিসার হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

বিস্‌মথ নাইট্রাস্‌	৪০ গ্রেণ।
টিঞ্চার কার্ডমম	২ ড্রাম।
টিঞ্চার ওপিয়ম	২৩ বিন্দু।
ভাইনম্‌ পেপ্‌সিন্‌	২ ড্রাম।
অ্যাকোয়া এনিসি	৮ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ৮ দাগ করিবে, পশ্চাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

দৌর্ব্বল্য নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

কুইনাইন সল্‌ফ	১২ গ্রেণ।
অ্যাসিড নাইট্রো-মিউরিয়েটিক ডিল	২ ড্রাম।
টিঞ্চার কোয়াসিয়া	৬ ড্রাম।
শীতল জল	৫ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ দিবসে ৩ বার সেবন করাইবে। বমন হইলে 'লাইকার আর্সেনিক ২ বিন্দু' আহারের পূর্ব্বে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে বমনোদ্রেক বা বমন, মদ্য-পানেচ্ছা নিবারিত হয়। মদ্যপান জন্য কষ্ট হইলে, পুস্তকাধ্যয়ন, বন্ধু সহবাস, মস্তকে শীতল জল ইত্যাদি প্রদান করিবে।

মদ্যপান জন্য সকম্প প্রলাপ।

ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য, প্রলাপ, ভয় দর্শন, অস্থিরতা, দক্ষিণ পঞ্জরাস্থির নিম্নে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির মস্তকে শীতল জল দিবে এবং শীতল জলে স্নান

করাইবে। রোগী যেরূপ মদ্যপান করিত, তাহাকে সেইরূপ মদ্য অতি অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মৃদুবিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। লঘু এবং বলকারক, এরূপ পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত। অনিদ্রা-জনিত নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

লাইকার মর্ফিয়া	অর্দ্ধ ড্রাম।
পটাস ব্রোমাইড	২০ গ্রেণ।
শীতল জল	৩ ঔন্স।

ইহা একত্র মিশ্রিত করিয়া এককালে পান করাইবে। ইহাতেও যদ্যপি নিদ্রা না হয়, তাহাহইলে ২ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার আর এক মাত্রা প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে।

চিত্তবিকার।

এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই মনে করে যে তাহার কোনরূপ পীড়া হইয়াছে; কিন্তু অনেক সময়ে রোগীর কোনরূপ পীড়া দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাতে রোগী সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত হয়। যদ্যপি কোনরূপ সামান্য পীড়াও হইয়া থাকে, তবে তাহা আরোগ্য হইয়াছে, এরূপ বোধ করে না এবং চিকিৎসা করাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়।

এরূপ অবস্থায় রোগীর মনের বিকার দূর করিবার জন্য কেবল বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দাস্ত পরিষ্কার করাইবে এবং রোগীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল-চিত্ত রাখিবে।

মূর্চ্ছা।

অতিরিক্ত দুর্ব্বল, অতিরিক্ত রক্ত প্রস্রাব, উদরী, মূত্রাশয়ে সঞ্চিত প্রস্রাব থাকিলে উহা এককালে নির্গত হওয়া, উত্তপ্ত শরীরে শীতল জলপান, অনা-

হারের পর অতিরিক্ত ভোজন ইত্যাদি কারণে এই পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তক ঘূর্ণিত এবং নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হয়।

এইরূপ পীড়াগ্রস্ত রোগীর মুখে শীতল জল এবং স্মেলিং সল্টের আঘ্রাণ দিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইতে পারে। ফ্ল্যানেল গরম করিয়া ফোমেণ্ট করিবে এবং বলকারক পথ্য দিবে। দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

অ্যামোনিয়া কার্ব্ব	৩০ গ্রেণ।
ভাইনম্ গ্যালেসাই	৬ ড্রাম।
শীতল জল	৬ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র করিয়া ৬ ভাগে বিভক্ত করিবে; পশ্চাৎ রোগীর অবস্থানুসারে দিবসে ২ বার কি ৩ বার সেবন করাইবে।

শোথ।

শোথ রোগের কারণ ও লক্ষণ এই পুস্তকের 'প্রথমভাগ বিস্তারিত লিখিত আছে, সুতরাং তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই রোগে ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অনেকে নিম্ন লিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

পটাস নাইট্রাস্	৪০ গ্রেণ।
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক	৪ ড্রাম।
লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস	২ ঔন্স।
টিঞ্চার ডিজিটেলিস্	৪০ বিন্দু।
ডিককৃসন স্কোপেরাই	৮ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ দিবসে ৪ বার ব্যবস্থা করিবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রোগী জল পান না করিয়া থাকিতে পারিলে সুলক্ষণ জানিবে।

ক্ষয়কাস।

কাস ও ক্ষয়কাস রোগের বিষয় এই পুস্তকের প্রথমভাগে বিস্তারিত আছে; সুতরাং এস্থলে তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পীড়ার প্রথমাবস্থায় কফঃনিঃসারক এবং বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে, যথা—

টিঞ্চার সিনেগা	৪ ড্রাম।
টিঞ্চার সিলি	৮০ বিন্দু।
টিঞ্চার হাইওসায়েমস	৪০ বিন্দু।
ভাইনম্ ইপিকাক্	৪০ বিন্দু।
অ্যামোনিয়া কার্ব্ব	২৮ গ্রেণ।
স্পিরিট ক্লোরোফরম্	৮০ বিন্দু।
ইন্‌ফিউজন্ সিনেগা	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যেক ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে। বক্ষে বেদনার আধিক্য হইলে, লিনিমেণ্ট ক্রোটান মালিস করিবে। জ্বর প্রবল হইলে, ইন্‌ফিউজন সিনেগার পরিবর্ত্তে ইন্‌ফিউজন্ সার্পেণ্টারি দিবে। জীর্ণকর, নির্দ্দোষ অথচ রক্ত বৃদ্ধিকারক, এরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

হাঁপানি।

শ্বাসকাস বা হাঁপানি রোগের বিষয় এই পুস্তকের প্রথমভাগে বিস্তারিত লিখিত আছে, সুতরাং এস্থলে তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

রোগীর পাকাশয় আহারীয় দ্রব্যে পূর্ণ থাকিলে, রোগীর বয়ক্রমানুসারে ১০।১৫ বা ২০ গ্রেণ পরিমাণে পলভ ইপিকাক, অথবা টার্টার অ্যামাটিক ১ বা ২ গ্রেণ পরিমাণে সেবন করাইয়া বমন করাইয়া উদর পরিষ্কার করাইবে। অন্ত্র মলে পূর্ণ থাকিলে, ক্যাষ্টরয়েলর জোলাপ প্রদান করতঃ মল পরিষ্কার

করান উচিত। নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য রোগীর গৃহের দরজা ও জানালা সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। রোগীকে সবল করণার্থ নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

টিঙ্চার বেলেডোনা	৪০ বিন্দু।
পটাস্ আইওডাইড	১ ড্রাম।
স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটিক	২ ড্রাম।
শীতল জল	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবন করাইবে।

কাসরোগ।

কাসরোগের বিষয় 'এই পুস্তকের প্রথমভাগে উল্লিখিত আছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই রোগের সহিত প্রবল জ্বর এবং তাহার সহিত সাংঘাতিক উপসর্গ জন্মিলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই রোগে, যদ্যপি রোগীর অন্ত্রে মল পূর্ণ থাকে, তাহাহইলে নিম্নলিখিত বিরেচনযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

সিরাপ সিলি	১ ড্রাম।
টিঙ্চার হাইওসায়েমস্	২০ বিন্দু।
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক	অর্দ্ধ ড্রাম।
ম্যাকেসর রোজ	১ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া এককালে সেবন করাইবে। এই পরিমাণে যে কয়েক মাত্রা আবশ্যক হয়, প্রস্তুত করিবে। ইহাতে তাদৃশ উপকার না হইলে নিম্নোক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

পটাস্ নাইট্রাস	১৫ গ্রেণ।
ভাইনম্ ইপিকাক	১০ গ্রেণ।

ইহা এক মাত্রা; এককালে পান করাইয়া দিবে। বক্ষঃস্থলের বেদনা নিবারণার্থ মাষ্টার্ডের ব্লিষ্টার, অথবা তার্পিণ তৈলের ষ্টুপ, কিম্বা মসিনার পুলটিস ব্যবহার করিবে। বক্ষে অত্যন্ত বেদনা, কখন বা উহার একেবারে অভাব পেশীতে তীব্র বেদনা, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, প্রবল জ্বর, চট্‌চটে কফ নির্গম প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

মর্ফিয়া	সিকি গ্রেণ।
আফিম্	১ গ্রেণ।
মিউরেটিক অফ অ্যামোনিয়া	১০ গ্রেণ।
কার্ব্বনেট্ অফ অ্যামোনিয়া	৫ গ্রেণ।

ইহা একত্রে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করণান্তর সেবন করাইবে।

ব্রণকাইটিস্।

গাত্রে শীতল বায়ু লাগাইলে, ঘর্ম্মাক্ত দেহ বাতাসে অনাবৃত রাখিলে এবং আর্দ্র বস্ত্র পরিধান ও আর্দ্র শয্যায় শয়ন করিলে, সচরাচর এই পীড়াগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় পীড়িত শিশুর গৃহের দ্বারাদি সর্ব্বদা বন্ধ রাখা উচিত। গাত্রে ফ্ল্যানেল কিম্বা ক্যামেল লেদারের জামা দিবে। লঘু এবং বলকারক পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। প্রাতঃকালে এবং রাত্রে পৃষ্ঠদেশে নিম্নলিখিত ঔষধ মালিস করিবে।

লিনিমেণ্ট বেলেডোনা	২ ড্রাম।
লিনিমেণ্ট একোনাইট	২ ড্রাম।
লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফর	১ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর দশ মিনিট কাল মালিশ করিবে। কোন কোন অবস্থায় নিম্নলিখিত মালিসটিতে বিশেষ উপকার হয়।

লিনিমেণ্ট বেলেডোনা	১ ড্রাম।
লিনিমেণ্ট ওপিয়াই	১ ড্রাম।
লিনিমেণ্ট টার্পেণ্টাইন	৪ ড্রাম।

উপরোক্ত প্রকারে মালিস করিবে। প্রথম হইতেই যাহাতে পীড়ার উপসর্গ ঘটিতে না পারে, এমন চেষ্টা করিবে। রোগ অতি সামান্ত হইলে, ঔষধ সেবন না করাইলেও চলিবে। যাহাতে গাত্রে শীতল বায়ু লাগিতে না পায়, এমন উপায় অবলম্বন করিবে। পীড়া কঠিন হইলে, বমনকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পশ্চাৎ শ্লেষ্মানিঃসারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

টিঙ্কার সিলি	১৬ বিন্দু।
টিঙ্কার ক্যাম্ফর কম্	১ ড্রাম।
টিঙ্কার ল্যাভেণ্ডার	১ ড্রাম।
অ্যামোনিয়া কার্ব্ব	৮ গ্রেণ।
ইথার নাইট্রিক	৪০ বিন্দু।
ইন্‌ফিউজন্ সেনেগা	২ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে। এই ঔষধ এক হইতে চারি বৎসরের শিশুকে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পীড়া পুরাতন হইলে কডলিভার অয়েল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সমুদ্রতীরে বাস ও শীতল জলে স্নান করিবে। যদ্যপি শিশু ভুক্তদ্রব্য বমন করে, তবে আহারের পর এক বা দুই বিন্দু টিঙ্কার ওপিয়ম সেবন করাইবে। এই পীড়ায় জ্বর থাকিলে, সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা উচিত। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা শিশুকে সাবধানে রাখিবে।

কয়েকটী আবশ্যকীয় ঔষধ।

যে সকল ঔষধে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়, এরূপ কয়েকটী ঔষধ নিম্নে প্রদত্ত হইল, ধীমান্ চিকিৎসক আবশ্যক কালে ইহা প্রয়োগ করিবেন।

হাইড্রার্জিরাই করোসিভাই স্যাব্লিম্যাটাই	১ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্টাই ওপিয়াই	৪ গ্রেণ।
গোয়াসিয়াই রেসিনা	১০০ গ্রেণ।
গ্লিসরিন	বটী প্রস্তুতের আবশ্যক মত।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া ২৪টী বটীকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা এক একটি বটীকা সেবন করাইবে। প্রতিদিন তিন বারের অধিক সেবন করান অনুচিত। পুরাতন বাতরোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পটাসিয়াই আইওডিরাই	২৪ গ্রেণ।
টিঙ্কার সার্পেণ্টারিস্	২॥০ ড্রাম।
মিষ্টুর গোয়াসাই	৭ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রতিদিন ৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে। ইহাও প্রাচীন বাত প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী।

ফেরিয়েট কুইনি সাইট্রাটিস্	৩০ গ্রেণ।
পটাসিয়াই আইওডিডাই	১২ গ্রেণ।
টিঙ্কার একোনিটাই	২৫ বিন্দু।
ইন্‌ফিউজন্ চিরাতা	৫ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রতিদিন

৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে। ইহা পুরাতন বাতরোগে দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্ম প্রয়োগ করা যায়।

সিরপ ফেরি আইওডাইড	৪ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট সার্সা লিকুইডাই	৪ ড্রাম।

ইহা একত্র মিশ্রিত করণান্তর চা খাইবার চামচের ১ চামচ ঔষধ ১ ঔন্স জলে ফেলিয়া এককালে পান করিবে, এইরূপ হিসাবে প্রতিদিন ৩ বার সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা পুরাতন বাতাদি রোগে এবং বহুদিনের উপদংশ পীড়ায় ব্যবহার করা যায়।

পিপিউলি ক্যালোমেলনস্ কম্পঃ	৫ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট ওপিয়াই	অর্দ্ধ গ্রেণ।

ইহা একত্রে মর্দ্দন করিয়া একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে। এইরূপ প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করাইবে। ইহা উপদংশ ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগে ব্যবহৃত হয়।

ক্যালমেল	২ গ্রেণ।
পল্ভ ওপিয়াই	সিকি গ্রেণ।
কন্‌ফেক্সনিস্ রোজ গ্যালিসি	বটী প্রস্তুতের মত।

ইহা একত্রে মর্দ্দন করিয়া একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ প্রতিদিন ৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে। পারদ সংযুক্ত ঔষধ সেবনান্তে তৎপর প্রতিকার লাভের জন্ম ইহা ব্যবহার করা উচিত।

পটাসিয়াই আইওডিডাই	৪ গ্রেণ
টিঞ্চার বেলেডোনা	১০ বিন্দু।
টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পঃ	৩০বিন্দু
স্পিরিটাস্ অ্যামোনি অ্যারোমেটিসাই	৩০ বিন্দু।
অ্যাকোয়া মেহ্ পিপরিটা	১ঔন্স।

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিলে এক মাত্রা হইবে; পশ্চাৎ প্রতি-দিন ৪ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে। ইহা শ্বাসরোগের অতি চমৎকার ঔষধ।

হাইড্রার্জিরাই কমক্রিটা	৫ গ্রেণ।
পলভারিস্ ইপিকাকুয়ানা কমঃ ওপিও	৫ গ্রেণ।

এই উভয় দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করাইবে। মৃদু আমাশয় অথবা উদরাময় রোগে ব্যবহার করা যায়।

সোডি বাইকার্ব্বনেটিস্	২ গ্রেণ।
হাইড্রার্জ কমক্রিটা	২ গ্রেণ।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বনেটিস্	৫ গ্রেণ।

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করণান্তর এক দাগ করিয়া প্রতি রাত্রে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লদুষ্ট উদরাময়ে বিশেষ উপকারী।

অ্যামোনিয়া বেঞ্জোয়াটিস্	১৫গ্রেণ।
জল	১ ঔন্স্।

ইহা মিশ্রিত করিয়া ৩ বার খাইতে দিবে। পুরাতন ব্রনকাইটিস রোগে এবং মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহজন্য পীড়ায় বিশেষ উপকার দর্শে।

কুইনি সল্ফ্যাটিস	৮ গ্রেণ
পল্ভারিস্ ইপিকাকুয়ানা	২৪ গ্রেণ।
পল্ভারিস্ ইপিকাকুয়ানা কমঃ ওপিয়াই	৩০ গ্রেণ।
গ্লিসরিন	বটি প্রস্তুত মত।

ইহা একত্রে মর্দ্দন করিয়া ১৬ টী বটিকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ একেবারে ১টী করিয়া প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা আমাশয় রোগে বিশেষ উপকারী।

আর্জেণ্টাই অক্সাইডাই	২ গ্রেণ
পলভারিস্ অ্যারোমেটিসাই	২গ্রেণ।
এক্সাঃ ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	অর্দ্ধ গ্রেণ।
গ্লিসরিন	বটী বান্ধিবার উপযুক্ত।

ইহা মিশ্রিত করণান্তর একটি বটিকা প্রস্তুত করিবে ; পশ্চাৎ প্রতিদিন ৩বার সেবন করাইবে। ইহা অজীর্ণ ও প্রদরাদি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

পুরাতনজ্বর ও প্লীহানাশক কলিকাতার বান্ধা বটতলার সদৃশ পাঁচন।

চিরতা	২০ তোলা।
মঞ্জিষ্ঠা	২০ তোলা
সক্তচন্দন চুর্ণ	২০ তোলা
আতইচ	১০ তোলা।
ষ্ট্রং নাইট্রিক অ্যাসিড	৩০ ফোঁটা।
ষ্ট্রং মিউরিয়েটিক অ্যাসিড	৩০ ফোঁটা।

প্রথমতঃ চিরতা ও মঞ্জিষ্ঠাকে টুকরা টুকরা করিয়া ২০ তোলা পরিমানে লইয়া একটি বৃহৎ হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিবে। তৎপরে রক্তচন্দন কাষ্ঠকে কোন অস্ত্রের দ্বারা চাঁচিয়া উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া হামান দিস্তায় ফেলিয়া কুটিত করিবে। ইহাও ২০ তোলা পরিমাণে কুটিত চাই। তৎপশ্চৎ অতইচ ১০ তোলাকে সামান্য আঘাতে কিঞ্চিৎ কুটা করিয়া ঐ হাঁড়ীর মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ১৬ সের জলে ভিজাইয়া ৭।৮ ঘণ্টা রাখার পর ঐ হাঁড়ী অগ্নিতে চাপাইয়া উক্ত ঔষধগুলি পাক করিবে, এইরূপে সিদ্ধ হইয়া যখন ৮ সের আন্দাজ থাকিবে, তখন হাঁড়ি নামাইয়া পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ফেলিবে। ইহাতে যে কয়েক বোতল ঔষধ হয়, সেই কয়েক বোতল গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া একটি মেজার গ্ল্যাসে ৩০ফোঁটা ষ্ট্রং নাইট্রিক অ্যাসিড ও ৩০ ফোঁটা ষ্ট্রং মিউরিয়েটিক অ্যাসিড দ্বারা ৪০ গ্রেণ সলফেট অব কুই-

নাইনকে দ্রব করিয়া ঐ বোতলের মধ্যে ঢালিবে। এইরূপে উক্ত ঔষধ গুলি মিশ্রিত হইলে উত্তম রূপে নাড়িয়া ছিপি বন্ধ করিবে।

সেবনের নিয়ম।

পূর্ণ বয়স্কের এক ছটাক পরিমাণে দিবসে দুই বার। ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে দুইবার। ৩ হইতে ৬ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত বক্তিগণের পক্ষে দেড় কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে দুইবার। তন্নিম্নে অর্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে দুই বার।

জ্বর বিরাম কালে ইহা সেব্য। জ্বরত্যাগ হইলে কিছুদিন অর্দ্ধ মাত্রায় ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। সেবন কালে বোতল নাড়িয়া ঔষধ ঢালিবে। ইহাই বাঁধা বটতলার পাঁচন।

পথ্যাদির নিয়ম।

ঔষধ সেবন কালীন বেদানা, পানিফল, পেয়ারা কেশুর, ইক্ষু মিছিরি-ইত্যাদি দ্বারা জল খাইতে পারা যায়। যে কয়েক দিন জ্বর ত্যাগ না হয়, সেই কয়দিন দুগ্ধসাগু, দুগ্ধশুজি, দুগ্ধসহ দুই একখানি সুজির ফুল্কা রুটী খাইতে পারিবে। এককালে জ্বর ত্যাগ হইলে উৎকৃষ্ট সুক্ষ্ম পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কৈ মাগুর প্রভৃতি জীবিত মৎস্যের ঝোল, মুগের দাইল ইত্যাদি দ্বারা এক সন্ধ্যা ভোজন, বৈকালে ক্ষুধা বিবেচনা করিয়া দুগ্ধসাগু বা দুই একখানি ফুল্কা রুটি দিবে মাত্র।

মৎস্যের ঝোল বা ডালনা ইত্যাদিতে তরকারী খাইবার জন্য আলু, পটোল, মানকচু, বেগুন, ডুমুর, কাঁচকলা, প্রভৃতির তরকারি খাওয়া যাইতে পারে। ইচ্ছা হইলে পল্তার ডাল্না, হিলঞ্চ শাক খাইতে পারা যায়।

স্নানের নিয়ম।

জ্বরত্যাগ হইলে পর একদিন বা দুইদিন অন্তর গরম জলকে শীতল

করিয়া স্নান করিবে। ক্রমশঃ এইরূপে সহ্য হইলে তৎপরে স্রোতের জলে অথবা পুষ্করিণীতে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিবে।

নিষেধ।

শাক, অম্ল, কলাইয়ের দাইল, বাসি বা পচা দ্রব্যাদি, গুরুপাক দ্রব্যাদি, অতিরিক্ত কটু বা কষায়যুক্ত দ্রব্যাদি, চাউল বা কলাই ভাজা, স্ত্রীগমন, স্ত্রীলোক হইলে স্বামী সহবাস, দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদি ত্যাগ করিবে।

চিকিৎসার্থীর প্রতি উপদেশ।

ইহাতে যে সকল ঔষধের মাত্রা লিখিত হইল, সমস্তই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য। বালক, বৃদ্ধ ও বহুকালের রুগ্ন ব্যক্তির প্রতি বিবেচনা করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন। অন্যথা বিষময় ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভব।

দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।

তৃতীয় ভাগ।

সহজ ডাক্তারী শিক্ষা।

হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমূহের মাত্রাই প্রায় একরূপ। ইহার ইতর বিশেষ কিছুই নাই। পূর্ণবয়স্করে পক্ষে ৪টী গ্লোবিউল বা ১টী পীল কিম্বা ১ বিন্দু আরক। বালকের পক্ষে উপরোক্ত মাত্রার অর্দ্ধেক, শিশুর পক্ষে তৃতীয় ও চতুর্থাংশ মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আরক পরিষ্কৃত পাত্রে পরিষ্কৃত জলে মিশ্রিত করিয়া খাইতে হইবে। বটিকা জলে না মিশাইয়া একটু কাগজের উপর ঢালিয়া মুখে ফেলিয়া খাইতে হয়। বটিকা বা আরক ভাগ করিতে হইলে এক বিন্দু আরক বা একটী বটিকা দুই কি তিন কাঁচ্চা জলে মিশ্রিত করিয়া দুই কি তিন বার দিলেই চলিবে।

রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্নক্রম ও পুরাতন অবস্থায় উচ্চক্রম প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থল বা পাত্রবিশেষে কখন কখন এ নিয়মের বিপরীতও দেখা যায়।

যে পাত্রে একবার এক ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, সে পাত্র ভালরূপ ধৌত না করিয়া অন্য ওষধ রাখা কখনই উচিত নয়। দুর্গন্ধ বিশিষ্ট স্থানে, রৌদ্রে বা কর্পূরের গন্ধ বা অন্য কোনরূপ গন্ধ (সুগন্ধ হউক বা দুর্গন্ধ হউক) যে স্থানে থাকে, তথায় ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া থাকে।

ঔষধ প্রদান করিবার কালে হস্ত উত্তমরূপে ধুইয়া পশ্চাৎ ঔষধাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

জ্বর

হোমিওপ্যাথিক মতে জ্বরের চিকিৎসা অতিশয় বিবেচনা ও মনোযোগের সহিত করা উচিত। বিশেষ না বুঝিয়া ও জ্বরের লক্ষণের না সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন কার্য্য হয় না। রোগের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে আনন্দজনক ফল দৃষ্ট হয়। নচেৎ কেবল সময় নষ্ট ও রোগীর অনর্থক কষ্টসার মাত্র।

জ্বরকালে আভ্যন্তরিক অতিশয় শীতবোধ ও গরমে অত্যন্ত অসুখ বোধ, বক্ষে চাপ বোধ, বমনোদ্বেগ জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ লক্ষণ দৃষ্টে ইপিকাক দেওয়া যায়। অতিশয় শীতবোধ, হস্তপদ অবশ, মাথাঘোরা ও কোষ্ঠবদ্ধের সহিত জ্বর হইলে, বিজ্বরকালে নক্সভমিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। একে একে শীত, উষ্ণ বোধ, কম্প দিয়া জ্বর আইসে, অতিশয় দুর্ব্বলতা, পেটজ্বালা, বেদনা, বুকে চাপবোধ, শ্বাসরোধ, মুখে তিক্তাস্বাদ, জ্বরকালে দাহ্যমান উত্তাপ, অতিশয় পিপাসা ও অস্থিরতা, এই সমুদায় লক্ষণে আর্শেনিক ব্যবস্থা। আর্শেনিক কুইনাইনের প্রতিষেধক, অর্থাৎ কুইনাইনের দোষ নিবারণ করে। বিজ্বরকালে ৪ঘণ্টা অন্তর এক একবার আর্শেনিক সেবন করাইলে পালাজ্বরআরোগ্য হয়। বৈকাল বেলা জ্বর, অতিশয় তৃষ্ণা বা তৃষ্ণা রহিত, শ্লেষ্মা বা পিত্তবমন, সর্ব্বদাই শীতবোধ হইলে পল্‌সেটিলা দেওয়া যাইতে পারে। রোগী পাণ্ডুবর্ণ, প্রথমে উত্তাপ ও পরে শীত, উষ্ণাবস্থায় অল্প পিপাসা, দুষ্ট ক্ষুধা, যকৃৎ ও প্লীহা স্ফীত, পিত্ত ও আটাযুক্ত উদরাময় থাকিলে চায়না ব্যবহার করা যায়।

শীত অল্পক্ষণ স্থায়ী, অতিশয় মাথাধরা, পুরাতন জ্বর এবং শীতাবস্থায় পিপাসা থাকিলে নেট্রম সিউরিয়েটিকম দেওয়া যায়। ইহার ৩০ ক্রম ব্যবহার করা উচিত।

জ্বরের সময় অতিশয় ভেদ, অতিশয় দুর্ব্বল, অধিকক্ষণ স্থায়ী শীত, নাড়ী ক্ষীণ, সূক্ষ্ম ও দ্রুতগামী হইলে ভেরেট্রম দেওয়া কর্ত্তব্য।

শীতবোধ, সঙ্গে সঙ্গে বুকে হুল ফোটার ন্যায় বেদনা, প্লীহাস্থানে বেদনা, মাথাঘোরা, শীতাবস্থায় মাথা ভারি ও কাশির উদ্রেক থাকিলে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা যায়।

গাত্রবেদনা, শীতের অগ্রে পিপাসা, উত্তাপে পিপাসা হ্রাস, হাত ঠাণ্ডা,

কিন্তু মস্তক উষ্ণ থাকিলে আর্ণিকা দেওয়া যায়। অতিশয় শিরঃপীড়া, অতিশয় শীত বা উষ্ণতা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ, কর্ণের পার্শ্বে ধপধপানি এই সমুদায় লক্ষণে বেলেডোনা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সামান্য প্রদাহযুক্ত জ্বরে, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, মস্তকে ও ঘাড়ে অতিশয় বেদনা, শীত ও উষ্ণতা, শীঘ্র শীঘ্র হাঁচি হইলে একোনাইট ব্যবহৃত হয়। জ্বরাবস্থায় দুই ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর সেবনে নাড়ী মৃদু ও ঘর্ম্ম হয়, বিজ্বর কালে এই ঔষধ সেবন করা উচিত নয়। সামান্য বিরামযুক্ত জ্বরে সিড্রন অতিশয় উপকারী, ইহা প্রকৃত জ্বরঘ্ন ঔষধ।

যকৃত প্রদাহ ও বৃদ্ধি।

যকৃত চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ বা সাদা মল হইলে মার্কিউরিয়স্-সল্ দেওয়া যায়।

যকৃত বৃদ্ধি ও শক্ত বোধ, জ্বালাবৎ বেদনা, চাপিয়া ধরিলে বেদনা বৃদ্ধি হয়, এমত অবস্থায় ব্রাইওনিয়া দিবে।

মদ্যপান বশতঃ বা অতিশয় বলকারক খাদ্য জন্য হইলে ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্সভমিকা দেওয়া যায়।

যকৃত অতিশয় কঠিন ও পুরাতন জ্বর থাকিলে আর্শেনিক দেওয়া উচিত।

অধিক পরিমাণে ক্যালমেল ব্যবহার জন্য হইলে চায়না ও নাইট্রিক এসিড ব্যবহার্য্য।

কোষ্ঠবদ্ধ, ও পেটফাঁপা ও নক্সভমিকাতে উপকার না দর্শিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়।

পিত্তভেদ, পিত্তবমন ও ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে,বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও বালকদিগের পক্ষে ক্যামোমিলা উপকারী।

পুরাতন অবস্থায় ক্যাল্‌কোরিয়া ও সলফার দেওয়া যায়। প্রদাহযুক্ত ও জ্বর থাকিলে এবং রোগের তরুণাবস্থায় একোনাইট ব্যবস্থা করিবে।

প্লীহা।

জ্বর থাকিলে ও অতিশয় দুর্ব্বল হইলে ও প্রদাহাবস্থায় একোনাইট ব্যবহার করিবে।

আর্শেনিক, মারকিউরিয়স্, বিনআইওডাইড, চায়না; কালি ব্রোমাইডম্ অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করা যায়।

পুরাতন অবস্থায় আর্শেনিক ও চায়না ব্যবহৃত হয়, প্লীহা স্থানে বেদনা থাকিলে আর্ণিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। নেট্রম মিউরিয়েটিকম্ ও নক্সভমিকা ইহার উত্তম ঔষধ।

হাম।

জ্বরাবস্থায় অতিশয় তৃষ্ণা, অস্থিরতা ও সর্দ্দি থাকিলে একোনাইট দেওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে তত উপকার দর্শে না। এই অবস্থায় বেলেডোনা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ উপকার দেখা যায়। বিশেষতঃ যদি শুককাশী, মাথাধরা' ঢোক গিলিতে গলায় বেদনা, চক্ষুরক্তবর্ণ থাকিলে বেলেডোনা ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেওয়া কর্ত্তব্য।

সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় বা সর্দ্দি পাকিয়া গেলে, নাসিকা হইতে হলুদবর্ণ শ্লেষ্মা বাহির, কাশী, মুখশুক, কিন্তু পিপাসা রহিত, হাম ভালরূপ বাহির না হওয়া, মুখ তিক্ত বা বিস্বাদ ইত্যাদি লক্ষণে পল্‌সেটীলা দেওয়া যায়। পেটের ব্যারাম থাকিলে ও রাত্রিকালে অধিক দাস্ত হইলে পল্‌সেটীলা ব্যবস্থা করিবে।

গলক্ষত, চক্ষু প্রদাহ ও আমাশয়ের মত থাকিলে মারকিউরিয়স্। হাম ভালরূপ বাহির না হইলে জেলসিমিয়ম বা ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ক লক্ষণ, প্রলাপ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বেলেডোনা ব্যবহার্য্য।

বক্ষঃ বেদনা, জ্বর ও কাশী থাকিলে ফস্ফরস ব্যবহৃত হয়। হাম বসিয়া গেলে বা তাহার উপক্রম হইলে সল্‌ফর দেওয়া কর্ত্তব্য।

সর্দ্দি।

যাঁহাদের সর্ব্বদাই সর্দ্দি হয়, তাঁহাদের পক্ষে এক মাস কাল প্রাতঃকাল ও বৈকালে দুই বার ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব সেবন করা উচিত। সর্দ্দি জ্বরে একোনাইট ও বেলেডোনা ব্যবহার্য্য।

মস্তকে সর্দ্দিবোধ, নাসিকা হইতে জলপড়া চক্ষু ও নাসিকা কামড়ানির ন্যায় জ্বালা ও হাঁচি থাকিলে আর্সেনিক। আহারে অনিচ্ছা ও গাঢ় হলুদবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হইলে পল্‌সেটিলা ব্যবহার্য্য।

সাধারণ সর্দ্দিতে একোনাইট ও নক্সভমিকা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে উপকার দর্শে। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় ক্যাম্ফর দুই তিন ফোঁটা ও জেল-সিমিয়ম ব্যবহার্য্য।

উদরাময় বা পেটের বেয়ারাম।

তৈলাক্ত খাদ্য জন্য অপাক হইয়া পেটের পীড়া উপস্থিত হইলে, মল সাদা বা হলুদ ও রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইলে পল্‌সেটিলা এবং গুরুপাক দ্রব্য ভোজন-জনিত হইলে নক্সভমিকা ব্যবহার্য্য।

অতিশয় ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে স্পিরিট ক্যাম্ফর বা ডল্‌কেমারা ব্যবহার করিবে।

বেদনা বিহীন, অতিশয় দুর্ব্বল এবং ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় নির্গত হইলে চায়না প্রদান করিবে।

পিত্তাধিক্য জন্য পেট বেদনা, বমনোদ্বেগ ও ক্ষুধামান্দ্য হইলে ক্যামোমিলা ও মারকিউরিয়স্ পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

শূলবেদনাযুক্ত হইলে ক্যামোমিলা ও কলোসিন্থ প্রদান করিলে উপকার হইবে।

পুরাতন হইলে আর্শেনিক প্রদানে বিশেষ উপকার হইবে।

পেট গড় গড় করিয়া পাতলা জলের ন্যায় ভেদ হইলে পডোফাইলম ব্যবহার করিবে।

অপাক।

তৈলাক্ত ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জনিত হইলে পল্‌সেটিলা ব্যবহারে উপকার হয়।

মানসিক চিন্তা, খাদ্য অপরিপাক, পেট বেদনা, খিলধরা, খাওয়ার পর পেট ফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্সভমিকা ব্যবহার্য্য।

চাপিয়া ধরিলে পেট বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যার চেষ্টা না থাকিলে ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা।

অতিশয় পেট ফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময় হইলে কার্ব্বভেজিটেবিলিস্‌ দিবে।

দুর্ব্বলতা, অম্লোদ্গার, নিদ্রালুতা থাকিলে, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের হইলে লাইকোপোডিয়ম দেওয়া যায়।

আস্বাদ মন্দ হইলে, মুখে বার বার জল উঠিলে ও মল সাদা হইলে মার-কিউরিয়স্‌ দিবে।

বমনোদ্রেক থাকিলে ইপিকাক বা এন্টিমনিয়ম টার্টারিকম্‌ দেওয়া যায়

ক্ষুধামান্দ্য, খাদ্যে অনিচ্ছা, উদ্গার, শ্লেষ্মা বমন হইলে এন্টিমনিয়ম ক্রুডম ব্যবহার্য্য।

অন্যান্য ঔষধ সেবনে কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও পুরাতনাবস্থায় সলফর ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অল্প অল্প আহার করিয়া ক্রমে ক্রমে পরিপাক শক্তি পুনর্জীবিত করিয়া লওয়া উচিত। সোডা ওয়াটার, লিমনেড ইত্যাদিতে সাময়িক উপকার হয়, কিন্তু পরিণামে তাদৃশ ফলদায়ক হয় না।

ওলাউঠা।

প্রথমাবস্থায় জলবৎ ভেদ হইতে আরম্ভ হইলে স্পিরিট ক্যাম্ফর দিলে উপকার হয়।

পেট কাম্‌ড়ানি থাকিলে ও অপক্ক বস্তু নির্গত হইলে চায়না।

হঠাৎ অতিশয় ভেদ ও বমন হইতে থাকিলে ভেরেট্রম ব্যবহার করিলে উপকার হয়। প্রত্যেক বার ভেদ হইলে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক, কখন কখন তদপেক্ষাও শীঘ্র দিবে।

খিল ধরা, ভেদ বন্ধ হইয়া গেলেও যদ্যপি পেট গড় গড় করিতে থাকে, তাহা হইলে কিউপ্রম-এসিটীক বা কিউপ্রম-মেলিটীকম ব্যবস্থা করা উচিত।

অতিশয় বমনে ইপিকাক্‌।

মুখশ্রী বিবর্ণ, নাড়ী বিলুপ্ত অথবা বসিয়া যাওয়া, হস্ত পদ শীতল ইত্যাদি লক্ষণে কর্ব্বভেজিটেবিলিস, আর্শেনিক কিম্বা হাইড্রোসায়েনিক এসিড, এই তিনটী ঔষধ ব্যবস্থা। ব্যবহার প্রণালী এইরূপ, যথা—যখন নাড়ী পাওয়া যায় না, অথচ রোগী অতিশয় ছট্‌ফট্‌ করে, বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, অতিশয় গাত্র জ্বালা, অতিশয় পিপাসা, অল্পজলপানেই তৃপ্তি ও পশ্চাৎ বমন, গাত্র ও হস্তপদ বরফের ন্যায় শীতল, চক্ষ কোঠরগত, এই সমুদয় লক্ষণে আর্শেনিক।

রোগীর নাড়ী পাওয়া যায় না, মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, জীবনের আশা অতি অল্প থাকে ও ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এইরূপ অবস্থায় কার্ব্বভেজিটেবিলিস।

রোগী স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে, নাড়ী পাওয়া যায় না, মৃত্যু অতি সন্নিকট হয়এবং শ্বাসকষ্ট এমত অবস্থায় হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে, ইহাতে রোগীর ধাতু সবল হয়, শরীরের উত্তাপ পুনরায় অনুভূত হইতে থাকে এবং জীবনের আশা হয়।

শ্বাসকষ্ট নিবন্ধন সিকেলি বা কিউপ্রম দেওয়া যায়।

অতিশয় পেট বেদনা ও নাড়ি এলো মেলো হইলে একোনাইট।

আরোগ্যাবস্থায় দুর্ব্বলতা নিবারণ জন্য চায়না, সল্‌ফর কিম্বা ফস্ফরিক অ্যাসিড।

অতিশয় হিক্কা হইলে ইগ্নেসিয়া, নক্সভমিকা, সাইকিউটা প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়।

ভেদ বমন থামিয়া গিয়া যদি প্রস্রাব না হয়, অথচ মূত্রকোষ পূর্ণ থাকে,

তাহাহইলে ক্যান্থারাইডিজ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে প্রস্রাব না হইলে টেরিবিস্থিনা দেওয়া যায়।

ক্রিমি জন্য অসুখ থাকিলে সিনা, টিউক্রিয়ম অথবা স্যান্টোনাইন ব্যবস্থা করিবে।

ইহার সহিত জ্বর উপস্থিত হইলে একোনাইট।

বিকারাবস্থায় বেলেডোনা, হাইওসায়েম্‌স, ষ্ট্রামোনিয়ম বিবেচনা পূর্ব্বক দিবে।

ওলাউঠা রোগে আর্শেনিক ৩য় ক্রম বা ৩০ ক্রম, কার্ব্ব ও কিউপ্রম ১২বা ৩০ ক্রম, এবং ভেরেট্রম ১২ ক্রম ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

পীড়ার প্রাক্কালে পিপাসায় পরিষ্কার শীতল জল বা বরফ দিতে ত্রুটী করিবে না। রোগীর গৃহ ও বিছানাদি পরিষ্কার রাখিবে। অবস্থা বুঝিয়া জলসাগু দিবে, তৎপরে আরোগ্যের পর ভালরূপ ক্ষুধা হইলে অন্ন আহার করিতে দিবে।

রক্ত আমাশয়।

অতিশয় কোঁতপাড়া, আম ও রক্ত নির্গত, মূত্র অল্প এবং কষ্টকর হইলে মারকিউরিয়স দিবে।

অতিশয় পেট বেদনায় কলোসিন্থ।

অধিক রক্তস্রাব হইলে হেমেমিলিস্।

দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, অগ্রে আম ও পরে অল্প রক্ত নির্গত হইলে ইপিকাক দেওয়া যায়।

অতিশয় তৃষ্ণা হইলে পল্‌সেটীলা দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই পীড়ায় খাদ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, আলু ও অন্যান্য তরকারী বর্জ্জন করিবে এবং ফল মূলও আহার করিতে দিবে না। উত্তম তাজা মাংসের যুস ও দুগ্ধ পথ্য দিবে।

শ্বাসকাশী বা হাঁপানি।

কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত, বক্ষে ভারবোধ, অতিশয় দুর্ব্বল, রাত্রিকালে বা বৈকালে পীড়ার বৃদ্ধি, শয়ন করিতে অক্ষম অর্থাৎ রোগী উপুড় হইয়া থাকে, আক্ষেপ জনিত হাঁপানি, গলা ও বুক চাপিয়া ধরিলে আর্শেনিক।

শ্লেষ্মায় ঘড় ঘড় শব্দ করিলে বা বমন হইলে ইপিকাক ব্যবস্থা উচিত।

ব্রণ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ হইলে আর্ণিকা ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শে।

লাল ও জ্বালাযুক্ত ব্রণ হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করিবে।

ব্রণে পূঁয আরম্ভ হইলে হিপার-সল্‌ফার ব্যবহার্য্য এবং পুনঃ পুনঃ ব্রণ হইলে সল্‌ফার অথবা সাল্‌সা সেবনে আরোগ্য হয়।

শূলবেদনা।

অতিশয় প্রবল বেদনা, যাহার কারণ রোগী সম্মুখে হেলিয়া পড়ে, ইহাতে যদ্যপি পেটের পীড়া থাকে, তবে কলোসিন্থ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তশূল বেদনায় ক্যামোমিলা, নক্সভমিকা বা ড্যায়সেকোরিয়া প্রদান করিবে।

পেট ফাঁপিয়া থাকিলে নক্সভমিকা, চায়না বা পল্‌সেটিলা দিবে।

পেট ফুলিয়া থাকিলে ও কিছুতেই উপকার না হইলে কলিন্‌সোনিয়া ও আয়রিস্ ভার্‌সিকোলর ব্যবস্থেয়।

বমন।

পুরাতন অবস্থায় বমন হইলে ক্রিয়াজোট ব্যবস্থা করি৫ে।

শুষ্ক উদ্গারের পক্ষে ইপিকাক এবং গলদেশের নিকট গুটিকাবৎ উঠিতে থাকে এবং পুরাতন অবস্থা ও হিক্কা থাকিলে ভেরেট্রম-ভিরিড প্রদান করা উচিত।

কোন প্রকার দ্রুতগামী যানে (গাড়ী, পাল্কী,নৌকা ইত্যাদি) আরোহণ করিলে যদ্যপি বমন হয়, তবে ককিউলস্ ও পিট্রোলিয়ম ব্যবস্থেয়।

পাকাশয়ে ক্ষত ও বেদনা থাকিলে আর্শেনিকে উপকার করিবে।

পাকাশয়ের উত্তেজনা এবং চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা থাকিলে নক্সভমিকা প্রদানে উপকার দর্শে।

দুর্ব্বল বোধ হইলে ও ঠাণ্ডায় ঘাম হইলে ভেরেট্রম দেওয়া উচিত।

শ্লেষ্মা বমন হইলে পল্সেটিলা ব্যবস্থা করিবে।

পিত্ত বমন হইলে ইপিকাক, পডোফাইলম ও ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপকারী

রক্তবর্ণ বমন হইলে হ্যামোমিলিস, ইপিকাক ও ক্রিয়াজোট ব্যবস্থেয়।

মুখে জল উঠা।

অনেক দিবসের পীড়া হইলে এবং অম্লসংযুক্ত হইলে ক্যাল্কেরিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিতে দিলে উপকার দর্শে।

যদ্যপি অপাকের ন্যায় ও মদ্য পান জনিত হয়,তবে নক্সভমিকা দিলে উপকার দর্শে।

অপাক ও তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজন জনিত হইলে পল্সেটিলা প্রদান করা উচিত।

পেট ফাঁপা ও মুখে জল উঠিলে এবং বেদনা থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমি।

ক্রিমি সচরাচর তিন প্রাকার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—সূত্রবৎ ক্রিমি, লম্বা ও গোলাকার ক্রিমি এবং ফিতার ন্যায় ক্রিমি। এই তিন প্রকার ক্রিমিতেই সিনা মহৌষধ বলিয়া গণ্য। এই সকল লক্ষণে সিনা ব্যবহৃত হয়, যথা—নাক চুলকান, নিদ্রাকালে এ পাশ ও পাশ করা ও কথা কহা, গা বমি বমি, বমন, পেট কামড়ান ইত্যাদি।

লম্বা ও গোলাকার ক্রিমিতে মলের বর্ণ সাদা হইলে ও পেটটানিয়া ধরিলে এবং রাত্রিকালে অস্থিরতা থাকিলে মার্কিউরিয়স-সল্ ব্যবস্থা করিবে। এই প্রকার স্যাণ্টোনাইন, ইগ্নেসিয়া ও সল্ফার ব্যবহৃত হইতে পারে।

ফিতারন্যায় ক্রিমিতে ফিলিক্স্ম্যাস দুইবার করিয়াব্যবহার করিতে হয়, কম্বু ও সিনাও ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। বালকদিগের সূত্রবৎ ক্রিমিতে সিনা ব্যবস্থা করিবে।

যুবাদিগের হইলে ও সরলান্ত্রে অতিশয় উত্তেজনা থাকিলে, মাথাঘোরা এবং অনিদ্রাবশতঃ টিউক্রিয়ম ব্যবস্থা করিবে।

বালকদিগের ক্রিমি ও তজ্জন্য পেটের পীড়া হইলে চায়না দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রবৎ ক্রিমিতে লবণ জলের পিচকারী ব্যবস্থা করিবে।

ফোড়া।

অতিশয় ফুলা ও বেদনা থাকিলে বেলেডোনা এবং পূঁয হইতে আরম্ভ হইলে হিপার-সলফার ব্যবস্থা করিবে।

লাল চক্‌চকে বা গলদেশের গ্রন্থিতে হইলে মার্কিউরিয়স্-সল্ প্রদান করিবে। এই ঔষধে কখন কখন পূঁয হওয়া বন্ধ হয় এবং ফোড়া শুকাইয়া যায়। কিন্তু যদি পূঁয হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র পাকিয়া আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি পাতলা পূঁয পড়ে, নালী ঘা হইবার সম্ভব হয় ও শীঘ্র শুষ্ক না হয়, তবে সাইলিসিয়া দেওয়া যায়।

মুখের ঘা।

যদ্যপি জিহ্বা ফুলিয়া ক্ষতহয়, দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়ে, মুখে দুর্গন্ধ হয় ও লালানিঃসরণ হইতে থাকে, তবে মার্কি উরিয়স্-সল দিবসে তিনবার দিলেই যথেষ্ট হয়।

মুখ ও জিহ্বা লাল হইয়া হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় হইলে এবং পাতলা মল নির্গত হইতে থাকিলে বোরাকস্ ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ জলে মিশাইয়া জিহ্বা ও মুখে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

সল্ফার, নাইট্রিক অ্যাসিড ও নকস্ভমিকাও কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়া।

প্রথম ঋতু হইতে বিলম্ব হইলে পল্সেটিলা দেওয়া যায়।

শরীরের রক্ত হীনতা জন্য ঋতু না হইলে ফেরম ও সল্ফার ব্যবস্থা করা উচিত।

রক্ত সঞ্চালনের অবস্থা মন্দ হইলে ও জ্বর থাকিলে একোনাইট দেওয়া কর্ত্তব্য।

একবার ঋতুকালীন অতিশয় ঋতু ও অন্যবারে অল্প ঋতু ও এবং তৎসহপৃষ্ঠে ও তলপেটে বেদনা থাকিলে বোরাকস্ ৫ গ্রেণ পরিষ্কৃত জলে মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার খাইতে দিবে।

কিছু বাহির হওয়ার ন্যায় বেদনা, কাল ও চাপচাপ রক্ত অথবা রক্তস্রাব রহিত হইলে সিকেলি-কর্নিউটম ব্যবস্থা করিবে।

পূর্ব বেদনার মত বেদনা বোধ হইলে ককিউলস সেবন বিধেয়।

ঋতুর সময়ে বেদনায় বেলেডোনা প্লাটিনা বা ইগ্নেসিয়া ব্যবস্থা করিবে।

অতিশয় রক্তস্রাব ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতা, কাল রঙ্গের ঘন রক্ত নির্গত হইলে চায়না ব্যবহৃত হয়।

অল্প অল্প রক্তস্রাব হইলে ও পেট বেদনা থাকিলে পলসেটিলা দিবে।

শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হইলে ক্যালকেরিয়া দেওয়া উচিত।

অল্প ঋতু এবং পেট কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (ডাঃব হেম্পেলের মতে) কলোফাইলম ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে বেলেডোনা, নক্সভমিকা, ইগ্নেসিয়া, প্লাটিনা ও সিপিয়া, এই কয়েকটী ঔষধের কোন একটী মনোনীত করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

ক্ষুধা।

শারীরিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ জনিত ক্ষুধামান্দ্য ঘটিলে চায়না ব্যবস্থা করা উচিত।

একাকী অবস্থান, অসময়ে আহার, অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন ও প্রাতে ক্ষুধামান্দ্য হইলে নকসভমিকা দিবে।

গুরুপাক দ্রব্য, মাংস, চর্ব্বি ও তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজন জন্য ক্ষুধা রহিত হইলে পলসেটিলা প্রয়োগ করিবে।

কোষ্ঠবদ্ধ।

মাথাধরা ও মাথাঘোরা, গুটীলা মল নির্গত হইলে এবং ক্ষণেক্ষণে বাহ্যার বেগ হয়, অথচ মল নির্গত হয় না, এরূপ অবস্থায় নকস্‌ভমিকা দিবে।

পুরাতন অবস্থায় ও অর্শের সূচনায় সলফার ব্যবস্থা করিবে।

পেট ফাঁপিলে লাইকোপোডিয়ম দেওয়া কর্ত্তব্য।

সামান্য অবস্থায় দুর্ব্বলতা থাকিলে হাইড্রেষ্টিস্‌ ব্যবহার্য্য এবং ব্রাইওনিয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুর্চ্ছা।

বালকদিগের হইলে বেলেডোনা ও একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায় এবং মুখ স্ফীত ও রক্তবর্ণ হইলে বেলেডোনা।

অপাক জন্য হইলে এবং পেট কামড়ানি ও বেদনা থাকিলে ক্যামোমিলা, ক্রিমি জন্য হইলে সিনা বা ইগ্নেসিয়া দিবে।

খিলধরা থাকিলে কিউপ্রম ও ভেরেট্রম, ভয় জন্য হইলে ওপিয়ম ব্যবস্থা করিবে।

মুখে শীতল জলের ঝাপ্টা ও মাথায় বরফ বা শীতল জল দিবে।

কাশী।

শুষ্ক এবং বিরক্তিজনক কাশী, রাত্রিকালে বৃদ্ধি ও তজ্জন্য মস্তকে বেদনা হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করিবে।

বুকে বেদনা, পার্শ্বদেশ চাপিয়া ধরা, গলা খুস্ খুস্ করিয়া কাশী, কাশীতে কাশীতে বুক ও পার্শ্ব বেদনা, শুষ্ক কাশী থাকিলে ব্রাইওনিয়া দেওয়া উচিত।

রাত্রিকালে অতিশয় বৃদ্ধি, গলা ঘড় ঘড় করা ও বমন হইলে ইপিকাক দেওয়া যায়।

অতি সহজে গয়ের উঠিলে এণ্টিমোনিয়ম-টার্টারিকম দিবে।

বালক ও স্ত্রীলোকদিগের সহজে সাদা গয়ের উঠিলে ও রাত্রিকালে শুষ্ক হইলে পলসেটিলা প্রয়োগ করা উচিত।

দুর্ব্বলতা, হাঁপানির মত রাত্রিকালে শ্বাসকষ্ট ও বুক টেনে ধরা, এই কয়েকটী লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক ব্যবস্থা করিবে।

আহারের পর কাশী বৃদ্ধি হইলে নকসভমিকা প্রয়োগ করিবে।

অতিশয় কাশী ও গলক্ষত থাকিলে, হলুদবর্ণ শ্লেষ্মা উঠিলে মার্কিউরিয়স্ সল দিবে।

বুকে বেদনা ও পুরাতন কাশীতে ফস্ফরাস দেওয়া উচিত।

এই রোগে রাত্রিকালে হিম লাগান কথনই উচিত নহে। ঠাণ্ডা পা ও ভিজা কাপড় পরিধান করিবে না।

ঘুংরি কাশী।

অতিশয় তৃষ্ণা দ্রুত, শ্বাস প্রশ্বাস, অতিশয় তাপ ও শুষ্ক কাশী থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় একোনাইট ও স্পঞ্জিয়া পর্য্যায় ক্রমে দেওয়া উচিত।

অতিশয় শ্লেষ্মা ও ঘড় ঘড় শব্দ ও সহজে উঠিয়া যায়, এরূপ কাশী হইলে হিপার-সলফার দিবে।

উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট ঠন্‌ঠনিয়া কাশী, শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস বন্ধের ভাব থাকিলে স্পঞ্জিয়া বা আইওডিন।

শুষ্ক কাশী, মাথাধরা ও গলক্ষত হইলে বেলডোনা ব্যবস্থা করিবে।

শোথ।

হৃৎপিণ্ডের কোনরূপ পীড়াবশতঃ হইলে ডিজিটেলিস ব্যবস্থা করিবে।

নূতন অবস্থায়, জ্বর থাকিলে একোনাইট, তলপেটে হইলে এপিস্-মেলিফিকা বা আর্শেনিক ; বুকে হইলে আর্শেনিক, আইওনিয়া ও ডিজিটেলস্ ব্যবস্থা করিবে।

মুখে হইলে এপিস্ বা আর্শেনিক ও হস্ত পদে হইলে এপিস্ ও চায়না দেওয়া যায়।

দাহ বা পুড়িয়া যাওয়া।

পুড়িয়া যাওয়া মাত্র ২য় ক্রম ক্যান্থারিস জলে মিশাইয়া নেকড়া করিয়া লাগাইবে। ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয় ও ফোস্কা হয় না।

কখন কখন আর্নিকা অমিশ্র আরক লাগাইবে ও ক্যান্থারিস্ ৬ষ্ঠ খাইতে দিবে। যদ্যপি ঘা হয়, তবে ক্যালেণ্ডিউলা বা আর্টিকাইউরেন্স তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া লাগাতেহই বেহই।

ছেলেদের দাঁত উঠিতে অসুখ।

এই সময়ে বালকেরা অতিশয় খিট্‌খিটে হয় কাঁদিতে থাকে। দাঁত উঠিবার কালে উপরোক্ত লক্ষণের সহিত যদি পেটের ব্যারাম থাকে এবং জলের মত ভেদ হয়, তবে ক্যামোমিলা দিবে।

অনেক সময়ে ভেদ ও বমন হইতে থাকে, ওলাউঠা বলিয়া ভ্রম হয়, নানা রঙ্গের ভেদ হইতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও বিদ্যমান দেখা যায়, এরূপ অবস্থায় ক্যামোমিলায় সুন্দর ফল দৃষ্ট হয়।

ইহার সহিত জ্বর বোধ হইলে একোনাইট ও মুখ রক্তবর্ণ থাকিলে, মূর্চ্ছা হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা।

ক্রিমি জন্য কষ্ট হইলে সিনা এবং দাঁত উঠিতে হাঁটিতে বিলম্ব হইলে কাল-কেরিয়া দিবে।

কর্ণবেদনা।

কর্ণে অতিশয় বেদনা হইলে, ফুলিলে এবং উত্তাপযুক্ত হইলে পলসেটিলা বা মারকিউরিয়স ব্যবস্থা করিবে।

ফুলিয়া প্রদাহযুক্ত হইলে, অর্থাৎ লাল হইলে, ফুলিলে ও উত্তাপযুক্ত, বে-দনা থাকিলে, বেলেডোনা ও একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়

কর্ণ হইতে গাঢ় ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট রক্তমিশ্রিত পূঁয নির্গত হইলে মার্কউরিয়স্ সল্ খাইতে দিবে।

এক ভাগ কার্ব্বলিক অ্যাসিড; একশত ভাগ উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুইবার কর্ণে পিচকারি দিবে। যদ্যপি পূঁয জলবৎ হয়, তবে পল্‌সেটিলা খাইতে দিবে। হলুদ রঙ্গের দুর্গন্ধবিশিষ্ট পূঁয নির্গত হইলে অরম দেওয়া যায়।

মুখ বেদনা ।

মুখ স্ফীত, উত্তপ্ত, রক্তবর্ণ এবং অস্থিরতা থাকিলে একোনাইট খাইতে দিবে।

যদ্যপি অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকে, সময়ে সময়ে বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর্শেনিক দেওয়া যায়।

চক্ষের নীচে ধপ্ ধপানি বেদনা থাকিলে এবং গাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে বেলেডনা ব্যবহার করা যায়।

দুর্ব্বলতা বশতঃ পীড়া উপস্থিত হইলে এবং জীবনীশক্তি হ্রাস বোধ হইলে ও তৎসঙ্গে ক্ষুধামান্দ্য বর্ত্তমান থাকিলে চায়না খাইতে দিবে।

প্রমেহ (গনোরিয়া) ।

রোগের সূত্রপাতাবস্থায় মূত্রনালিতে জ্বালা ও প্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমানে থাকিলে একোনাইট ব্যবহার করিবে।

প্রস্রাব অল্প ফোঁটা ফোঁটা ও শাদা রঙ্গের ধাতুর নির্গত হইলে বা ধাতু নিঃসরণ বন্ধ হইয়া দ্বিতীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে ক্যানাবিস প্রয়োগ করিবে।

বেদনাযুক্ত প্রমেহ, মূত্রাধারের বেদনা এবং রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব থাকিলে ক্যান্থারাইডিজ প্রয়োগ করা যায়।

প্রস্রাব ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে জ্বালা থাকিলে এবং হরিদ্রাবর্ণের ধাতু নির্গম হইলে কোপেবা দিবে।

সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট ধাতুক্ষরণ এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধি ও রক্ত নির্গত হইলে মারকিউরিয়স্ ব্যবহার করিবে।

পুরাতন অবস্থায় সল্ফর ব্যবহার করা উচিত। দীর্ঘকাল যাবত এই পীড়ার চিকিৎসা করিতে হয়।

মাড়ী স্ফীত ।

মাড়ীতে উত্তাপ, রক্তবর্ণ ও জ্বরবোধ থাকিলে বেলেডনা দেওয়া যায়। ইহার সহিত একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

মাড়ী ফুলা, শক্ত ও বেদনাযুক্ত হইলে মারকিউরিয়স্ খাইতে দিবে।

ধপ্‌ধপানী বেদনা ও পুঁয হইবার উপক্রম হইলে হিপার-সল্‌ফর দেওয়া উচিত।

এই পীড়ায় পুঁয হইলে সাইলিসিয়া ব্যবহার করিবে।

দন্তশূল।

জ্বালা ও ধপধপানি বেদনা উপস্থিত হইলে, একোনাইট কিম্বা বেলেডনা দেওয়া কর্ত্তব্য।

মাড়ী ফুলিয়া অতিশয় লালা নির্গত হইলে, অথবা দন্ত নষ্ট হইলে ও চর্ব্বণ কালে বেদনা বোধ হইলে ক্রিয়াজোট ব্যবস্থা করিবে। দন্তক্ষয় হইলে এই ঔষধ তুলা ভিজাইয়া দন্তের গোড়ায় প্রয়োগ করিবে।

রাত্রিকালে বৃদ্ধি ও স্পর্শ অসহ্য হইলে ব্রাইওনিয়া ও মারকিউরিয়স ভাই-ভস সেবনে উপকার দর্শে।

বালক এবং স্ত্রীলোকের শূলবেদনাবৎ ও মুখস্ফীত হইলে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিবে; স্নায়বীয় উত্তেজনায় ও ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে কফিয়া প্রদানে আরোগ্য হয়।

ক্ষত বা ঘা।

ক্ষতস্থানের চতুর্দ্দিকে লাল ও বেদনাযুক্ত হইলে বেলেডনা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পুরাতন ও সামান্য অবস্থায় সাইলিসিয়া খাইলে ভাল হয়।

পায়ে অতিশয় গভীর ক্ষত ও চারিধার উচ্চ হইলে কালিবাইক্রমিকম্‌ দেওয়া যায়। এই ঔষধ ১ গ্রেণ, চারি ঔন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া ফেলিবে।

ঘা স্ফীত হইলে এবং জ্বালা ও পুঁয নির্গত হইলে কিম্বা দুর্গন্ধযুক্ত পচা ঘা হইলে আর্সেনিক ব্যবস্থা করিবে।

শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য হিপার-সলফর, ক্যালকেরিয়া কিম্বা সল্‌ফর ব্যবহার করিবে।

মুখ, চক্ষু ও অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ঘা হইলে হাইড্রোষ্টিস সেবন ও বাহ্যিক প্রয়োগ করিবে।

ক্ষতস্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। ৪০ ফোঁটা ক্যালেণ্ডিউলা অমিশ্র আরক অর্দ্ধপোয়া জলে মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইবে।

আঙ্গুল হাঁড়া।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ অতিশয় বেদনাযুক্ত, উত্তাপ, স্ফীত, দপদপানি ও লাল বর্ণ হইলে বেলেডনা এবং পুয হইলে ও যন্ত্রণা থাকিলে মার্কিউরিস্-সল্ ও বেলেডনা দিবে। পুয গাঢ় হইলে হিপার-সল্ফার দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় অস্ত্র করিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

আঘাত।

আঘাত লাগিয়া চর্ম্ম উঠিয়া ও মাংস থেঁতালিয়া গেলে ক্যালেণ্ডিউলা অমিশ্র আরকে ন্যাকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিবে। গভীর ভাবে কাটিয়া ও ফুঁড়িয়া গেলে লিডম ঐ নিয়মে বাহ্যিক প্রয়োগ করিবে।

ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত হইলে টিঃ আর্ণিকা বাহ্যিক ও আর্ণিকা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা উচিত।

সন্ধিচ্যুৎ হইলে এবং রক্তস্রাব নিবারণ করিতে হইলে টিঞ্চার হ্যামো-মিলিস ও টিঞ্চার আর্ণিকা বাহ্যিক ও আর্ণিকা আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আরোগ্য হয়।

আঘাত স্থান ধৌত করিয়া রক্ত বন্ধ করণার্থে শিরা বাঁধিয়া দিবে।

গলক্ষত।

গলার ভিতর রক্তবর্ণ, শুষ্ক বোধ ও গলাধঃকরণে বেদনা বোধ হইলে বেলেডনা দেওয়া যায়।

যদ্যপি ঘা হইয়া যায় এবং ফুলিয়া উঠে, তবে মার্কিউরিয়স্ ও বেলেডনা পর্য্যায়ক্রমে দিবে। ল্যাকেসিসও ইহার পক্ষে উত্তম।

অনিদ্রা।

বেদনার কারণ ঘুম না হইলে একোনাইট, কফিয়া, হাইওসায়েমস ও বেলেডনা সেবন করাইবে।

মানসিক শোক ও উত্তেজনা জন্য অনিদ্রায় ইগ্নেসিয়া প্রয়োগ করিবে।

সামান্য অনিদ্রা বশতঃ অসুখে টিঞ্চার জেল্সিমিয়ম্ ১।২ ফোঁটা সেবনে সুনিদ্রা হয়।

বাত।

প্রখর বাত ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করিবে।

পেশীতে বেদনা ও নড়িতে চড়িতে বেদনা বৃদ্ধি হইলে, ঠাণ্ডা ও হিম লাগিয়া বাত হইলে ব্রাইওনিয়া প্রদান করিবে।

পেশীতে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঁইটে বেদনা হইলে, জলে ভিজিয়া বাত হইলে এবং চলিয়া বেড়াইতে বেদনার উপশম বোধ হইলে রসটক্স প্রয়োগে উপকার দর্শে।

প্রখর বেদনা কমিয়া গেলে সলফর প্রয়োগে উপকার হয়।

প্রস্রাবের দোষ থাকিলে কল্‌চিকম্ প্রয়োগ করিবে।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া জন্মিলে ডিজিটেলিস প্রয়োগ করা যায়।

পেশীতে বেদনা।

পেশীতে বাতের ন্যায় বেদনা ও অবশ বোধ হইলে ভেরেট্রম-ভিরিড সেবনে উপকার দর্শে।

অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম জন্য বেদনা হইলে আর্ণিকা ব্যবহার করিবে।

প্রদাহযুক্ত অবস্থায় রসটক্স ব্যবস্থা করা উচিত। সিমিসিফুগা এই পীড়ায় উত্তম ঔষধ।

গলক্ষত।

কম্পসহ পক্ষাঘাত হইলে মার্কিউরিয়স্-সল্ ও রসটক্স পর্য্যায়ক্রমে সেবন করাইবে।

মুখের অবশে কষ্টিকম, একোনাইট ও ইগ্নেসিয়া প্রদান করিবে।

মুর্দ্ধস্থানে পক্ষাঘাত হইলে কস্ফরস্ ও কোনায়াম বা বেরাইটা-কার্ব্ব ব্যবস্থেয়।

বালকদিগের হইলে জেল্সিমিয়ম, বেলেডনা ও সিকেলি ব্যবস্থা করা যায়।

কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইলে ফস্ফরস্ ও ষ্টীকনিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাতজনিত পক্ষাঘাত হইলে রসটক্স ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ক্ষয়কাশী।

ক্ষয়কাশী হইবার সম্ভাবনা হইলে ক্যাল্কেরিয়া, সল্ফর এবং কর্ডলিবর অয়েল ব্যবহার করিলে পীড়া প্রবল হইতে পারে না। কর্ডলিবর অয়েল ২ ড্রমি পরিমাণে দিবসে দুই বার দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্ত উঠিতে আরম্ভ হইলে হ্যামেমিলিস, ইপিকাক ও আর্ণিকা ব্যবস্থা করিবে।

অপাক জন্য, ঠাণ্ডা লাগিয়া কষ্টবোধ, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ হইলে ক্যাল্কেরিয়া প্রয়োগ করিবে।

অত্যন্ত শুষ্ক কাশী, হলুদ বর্ণের দুর্গন্ধবিশিষ্ট গয়ের, শ্বাসকষ্ট, পেটের পীড়া বলক্ষয়কারী অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে, ফস্ফরস প্রদান করিলে উপকার পাওয়া যায়।

রক্তহীনতা, উদরাময়, অতিশয় ক্ষীণ ও পা ফুলিলে ফেরম দেওয়া কর্ত্তব্য।

কাশী রাত্রিকালে বেশী হইলে ও শয়নকালে উপশম বোধ হইলে হাইওসায়েমস দেওয়া যায়।

মাথা ও বুক ছিড়িয়া পড়ে, এরূপ বেগে কাশী হইলে, পার্শ্ববেদনা ও নিশ্বাস রোধের ভাব থাকিলে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করিবে।

বুক চাপিয়া ধরা, কাটিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা ও বলক্ষয়কারী উদরাময়

থাকিলে আর্শেনিক দিবে। এই সকল চিকিৎসার মধ্যে মধ্যে একোনাইট প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ ইহাতে প্রদাহ ও রক্তাধিক্য নিবারণ করে।

পুয নির্গত এবং বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম হইলে, পেটফাঁপা ও অজীর্ণ দোষ থাকিলে লাইকোপোডিয়ম দিবে।

উত্তম দুগ্ধ ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য, যাহা সহজে পরিপাক হয়, এরূপ পথ্য প্রদান করা উচিত। গরম কাপড় ফ্ল্যানেল প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। হাত পা বেশী গরম রাখা উচিত। অতিশয় দুর্ব্বল না হইলে জ্বর না থাকিলে স্নান নিষিদ্ধ নহে। অল্প অল্প ব্যায়াম ও শুষ্ক বায়ুযুক্ত গৃহে বাস করা উচিত।

দাদ।

রসটক্স ও সল্‌ফর সেবনে প্রায় আরোগ্য হইতে দেখা যায়। সল্‌ফিউরস্ এসিড ২ ড্রাম ও গ্লিসিরন ১৷৹ ঔন্স মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়। অনেকে সিপিয়াও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ধনুষ্টঙ্কার।

ক্রিমি জন্ত ধনুষ্টঙ্কার হইলে ইগ্নেসিয়া বা সিনা প্রয়োগে উপকার হয়।

ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে একোনাইট খাইতে দিবে।

অধিক রক্তস্রাব বশতঃ হইলে হ্যামোমিলিস ব্যবহার করিবে। ক্যামো-মিলা ও কোনায়াম ইহার পক্ষে সুন্দর ফলদায়ক।

আঘাত জন্ত এই রোগ উপস্থিত হইলে নক্সভমিকা, ষ্ট্রীকনিয়া, একোনাইট, বেলেডনা ও হাইড্রোসায়েনিক এসিড অবস্থানুসারে প্রয়োগে আরোগ্য হয়।

এই পীড়ায় শীঘ্রই জীবন নাশের সম্ভাবনা, অতএব প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

মূর্চ্ছাগত বায়ু বা হিষ্টিরিয়া।

অজ্ঞান হইয়া পড়ার ভার, মাথাধরা, বুক চাপিয়া ধরা, অত্যন্ত টাণ্ডা বোধ হইলে মস্কস ও ইগ্নেসিয়া ব্যবহৃত হয়।

হিষ্টিরিয়া রোগে যদ্যপি ঋতুর দোষ থাকে, তাহা হইলে পল্‌সেটিলা ও নক্সমস্কেটা প্রয়োগ করিবে।

মুখ রক্তবর্ণ থাকিলে বেলেডনা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

স্নায়বীয় উত্তেজনায় হাইওসায়েমস প্রয়োগ বিধেয়।

পেট বেদনা বা পেট ফাঁপা থাকিলে ককিউলস ও এসাফেটিডা প্রয়োগ করিবে।

পাণ্ডুরোগ বা ন্যাবা।

প্রদাহযুক্ত পাণ্ডু ও যকৃতে বেদনা থাকিলে একোনাইট প্রদান করিবে।

সকল প্রকার পাণ্ডুরোগেই মারকিউরিয়স্‌ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মদ্যপান জন্য, কোষ্টবদ্ধ ও যকৃতে বেদনা থাকিলে নক্সভমিকা প্রয়োগ করিবে।

পুরাতন হইলে কস্করস্‌, চায়না ও সলফর ব্যবহৃত হয়।

চেলিডোনিয়ম ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

হিক্কা।

অতিশয় মদ্যপায়ীর সামান্য হিক্কা হইলে কিম্বা আহারের অনিয়ম বশতঃ উক্ত পীড়া হইলে নক্সভমিকা প্রয়োগ করিবে।

প্রবল হিক্কা ও মস্তিষ্কের অবস্থা মন্দ হইলে বেলেডনা ও হাইওসায়েমস দেওয়া যায়।

উচ্চ শব্দযুক্ত হিক্কায় সাইকিউটা প্রয়োগ করিবে।

নড়িতে চড়িতে হইলে কার্ব্বভেজিটেবিলিস। জলপান ও তামাক খাইলে ও পুনঃ পুনঃ হিক্কা হইয়া নিশ্বাস বন্ধের ভার হইলে পল্‌সেটিলা ব্যবস্থেয়।

আহারের পর হিক্কা হইয়া পেটবেদনা উপস্থিত হইলে ফস্করস দেওয়া উচিত।

ক্রিমি জন্য অনুভূত হইলে সিনা ব্যবস্থা করিবে। একোনাইট, ইগ্নেসিয়া ও সল্‌ফর অবস্থা মত সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বরফ ও শীতল জল খাইতে দিলে অনেক সময় হিক্কা নিবারণ হইয়া থাকে।

বুকজ্বালা।

এই পীড়াতে নক্সভমিকা দিবসে ৩।৪ বার দিলে বুকজ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে।

সলফর, পল্‌সেটিলা,বিস্‌মথ ও ক্যাপ্‌সিকম, অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

রক্তস্রাব।

মূত্রস্থলী বা মূত্রগ্রন্থি হইতে রক্ত নির্গত হইলে ক্যান্থারিজ, টেরিবিন্থিনা হ্যামোমিলিস অমিশ্র আরক দেওয়া যায়।

অন্ত্র হইতে অর্থাৎ বাহ্যের সঙ্গে বা গুহ্যদ্বার দিয়া শুদ্ধ রক্ত নির্গত হইলে টেরিবিন্থিনা, হ্যামোমিলিস, ইপিকাক ও আর্শেনিক দেওয়ায় উপকার হয়।

অর্শ।

একাকী বাস জন্ত হইলে নক্সভমিকা ও সলফর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত; কেননা এই দুইটী অর্শের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কোষ্টবদ্ধও বেদনা থাকিলে ইস্কিউলস ও নক্সভমিকা দেওয়া উচিত।

রক্তস্রাবযুক্ত অর্শে হ্যামোমিলিস প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

পুরাতন অর্শে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে আর্শেনিক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অর্শে পুয হইলে মারকিউরিয়স খাইতে দিবে।

রক্তবমন।

যদ্যপি রক্ত কালবর্ণ অর্থাৎ শিরা হইতে নির্গত হয়, তাহাহইলে হ্যামোমিলিস দেওয়া কর্ত্তব্য।

বুকে বেদনা থাকিলে ও দুর্ব্বলতা বশতঃ হইলে ফস্ফরস্‌ ও ইপিকাক ব্যবহৃত হয়।

আঘাত লাগিয়া রক্ত বমন হইলে আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপ-

কার দর্শে। চিৎকার করিয়া কথা কহা বা গান করা উচিত নহে। পুষ্টিকারক, অথচ সহজে পরিপাক হয়, এরূপ পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

চুল উঠিয়া যাওয়া।

এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, ক্যাল্‌কেরিয়া, গ্র্যাফাইটিস্, হিপার সল্‌ফর ও সাইলিসিয়া, এই কয়েকটী ঔষধ এই রোগে ব্যবহৃত হয়।

বিকার জ্বর (টাইফয়েড ফিবার)

রোগের প্রারম্ভাবস্থায় টিঞ্চার ব্যাপ্‌টিসিয়া সেবনে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

বেশীপ্রকাশ হইলে ও উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে ইপিকাক ও আর্শেনিক পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রয়োগ করা উচিত।

অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ হইলে, ভেরেট্রম সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে রসটক্স, মিউরিয়েটিক এসিড বা আর্শেনিক ব্যবস্থা করিবে।

পেটহইতে রক্তস্রাব হইলে টেরিবিন্থিনা বা নাইট্রিক এঃ প্রয়োগ করিবে। ফুস্ফুসের পীড়ায় অর্থাৎ কাশী, বুকে বেদনা প্রভৃতি অবস্থায় ফস্ফরস্ ও ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপকারী।

মাথাঘোরা, চক্ষু রক্তবর্ণ, মাথাধরা প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে হাইওসায়েমস, বেলেডনা বা ওপিয়ম ব্যবস্থা করিবে।

টাইফস জ্বর।

ইহাও বিকার জ্বর ; ইহাতে পেটের পীড়া থাকে না, মস্তিকের অবস্থা প্রায়ই মন্দ থাকে, শারীরিক শক্তি হ্রাস হয়। অধিকাংশ অবস্থাতেই এই ঔষধগুলি ব্যবহৃত হয়,—একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, ব্যাপ্‌টিসিয়া, জেল্‌সিমিয়ম, রসটক্স ও আর্শেনিক সেবনে উপকার হয়।

অতিশয় দুর্ব্বল হইলে ফস্ফরিক এসিড ও আর্শেনিক ব্যবস্থা করিবে।

ফুস্ফুসের পীড়ায় কাশী ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকিলে কর্ত্তব্য।

নাড়ী পাওয়া যায় না, এরূপ অবস্থায় কার্ব্বভেজিটেবিলিস।

মস্তিকের পীড়ায় টাইফয়েড জ্বরের স্থায় হাইওসায়েমস, বেলেডনা ও ওপিয়ম ব্যবস্থা করিবে। টাইফস জ্বরে রসটক্স ও ব্রাইওনিয়া উত্তম ঔষধ।

জ্বরসত্বে জলসাগু, পেটের পীড়া না থাকিলে দুগ্ধ ও মাংসের যুস পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

বসন্ত।

প্রথম অবস্থায় জ্বর থাকিলে এবং কম্প, উত্তাপ, চর্ম্ম শুষ্ক, নাড়ী দ্রুতগামী হইলে ও গাত্রবেদনা থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করিবে।

গুটী বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত বেলেডনা দেওয়া যায়, কিন্তু জ্বরের সর্ব্বাবস্থায় একোনাইট প্রয়োগ করা যায়।

এন্টিমনিয়ম টার্টারিকম বসন্তরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; বসন্ত হওয়া স্থির হইলে এবং গাত্রসন্তাপ, জ্বর, বমনোদ্বেগ বা বমন হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

যখন গুটিকা উৎপন্ন হইয়া পূয উৎপন্ন হয়, তখন মারকিউরিয়স্-সল ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্কের অবস্থা মন্দ হইলে ও চক্ষে আলোক অসহ্য বোধ হইলে বেলেডনা ব্যবস্থা করিবে।

অনিদ্রা ও অস্থিরতা বর্ত্তমানে কফিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

মুখমণ্ডল স্ফীত হইলে এপিস দেওয়া যায়। যদ্যপি হঠাৎ গুটিকা বসিয়া যায়, অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া পড়ে, উদরাময় থাকে, চর্ম্ম শীতল বোধ হয়, তবে ক্যাম্ফর ২।৩ ফোঁটা ১০।১৫ মিনিট অন্তর বার বার সেবন করিতে দিবে, যতক্ষণ চর্ম্ম উষ্ণ ও গুটিকা বাহির না হয়, ততক্ষণ এইরূপ করিবে।

যখন পীড়া অনিয়মিত হইয়া পড়ে, গুটিকা বসিয়া যাওয়ার মত বোধ হয়, ভিতরে রসিকা স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ বা হলুদ না হইয়া সবুজ, লাল বা কাল রং হয়, এবং পচিতে আরম্ভ হয়, তখন আর্শেনিক না দিয়া সলফর দেওয়া উচিত।

যদ্যপি সল্ফরে কাজ না হয়, তাহা হইলে কার্ব্বভেজিটেবিলিস, নাইট্রিক এসিড বা আর্শেনিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

রোগীর গৃহে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক। বিছানা ও পরিচ্ছদ পরিষ্কৃত রাখা উচিত। জ্বরকালে জলসাগু, বার্লি এরারুট প্রভৃতি দেওয়া যায়, অন্য সময়ে দুগ্ধ, মাসের যূষ, ডিম্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ফুস্ফুস্ প্রদাহ (নিউমোনিয়া)

প্রথমাবস্থায় যখন জ্বর থাকে, বুকে ও পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে ভারিবোধ এরূপ বেদনা, বুকের উপরে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিলে পূর্ণ ধপ্ ধপ্ শব্দ ও ক্রেপিটেশন শুনিতে পাওয়া যায়, তখন একোনাইট ও ফস্ফরস্ পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে ফুস্ফুস্‌াবরক প্রদাহ থাকিলে ব্রাইওনিয়া পর্য্যায়-ক্রমে প্রদানে উপকার দর্শে।

বায়ুনালীর অবস্থা মন্দ হইলে অর্থাৎ কাশী থাকিলে এন্টিমোনিয়ম টার্টারিকম ও ফস্ফরস্ পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

বৃদ্ধ লোকদের ও দুর্ব্বলাবস্থায় আর্শেনিক বা নাইট্রিক এসিড প্রদানে উপকার হয়। অধিক দিনের হইলে সল্ফর ব্যবস্থা করিবে।

পচন আরম্ভ হইলে কার্ব্বভেজিটেবিলিস, আর্শেনিক ও ল্যাকেসিস প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বক্ষঃস্থলে গমের ভূষির বা মসিনার বড় পুল্‌টিস বা স্পঞ্জিওপাইলিন বাঁধিয়া দিলে উপকার হয়। ডাক্তার সাল্‌জারের মতে ব্রাইওনিয়া ও ফস্ফরস্ এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ। দুগ্ধ ও পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক, এরূপ দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত।

খোস ও পাঁচড়া।

সল্ফর দিবসে দুইবার খাইতে দিলে খোস বা পাঁচড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। খোস সাবান ও গরম জলে ধুইয়া ফেলিবে, ঘা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত, কেননা পাঁচড়ার রস যেখানে পড়িবে, সেই স্থানে ঘা হইতে পারে।

চক্ষের প্রদাহ।

সর্দ্দির কারণ চক্ষে প্রদাহ হইলে একোনাইট ও বেলেডনা পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ঘা হইলে হিপার-সলফর বা নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গরমীর পীড়া জন্য হইলে নাইট্রিক এসিড, মারকিউরিয়স্ ও অরম প্রয়োগ করিবে।

চক্ষু অত্যন্ত ফোলা ও জলপড়া থাকিলে ইউক্রেসিয়া দেওয়া যায়।

সর্পাঘাত।

এমোনিয়া খাওয়াইলে ও ঘা মুখে প্রদান করিলে অনেক উপকার হইতে পারে।

শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আর্শেনিক শীঘ্র শীঘ্র খাইতে দিবে।

দষ্টস্থানের উপরে ও নীচে বাঁধিয়া রক্ত চলাচল বন্ধ করিবে, কেননা রক্তের সহিত বিষ উপরে উঠিয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিবে।

কামড়াইবা মাত্র দষ্ট স্থান পুড়াইয়া দিলেও উপকার হয়।

উপদংশ বা গরমী।

নূতন প্রাইমারী উপদংশে মারকিরিউরিয়স্-সল্ বিশেষ উপকারী।

জ্বরসহে একোনাইট প্রয়োগ করিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় মারকিউরিয়স্‌বিন আইওডাইও দেওয়া যায়।

অতিশয় পারা ব্যবহার জন্ম হইলে নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করা উচিত।

অতিশয় পারা ব্যবহার জন্ম বইলে নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করা উচিত।

অন্যান্য অবস্থায় কালিবাইক্রমিকম্, কালিহাইড্রো আয়োডিকম্, আর্শেনিক।

প্রাইমারী পীড়া অতিশয় মন্দ হইলে আর্শেনিক প্রদান করা যায়।

বাগী হইলে মারকিউরিয়স্-সল্ ও হিপার সল্‌ফর অতিশয় উপকারী।

হুপিং কাশী।

এই পীড়াতে সর্ব্বদা তিনটী অবস্থা দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ ঠাণ্ডা লাগা; দ্বিতীয়তঃ বার বার কাশী ও নিশ্বাস রুদ্ধের ভাব এবং হুপিং শব্দ বিশিষ্ট কাশী তৃতীয়তঃ হুপিং থামিয়া গিয়া অতিশয় গয়ের উঠা।

প্রথমাবস্থায় যদি শুষ্ক কাশী হয়, তবে বেলেডনা, যদ্যপি ঘড় ঘড় করে, তাহা হইলে হিপার-সলফর ব্যবস্থা করা উচিত।

দ্বিতীয়াবস্থায় হাঁপানির মত ও বমন হইলে ইপিকাক, স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মা অধিক হইলে ড্রসিরা প্রয়োগ করিবে।

তৃতীয়াবস্থায় অধিক শ্লেষ্মা উঠিলে পলসেটীলা দিবে। ক্রুপের মত কাশী, ছট্ ফটানি, সর্ব্বশরীর কম্প এবং ফুস্‌ফুসের বায়ুনালী বন্ধ হইয়া শ্বাসরুদ্ধ বশতঃ হঠাৎ মৃত্যু সম্ভাবনা হইলে কিউপ্রম দেওয়া যায়। হঠাৎ অতিশয় বিরক্তি-জনক কাশী হইলে বেলেডনা ব্যবহার্য্য।

পিত্তাধিক্য মাথা ধরা।

বমনোদ্বেগ, পিত্ত ও অম্ল বমন, তিক্তস্বাদ, অতিশয় তৃষ্ণা ক্ষুধামান্দ্য, মাথা ধরা জিহ্বা কাটা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মার্কিউরিয়স ও নক্সভমিকা ২ ঘণ্টান্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। আহারের অনিয়মে হইলে পলসেটিলা দেওয়া কর্ত্তব্য।

মাথা ধরা।

পিত্তজন্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, স্নায়ুর উত্তেজনা ও সর্দ্দি বসিয়া গিয়া যদ্যপি মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা থাকে, ভারি বোধ হয় এবং নাসিকা বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে নক্সভমিকা দেওয়া যায়।

যদ্যপি কর্ত্তনবৎ বা বিদ্ধ করণের ন্যায় প্রখর বেদনা থাকে, গাঢ় সর্দ্দি নির্গত হয়, কিম্বা একদিগে হয়, তাহা হইলে ব্রাইওনিয়া প্রদান করিবে।

গা বমি বমি থাকিলে ইপিকাক দেওয়া উচিত।

স্ত্রীলোকের ও ঠাণ্ডা জন্য হইলে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিবে।

যদ্যপি সর্দ্দি এককালে বসিয়া যায়, পরে মাথা ধরে, তাহা হইলে প্রথমে একোনাইট পরে বেলেডনা ব্যবস্থায় বিশেষ উপকার হয়।

মস্তকে রক্তাধিক্য, কর্ণের সম্মুখে ধপধপানি ও রৌদ্র লাগিয়া হইলে বেলেডনা দেওয়া উচিত।

সর্দ্দি জন্য হইলে মারকিউরিয়স প্রয়োগ করিবে।

স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ হইলে ইগ্নেসিয়া ও কফিয়া দেওয়া উচিত। জেলসিমিয়ম ও সাইলিসিয়াও কখন কখন ব্যবহৃত হয়।

নারাঙ্গা।

কোন স্থান অতিশয় স্ফীত হইলে, জ্বালাবৎ উত্তাপ, মাথাধরা ও অস্থিরতা থাকিলে বেলেডনা দিবে।

যদ্যপি জ্বর থাকে, চর্ম্ম শুষ্ক, উত্তাপযুক্ত ও তৃষ্ণা থাকিলে রসটক্স ও একোনাইট দেওয়া যায়। এপিস এই রোগের এক উত্তম ঔষধ।

তৃতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।

সহজ ডাক্তারী শিক্ষা

চতুর্থ ভাগ!

হাকিমী, মুষ্টিযোগ এবং অবধৌত

মতের চিকিৎসা।

হাকিমী, মুষ্টিযোগ এবং অবধৌতিক এই ত্রিবিধ চিকিৎসাই চতুর্থভাগে সন্নিবেশিত করা হইল। হাকিমী ও মুষ্টিযোগ চিকিৎসার ওজন প্রণালী ভিন্ন প্রকার, সুতরাং তাহা অনেক পাঠকের অসুবিধা-জনক, এই জন্য হাকিমী ওজনের মাষা ও দুরূহ শব্দ (অর্থাৎ হাকিমী ঔষধের তদ্দেশীয় নাম) এবং মুষ্টিযোগের ওজন পল পরিত্যাগ করিয়া তোলা ও আনার ওজন ব্যবস্থাকরিলাম, ইহাতে সাধারণের সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা ঘটিবে না।

ইহাতে যে সকল ঔষধ লিখিত হইল, তাহা সকল দেশে এবং সকল সময়েই পাওয়া যায়। অনেকে ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য ব্যতীত এই মতের চিকিৎসায় সফল কাম হইতে পারিবেন।

ইহাতে যে সকল ঔষধের মাত্রা লিখিত হইল, তাহা পূর্ণ বয়স্কদিগের; সুতরাং দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতি বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধের মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করাইবেন। কোন ঔষধ ৪।৫ দিবস সেবন করাইয়া বিশেষ ফল না পাইলে কিছু দীর্ঘকাল সেবন করান কর্ত্তব্য।

ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে ক্বাথ্যদ্রব্য সমুদয়ে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইতে হয়।

পুটপাক প্রস্তুত করিতে হইলে পুটপাকের লেপ দুই অঙ্গুলি পুরু হওয়া

আবশ্যক এবং লেপ জলন্ত অঙ্গার সদৃশ হইলেই পুটপাক সম্পন্ন হয়। লেপ দিবার পূর্ব্বে ঔষধীয় দ্রব্য সকল গাম্ভারী, বট বা জামের পত্রদ্বারা উত্তমরূপ বেষ্টন করিয়া দেওয়া উচিত।

জ্বর চিকিৎসা।

পটোলপত্র, হরীতকী, চিরতা, বাকসপত্র ও গুলঞ্চ ; ইহাদিগকে ক্কাথ পান করিলে কফজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধনে ও পটোলপত্রের রস সেবন করিলেপিত্তজ্বরের বিশেষ উপকার হয়।

ক্ষেৎপাপড়া ও শেফালিকা পত্রের রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

কেবল মাত্র শেফালিকা পত্রের রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

গুলঞ্চ ১ তোলা, ক্ষেৎপাপড়া ১ তোলা ও শেফালিকা পত্র ১ তোলা একত্রে কুটীয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ নিঙ্গড়াইয়া রস বাহির করিবে, পরে ঐ রসে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিলে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

চিরতা, গুলঞ্চ ও পিপুল, ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ রোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

ক্ষেৎপাপড়ার রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবন করিলে বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়।

তুলসীপত্রের রস কিম্বা দ্রোণপুষ্পের রস ২ তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মরিচ চূর্ণের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কালতুলসীর পাতা ও গোলমরিচ, প্রত্যেকে সমানাংশ গ্রহণ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রাতে গোমূত্র অনুপানে সেবন করিলে প্লীহাসংযুক্ত জ্বর আরোগ্য হয়।

কণ্টকারী, তেউড়ি, কেশুরিয়া, ক্ষেৎপাপড়া ও মুথা ; ইহাদের কাথ পান করিলে বিষমজ্বর নিবারণ এবং দাস্ত পরিষ্কার হয়।

ক্ষেৎপাপড়া, পাথরকুচি (বালা), রক্তচন্দন ও শুঁঠ, ইহাদিগের কাথ সেবন করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধনিয়া ভিজান জল বাসি করিয়া চিনি সহযোগে পান করিলে- আভ্যন্তরিক দাহ অতি সত্বর প্রশমিত হয়। কুট্টিত ধনে ২ তোলা, জল অৰ্দ্ধপোয়া

ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ ও আমলকীর কাথ সেবন করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

পিত্তজ্বরে যে ব্যক্তি তৃষ্ণা ও দাহে অত্যন্ত কাতরহয়, তাহার শিরঃপ্রদেশে ভুমিকুষ্মাণ্ড (ভূইকুমড়া), দাড়িমের খোসা, লোধকাষ্ঠ, কৎবেল ও ছোলঙ্গলেবুর কেশর সমভাগে লইয়া একত্র উত্তমরূপে পেষণ করতঃ প্রলেপ দিবে। ইহা জীর্ণজ্বরেই ব্যবহার হইয়া থাকে। কারণ তরুণজ্বরে তাদৃশ শীতল ক্রিয়া করায় পক্ষে সুশ্রুতে নিষেধ আছে।

পিত্তজ্বরে রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া নাভিদেশে তামা বা কাঁসা প্রভৃতির গভীর পাত্রে সুশীতল জল উপযুক্ত পরিমাণে ঢালিলে, আশু দাহ নিবারিত হয়। কিন্তু জল ঢালার কালে যাহাতে রোগীর গাত্রে জলকণিকা না লাগে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

পিত্তজ্বরে কাঞ্জিক দ্বারা বস্ত্র আর্দ্র করিয়া শরীর অবগুণ্ঠন করিলে দাহ নিবৃত্তি হয়।

মুথা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, পরষুষা ফল, এই সকলের কাথ সেবন করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

কুড়, ইন্দ্রযব, সূচীমুখী ও পটোলপত্র, ইহাদিগের কাথ সেবন করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

আকনাদির কাঁচালতার বালা প্রস্তুত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু প্লীহা থাকিলে অব্যবহার্য্য।

আপাঙ্গের মূলের রসের নস্য অথবা অপরাজিতা পাতার রসের নস্য ২।৩ দিন গ্রহণ করিলে পালাজ্বর দূরীভূত হয়।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র বাকসপত্র, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও বচ এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবনে কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

পিপুলের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা ও হিক্কা নিবারিত হয়। অপর এই ঔষধ বালকের পক্ষেও প্রশস্ত; কিন্তু মাত্রা খুব অল্প হওয়া আবশ্যক।

কন্টকারী, বেড়েলা, রাস্না, বরলালতা, গুলঞ্চ ও শ্যামালতা, এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মুথা, শুঁঠ ও চিরতা, ইহাদের প্রত্যেক বস্তু দুই তোলা মাত্রায় লইয়া ক্কাথ করিলে ঐ ক্কাথ কফ, বাত ও আমপ্রশমক পাচন এবং জ্বরবিনাশক।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্কী, পটোলপত্র নিম্ছাল, বাকসপত্র, চিরতা, গুলঞ্চ ও দুরালভা, ইহাদের ক্কাথ ত্রিদোষ-নাশক।

জ্বরে ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে, সেই ঘর্ম্ম রোধার্থ কুলত্থকলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ রোগীর অঙ্গে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্কী, ইহাদিগের ক্কাথ সন্ততজ্বরনাশক।

চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ, ইহাদিগের ক্কাথ তৃতীয়জ্বরনাশক।

অর্দ্ধতোলা পিপুলের সহিত অর্দ্ধতোলা পুরাতন গুড় সেবন করিলে কাস, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, কৃমি, অজীর্ণ ও জ্বর প্রভৃতি নষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে রসোনের কল্ক প্রতি দিবস প্রাতে দুই আনা কিম্বা চারিআনা গব্যঘৃতের সহিত সেবনকরিলেও পূর্ব্বরূপ উপকার দর্শিয়া থাকে।

বকপাতার সরস দ্বারা নস্য করিলে চতুর্থক জ্বর নিবৃত্ত হয়।

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, চিরতা ও নিম্ছাল, এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, বাসকপত্র ও ধনে, এই সকলের ক্কাথ সেবন করিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিম্ছাল, কিসমিস, সোঁদাল ও বাসকমূলের ছাল, ইহাদিগের ক্কাথে মধু একসিকি ও চিনি একসিকি প্রক্ষেপ করিয়া সেবন করিলে ঐ কাহিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

অতীসার চিকিৎসা।

আম, জাম ও আমলকীপাতার রস দুই তোলা কিঞ্চিৎ মধু সহযোগে সেবন করিলে অতি প্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

বাবলাপত্রের রস অথবা সোণাছাল ও কুটজের ছালের রস দুই তোলা করিলে অতীসার রোগ বিনষ্ট হয়।

বালা, ইন্দ্রযব, ধনে, মুথা ও মোচরস, এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন পরিমাণে সেবন করিলে অতিসার রোগ বিনষ্ট হয়।

বেলশুঁঠ, কুটছাল, মুথা ও আতিস, ইহাদিগের কাথ সেবনে প্রবল রক্তাতিসার দূরীভূত হয়।

শুঁঠ, আতিস ও মুথা, ইহাদিগের কাথ অতীসার ও বেদনানাশক, আমপাচক ও অগ্ন্যূদ্দীপক।

আকনদ, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুঁঠ, ইহাদিগের কাথ বেদনা সহ আমাতীসার বিনাশক।

বিংশতিটী মুথা কুট্টিত করিয়া দেড় পোয়া জল ও অর্দ্ধ পোয়া ছাগদুগ্ধ সহ পাক করিবে। অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপুত করিয়া ঐ কাথ আমাতীসারীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাদ্বারা অতীসার জনিত বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

কাঁচড়া, আম, দাড়িম, এই সকলের পাতা, বেলশুঁঠ, বালা, মুথা, শুঁঠ, ইহাদিগের কাথ সেবন করিলে অতি প্রবল রক্তাতীসার নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

কেবলমাত্র ইন্দ্রযবের কাথ সেবনে পিত্তাতীসার নিবারিত হয়।

মউরাফুল, কট্‌ফল ও দাড়িমের খোসার চূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা অথবা উহা হইতে অধিক মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু ও তণ্ডুল জলের সহিত সেবনে অতীসার বিশেষতঃ পিত্তাতীসার বিনষ্ট হয়।

কুটজের ছাল, আতিস, মুথা ও হরিদ্রা, ইহাদিগের কাথ রক্তাতীসার নিবারক।

বেলশুঁঠ ও আম্রাস্থির [আমের আঁঠির শস্য] কাথ কিঞ্চিৎ চিনি ও মধু সহ সেবনে অতীসার ও বমন নিবৃত্তি হয়।

ইন্দ্রযব, কুটজের কাথ সেবন করিয়া, মধ্যাহ্নে ঘোলের সহিত অন্ন আহার করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতীসার, আমাশয় প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে।

পটোলপত্র, যব ও ধনে, ইহাদিগের কাথ বমন ও অতীসার নাশক।

কুটজ, বেলশুঠ, দাড়িমের খোসা, মুথা ও আম্রাস্থি, ইহাদিগের কাথ রক্তাতীসার নিবারক।

চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা দাড়িমের কুঁড়ি পেষণ করিয়া এক পোয়া ঘোলের সহিত সেবন করতঃ ঘোলের সহিত অন্নাহার করিবে। কিন্তু জ্বর অবস্থায় ঘোল নিষেধ।

একসিকি বা অর্দ্ধতোলা তণ্ডুলিয়ক [কাটানটীয়া] পেষণ করতঃ চাউলের জলের সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার নিবৃত্তি হয়।

একসিকি বা অর্দ্ধতোলা কৃষ্ণতিল পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া এক ছটাক বা অর্দ্ধ ছটাক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে এক দিবসেই রক্তাতীসার প্রশমিত হয়।

কেবলমাত্র এক কুটজের কাথ সেবনে প্রবল রক্তাতীসার নিবৃত্তি হয়।

অর্দ্ধতোলা পরিমাণ থুলকুড়ীর (থানকুনির) পাতার রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে আমাশয় রোগ বিনষ্ট হয়।

বেলশুঠ, মুথা ও হরীতকীর কাথ বেদনাযুক্ত আমাশয়ের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কচিপোড়া বেলের শস্য ১ তোলা, তিলবাটা অর্দ্ধতোলা, ঘোলের সহিত সেবন করিলেও আমাশয় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

গান্ধাইল [গন্ধভাদুলিয়া] পাতার রস ২ তোলা সেবন করিলে আমাশয় নিবারণ হয়। এবং উক্ত পাতার ঝোল রন্ধন করিয়া অন্নের সহিত সেবনেও বিশেষ উপকার হয়।

একসিকি বাবলাবৃক্ষের কুঁড়ি কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তামাশয় নিবারণ হয়।

অতীসার চিকিৎসা সমাপ্ত।

গ্রহণীরোগ চিকিৎসা।

শুঁঠ, মুথা, আতিস, গুলঞ্চ, ইহাদিগেরক্কাথ সেবনে গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

জামপত্র, দাড়িমের খোসা, বালা, ইহাদের কাথ গ্রহণী নিবারক।

একতোলা বেলশুঁঠ উত্তমরূপ পেষণ করিয়া তাহাতে একতোলা ইক্ষুগুড় ও চারি আনা শুঁঠের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধপোয়া তক্রের সহিত দুইবেলা সেবন এবং তক্রের সহিত অন্নাহার করিবে। ইহাতে অতি উগ্র গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

প্রতি দিবস প্রাতে কাচা পোড়া-বেলের শস্য ৪ চারি তোলা ও ইক্ষুগুড় দুই তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া এইরূপ কিছুদিন সেবন করিলে সংগ্রহ গ্রহণী রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

রক্তচিতা, পিপুল, দাড়িমের খোসা, ইহাদিগের অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ দুই আনা অথবা তিন আনা পরিমাণ দাড়িমের রস অনুপানে সেবন করিবে। ইহাতে অতিশীঘ্র আমদোষের পরিপাক ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দাড়িমের ছাল ১ তোলা ও কুটজের ছাল ১ তোলা, ইহাদিগের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অতীসার ও গ্রহণীরোগের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ধনিয়া, আতিষ, বালা [পাথরকুচি] ও যমানী [জৈন], ইহাদিগের কাথ গ্রহণীরোগ নাশক।

ধনিয়া, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুথা, বালা [পাথরকুচি], ইহাদিগের কাথ পান করিলে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

কুটজ, আতিষ, মুথা, ধাইফুল, ইহাদিগের কাথ গ্রহণীরোগ নাশক।

মুথা, বালা, দাড়িমের খোসা, ইহাদিগের কাথ গ্রহণীরোগনাশক।

শালপানি [ছালানি], বালা, বেলশুঁঠ, ধনিয়া ও শুঠ, ইহাদিগের কাথ সেবন করিলে ও আধ্মান ও শূল সহিত বাতজ গ্রহণী বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গুল, গন্ধক [শোধিত], বংশলোচন, অহিফেন ও কড়িভস্ম, এই সমুদয় দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ করতঃ দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ

বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা মুথার রস অনুপানে সেবন করিলে গ্রহণী ও রক্তাতীসার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্বেতচন্দন ও কর্পূর একত্র পেষণ করিয়া নাভির উপরে প্রলেপ দিলে সংগ্রহগ্রহণীর পক্ষে হিতকর।

ঘৃতে ভাজা ঝাজি হরীতকীর চূর্ণ তিন কিম্বা চারি আনা সমান পরিমাণ মিছরির সহিত সেবন করিয়া তক্র সেবন করিবে। এই দ্বারা বহুকালের গ্রহণীরোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পাকা কৎবেলের পানা মিছরির সহিত মিশ্রিত করতঃ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে গ্রহণী ও অতীসার নিবারণ হয়।

অহিফেন ও হিঙ্গুল সমভাগে হইয়া তেলাকুচের পাতার রসদ্বারা মর্দ্দন করতঃ অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া দিবসে ২ বার সেবন করিবে। অনুপান তক্র (ঘোল)। ইহা রক্তাতীসার ও গ্রহণীনাশক।

গ্রহণীচিকিৎসা সমাপ্ত।

অর্শ চিকিৎসা।

কৃষ্ণতিল বাটা দুইতোলা; প্রতি দিবস প্রাতে সেবন করিয়া শীতল জল পান করিবে। ইহা দ্বারা সপ্তাহ মধ্যে অর্শের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

হরিতকী ১ তোলা ও ইক্ষুগুড় অর্দ্ধতোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শের পক্ষে উপকার হয়।

অর্শরোগের দাস্ত বন্ধ হইলে যমানী [জৈন] একসিকি ও বিটলবণ এক-সিকি অর্দ্ধপোয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

তিত্ লাউবীজ ও ঔদ্ভিদলবণ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করতঃ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে অর্শরোগ নিবারিত হয়।

রক্তচিতার মূলের ছাল জলদ্বারা পেষণ করিয়া ও পাত্রের মধ্যে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ তাহাতে দধি পাতিয়া রাখিবে,পরে ঐ দধি দ্বারা তক্র প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে অথবা উক্ত দধিই সেবন করিবে। ইহাতে অর্শরোগ প্রশমিত হয়।

তিল একতোলা ও শোধিত ভেলার বীজ দুই আনা গ্রহণ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ ও অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোমূত্রে হরিতকী ২ তোলা পেষণ করতঃ তুল্য পরিমাণ ইক্ষুগুড় সহ সেবনে অর্শ বিনষ্ট হয়।

ঘৃতদ্বারা ভর্জ্জিত হরীতকী চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, একতোলা মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শ বিনষ্ট হয়।

বেলশুঁঠ একতোলা উত্তম রূপ পেষণ করিয়া তাহাতে একসিকি পরিমাণ শুঁঠের চূর্ণ মশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ পীড়িত রোগীর বিশেষ উপকার হয়। অপর, জ্যোৎস্নিকা (কোষাতকী বা ঘোষাফল) পেষণ করিয়া অর্শাঙ্কুরে প্রলেপ দিবে।

একতোলা নবনীত (মাখন) ওএকতোলা তিলবাটা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতি দিবস প্রাতে সেবন করিলে অর্শের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

মাখন দুইতোল', নাগকেশরের রেণু দুই আনা ও কিঞ্চিৎ চিনি প্রতিদিবস প্রাতে একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে অর্শ দূরীভূত হয়।

এক মাত্র তক্র উপযুক্ত পরিমাণে প্রত্যহ কিছুদিন সেবন করিলে রক্তার্শ দূরীভূত হয়।

অর্শ-বলিতে অত্যন্ত বেদনা হইলে, বলিতে গন্ধবিরজার ধূম প্রয়োগ করিলে আশু বেদনা প্রশমিত হয়।

বহির্ব্বলিতে ঘোষাফলের চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে বলির পতন হইয়া থাকে।

রসাঞ্জন এক আনা ও গুড় দুইতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ নিবারিত হয়।

অর্শ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা।

যমানি (যৈন) একসিকি উত্তমরূপ পেষণ করতঃ তাহাতে দুই আনা সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ বিনষ্ট হয়।

পিপুল ও হরীতকীর কাথে অর্দ্ধতোলা সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ধুমোদ্গার (চোঁয়াঢেকুর) ও অজীর্ণ নিবারিত হয়।

ধনিয়া ও শুঁঠের কাথ পান করিলে আমাজীর্ণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ একত্র পেষণ করিয়া পেটে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা যাইলে সকল প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

শুঠ এক তোলা ও যমানী এক তোলা কুট্টিত করতঃ একপোয়া গরম জলে দুই ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া সেইজল পান করিলে অজীর্ণ ও পেটের ফাঁপ প্রশান্ত হয়।

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিলে অগ্নির বল বৃদ্ধি হইয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক পায়।

বিট্ লবণ, হরীতকী, পিপুল ও রক্তচিতার মূল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে দুই আনা বা চারি আনা চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

প্রতি দিবস প্রাতে সৈন্ধবলবণের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে আর্দ্রক ভক্ষণ করিলে জিহ্বা ও কণ্ঠদেশ পরিষ্কার ও অত্যন্ত অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

যমানী এক আনা, লবঙ্গ দুই আনা ও হিঙ্গু তিন রতি, একত্র পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিট্ লবণের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা সমাপ্ত।

ক্রিমিরোগ চিকিৎসা।

পলাশবীজের রস অর্দ্ধতোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গের শাস চূর্ণ দুই আনা অথবা এক আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলেও ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়।

পালিতামাদারের পত্রের রস দুই তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

চারি আনা পরিমাণ পলাশের বিচি (বীজ) পেষণ করিয়া তক্রের (ঘোলের) সহিত প্রতি দিবস প্রাতঃকালে সেবন করিলে ক্রিমি রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দাড়িম্ব বৃক্ষের শিকড়ের ছাল অর্দ্ধতোলা ও বিড়ঙ্গের শাঁস এক সিকি,জল দ্বারা উত্তমরূপ পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠস্থ কৃমি পতিত হয়।

বাসি হুকার জল এক ছটাক ও চুণের জল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কৃমিজনিত বেদনা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়। আমরা বহুবার ইহাতে হাতে হাতে ফল পাইয়াছি।

আনারসের পাতার রস দুই তোলা অথবা উহা হইতে ন্যূন মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবনে কৃমি বিনষ্ট হয়।

আস্‌সেওড়ার (আট্‌ক্ষীরা) পাতার রস পূর্ব্ব লিখিত মাত্রায় সেবনেও কৃমিবেদনা ও কৃমি নষ্ট হয়।

কেয়াফুল, আমলকী ও তিতলাউর বীজ, ইহাদিগের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা গ্রহণ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কৃমিসমূহ বিনষ্ট হয়।

ইতি কৃমি সমাপ্ত।

পাণ্ডু ও কামলাচিকিৎসা।

দারুহরিদ্রা চূর্ণ দুই আনা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কামলারোগ বিনষ্ট হয়।

রোগীর বয়সাদি বিবেচনায় তেউড়ীচূর্ণ এক আনা অথবা দুই আনা, দ্বিগুণ চিনির সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

অর্দ্ধতোলা হরীতকী চূর্ণ ও অর্দ্ধতোলা ইক্ষুগুড় একত্র মিশ্রিত করতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

শ্বেতচন্দন ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ দুই আনা অথবা চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মেঁথিপাতা রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিবস প্রাতে অর্দ্ধতোলা অথবা একতোলা পরিমাণে একটু ইক্ষুগুড়ের সহিত পেষণ করতঃ পান করিলে কামলা নিবৃত্তি হয়।

অনন্তমূলের ক্বাথে ৪।৫ রতি শিলাদথ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লৌহভস্ম, কৃষ্ণতিল ও ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল, শুঁঠ) ইহারা প্রত্যেকে তুল্যাংশ ও সমুদয়ের সমান স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করতঃ মধুদ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া দুই আনা অথবা চারি আনা পরিমাণে সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি পাণ্ডু সমাপ্ত।

রক্তপিত্ত ও রাজযক্ষ্মা চিকিৎসা।

বাকস (বাসক) পত্রের রস দুইতোলা কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

পিপুল কিম্বা হরীতকী বাসকের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া, উহা চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে অতি প্রবল রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

কাঠডুমুরেরর রস দুইতোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে আশু রক্তপিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসকের ক্বাথে তালিশপত্র চূর্ণ চারি আনা ও মধু চারি আনা প্রক্ষেপ করতঃ সেবন করিতে স্বরভেদ ও রক্তপিত্ত রোগ দূরীভূত হয়।

বাসক, দ্রাক্ষা ও হরীতকী, ইহাদিগের ক্বাথে চিনি এক সিকি ও মধু একসিকি প্রক্ষেপ করতঃ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত ক্ষয় ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

বাসকপত্রের পুটপাক-রস দুই তোলায় রসাঞ্জন, নাসিকা হইতে রক্তনির্গত হইতে থাকিলে শর্করা-মিশ্রিত শীতল জল, দাড়িম্ব পুষ্পের রস, দুর্ব্বার রস, আম্রাস্থির রস, পলাণ্ডুর রস; ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী হউক নাসা-রক্ত নিবারণার্থ নস্য গ্রহণ করিবে।

কালিকেশুরিয়ার রস ২ তোলা সেবন করিলে রক্তউঠা নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

দুইতোলা কুষ্মাণ্ডের রসে অর্দ্ধতোলা অথবা উহা হইতে ন্যূন মাত্রায় লাক্ষা

পেষণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উরোঘাত ও ক্ষয় রোগ বিনষ্ট হয়।

দাড়িম্ব ফুলের রস ও শ্বেতদুর্ব্বার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুই তিনবার নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে যে কোন কারণে হউক রক্তস্রাব থামিয়া যায়।

রক্তপিত্ত ও রাজযক্ষ্মা সমাপ্ত।

কাস চিকিৎসা।

কণ্টকারীর ক্বাথে এক সিকি, পরিমাণ পিপুলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ কাসরোগে বাকস (বাসক) পত্রের রস দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দুই তোলা পরিমিত আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাস শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও কফরোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলের ক্বাথে একসিকি বা উহা হইতে অধিক মাত্রায় পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পার্শ্ববেদনা, জ্বর, শ্বাস ও শ্লেষ্মসংযুক্ত কাসরোগ বিনষ্ট হ

চারি আনা পরিমাণ পদ্মবীজচূর্ণে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ কাস দূরীভূত হয়।

বাসক ছালের ক্বাথে চারি আনা পিপুলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতি দুঃসাধ্য কাসও প্রশমিত হয়।

বাকস, কিস্‌মিস্‌ ও হরীতকীর ক্বাথে অর্দ্ধতোলা চিনি ও কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দারুণ কাস রোগ বিনষ্ট হয়।

পিপুল ও শুলঞ্চের ক্বাথে সিকি পরিমাণে পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাসরোগ নিবারিত হয়।

কণ্টকারীর ফল, পত্র, পুষ্প ও ত্বক পুটপাক করিয়া রস বাহির করিবে, পরে উক্ত রস এক তোলা বা দুই তোলাতে দুই আনা বা চারি আনা পিপুল-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার কাস ও শ্বাস রোগ প্রশমিত হয়। বাকস পত্রের পুটপাকরসও উক্ত গুণবিশিষ্ট এবং উক্ত নিয়মে সেবনীয়

বহেড়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ভাজিয়া ও গোধূমপিষ্ট দ্বারা লেপ করতঃ পুটপাকবৎ পাক করিবে। উক্ত বহেড়ার ছাল মুখে ধারণ করিলে (অর্থাৎ চুষিলে) সর্ব্বপ্রকার কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ওস্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়।

কণ্টকারী, বাকসপত্র, যষ্টিমধু, মরিচ ও চৈ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে কাস রোগ বিনষ্ট হয়।

আর্দ্রকের স্বরস দুই তোলা কিঞ্চিৎ মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও প্রতিশ্যায় রোগ নষ্ট হয়।

নিসিন্দার মূলের ছাল দুই রতি ও গোটাকতক আতপ চাউল একত্র পেষণ করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে হাঁপানি কাস প্রশমিত হয়।

কাস সমাপ্ত।

হিক্কা শ্বাস ও বমন চিকিৎসা।

শশার বীজের শাঁস এক আনা পরিমাণ পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বমন ও হিক্কারোগের বিশেষ উপকার হয়।

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম এক আনা বা উহা হইতে ন্যূন মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন অতি প্রবল বমি ও হিক্কা প্রশমিত হয়।

কুলের বীজের শাঁস এক আনা পরিমাণে পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বমন ও হিক্কা নিবারিত হয়।

খর্জ্জুরমস্তক একসিকি মাত্রায় পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে অতি প্রবল হিক্কা ও বমন প্রশমিত হয়।

মক্ষিকাবিষ্ঠা মিশ্রিত স্তনদুগ্ধ অথবা আলতা ভিজাত জলদ্বারা নস্য গ্রহ করিলে হিক্কা রোগ নষ্ট হয়।

ময়ূরপুচ্ছভস্ম এক আনা ও পিপুলচূর্ণ দুই আনা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে প্রবলতর হিক্কা ও অতি প্রবৃত্ত শ্বাস বিনষ্ট হয়।

গুড় একসিকি ও তৈল একসিকি একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছু দিন লেহন করিলে শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

চারি আনা বহেড়ার চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে অচিরে শ্বাস ও হিক্কা প্রশমিত হয়।

তৃষ্ণা চিকিৎসা।

মৌরির পুটলী জলে ভিজাইয়া পুনঃপুন তাহা চুষিলে অথবা মৌরি ভিজান জল পুনঃপুন এক চাম্‌চে বা দুই চাম্‌চে করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

কাবাসচিনি সিদ্ধ জল পুনঃপুন পূর্ব্বরূপ মাত্রায় সেবন করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

ছোট এলাচির খোসা সিদ্ধ করিয়া সেই জল পূর্ব্বরূপ মাত্রায় পুনঃপুন সেবন করিলে প্রবল পিপাসা দূরীভূত হয়।

চা উষ্ণ জলে ফেলিয়া সেই জল মিছরি, চিনি কিম্বা কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতি শীঘ্র তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

শশার আঁতির জল বাহির করিয়া সেই জল একটু একটু করিয়া পুনঃপুন পান করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

অল্প পরিমাণে পুনঃপুন কাঞ্জিক পান করিলেও তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়।

ইতি তৃষ্ণা সমাপ্তঃ।

শূল ও পরিণামশূল চিকিৎসা।

শতমূলীর রস দুই তোলা প্রতি দিবস প্রাতে সেবন করিলে দাহ, শূল এবং এবং সর্ব্ববিধ পিত্তজরোগ প্রশমিত হয়।

শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথে হিঙ্গু দুই রতি বা তিন রতি ও সৌবর্চ্চল লবণ দুই আনা বা চারি আনা মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে আশু শূল রোগ নিবারিত হয়।

ছোলঙ্গ লেবুর মূলের কাথে দুই আনা বা চারি আনা সৌবর্চ্চল লবণ ও কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পার্শ্ব, হৃদ্‌ ও বস্তি-শূল নিবারিত হয়।

যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ সামানাংশ চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা প্রতি দিবস সেবন করিলে আশু শূল বিনষ্ট হয়।

লবণ প্রপূরিত সজোয় নারিকেল পুটপাকবৎ (অর্থাৎ মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া ঘুঁঠিয়ার অগ্নিতে) পাক করিবে। পরে ঐ নারিকেলের উপরের মৃত্তি-

কার লেপ ফেলিয়া দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। ঐ চূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা অথবা উহা হইতে অধিক মাত্রায় কিঞ্চিৎজলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ পরিণামশূল বিদূরীত হয়।

হরিণের শৃঙ্গ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঐ ভস্ম তিন চারি রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃতের সহিত লেহন করিলে হৃদ্‌ শূল প্রশমিত হয়।

ইন্দ্রযবের ক্বাথে দুই তিন রতি হিঙ্গু ও দুই তিন রতি সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাল-শূল বিনষ্ট হয়।

শূল ও- পরিণামশূল সমাপ্তঃ।

মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী চিকিৎসা।

গোক্ষুরের ক্বাথে তিন চারি রতি যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পবীযজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

তিন চারি রতি শিলাজুত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে শুক্র বিবন্ধজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

শ্বেত বেড়েলার ক্বাথ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

লৌহভস্ম তিন চারি রতি কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে অতি শীঘ্র মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

একসিকি আমলকীর চূর্ণ সমান পরিমাণে গুড়ের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

এক আনা বা দুই আনা হরিদ্রার চূর্ণ, দুই তোলা আমলকীর রস ও কিঞ্চিৎ মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিড হয়।

বাসকের (বাকসের) ক্বাথে তিন চারি রতি শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়।

দুই তোলা কুষ্মাণ্ডের রসে যবক্ষার দুই তিন রতি ও চিনি অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উষ্ণবাত বিনষ্ট হয়।

নল, কুশ, কাশ [কেশে] ও ইক্ষু মূলের কাথ সুশীতল করিয়া দুই তোলা চিনি মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে মূত্রগ্রহ বিনষ্ট হয়।

গোক্ষুরবীজ চূর্ণ দুই আনা, চিনি অর্দ্ধ তোলা, অর্দ্ধ পোয়া মেষদুগ্ধ সহ সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

বরুণ বল্কল, শুঁঠ, পাষাণভেদী ও গোক্ষুরের কাথে, তিন চারি রতি যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী ও শর্করা রোগ বিনষ্ট হয়।

এক তোলা মূলার রসে সমানাংশ চিনি মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অশ্মরী প্রশমিত হয়।

সমূল গোক্ষুরের কাথে তিন চারি রতিশিলাজতু ও কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের আশু উপকার হয়।

পক্কতিত লাউর রস দুই তোলায় তিন চারি রতি যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হয়

তিন চারি রতি যবক্ষার সমান পরিমাণ চিনির সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

মূত্রাঘাত প্রভৃতি সমাপ্ত।

প্রমেহ চিকিৎসা।

হরিদ্রা চূর্ণ দুই আনা ও আমলকীর রস এক তোলা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্ববিধ প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়।

সোরা দুই তিন রতি, কাবাবচিনি তিন চারি রতি, রাত্রে দুই তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পর দিবস প্রাতে ঐ জল ছাকিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ সেবনে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

কাষ সেওড়ার শিকড় দুই আনা ও ভাল গঁদ এক আনা একত্র মর্দ্দন করিয়া দুইইটী বটী প্রস্তুত করিয়া দুই বারে সেবন করিবে, এইরূপে কিছু দিন সেবন করিলে প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে কম হইবে এবং জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হইবে।

ত্রিফলা, দেবদারু, মুথা ও হরিদ্রার কাথে মধু চারি আনা ও চিনি চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহ প্রশমিত হয়।

লৌভস্ম দুই তিন রতি, একতোলা বা উহা হইতে অধিক মাত্রায় গুলঞ্চের রস সহ সেবন করিলে প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চের সার (পালা) এক আনা পরিমাণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধের সহিত দুই তোলা শতমূলের রস পান করিতে সর্ব্ববিধ প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চের রস দুই তোলা, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

প্রতি দিবস প্রতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ তুল্য পরিমাণ জলের সহিত সেবন পরাতন শুক্রমেহ প্রশমিত হয়।

দুই রতি লবঙ্গ ও দুই রতি লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া যজ্ঞডুম্বরের রস অনুপানে প্রতি দিবস সেবনে প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

সমান ভাগ বঙ্গ ও রসসিন্দুর একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিবস ছয় সাত রতি পরিমাণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ নষ্ট হয়।

অর্দ্ধপোয়া কাঁচা দুগ্ধে দুই তোলা হিলচা শাকের রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মেহ জন্য প্রস্রাবের জ্বালা প্রশমিত হয়।

প্রতিদিবস প্রাতে কাঁচা হলুদের রস দুই তোলা সেবন করিলে প্রস্রাবের জ্বালা নিবারিত হয়।

অর্দ্ধতোলা পলাশ পুষ্প পেষণ করতঃ সমান পরিমাণ চিনির সহিত শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রমেহ দূরীভূত হয়।

প্রমেহ সমাপ্তঃ।

সহজ ডাক্তারী শিক্ষা।

পঞ্চম ভাগ।

স্ত্রীলোকদিগের আদ্যঋতু হইতে প্রসবকাল
পর্য্যন্ত তাবদীয় ব্যবস্থাবলী সহ

ধাত্রী শিক্ষা।

ধাত্রীর কার্য্য অতিশয় গুরুতর। ইহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে ধাত্রী-বিদ্যার অধ্যাপনা একান্ত আবশ্যক। ধাত্রীর হস্তে প্রসূতী ও গর্ভস্থ সন্তানের জীবন নির্ভর করে। অনুপযুক্ত ধাত্রীর দ্বারা প্রসব কার্য্য করাইতে হইলে দুইটী অমূল্য জীবনেরই অনিষ্টাশঙ্কা, সুতরাং উপযুক্ত ধাত্রী দ্বারা প্রসব করান কর্ত্তব্য। প্রত্যেক সংসারী ব্যক্তিরই উচিত যে, আপন আপন গৃহিণীকে ধাত্রীর কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা। কারণ, কার্য্যক্ষেত্রে স্ত্রীলোকগণ ব্যতিত পুরুষের যাইবার অধিকার নাই, তাহারা অনায়াসেই ধাত্রীকে সাবধান করিয়া দিতে পারিবে, অথবা ধাত্রীর অনুপস্থিতিতে তাহারা নিজে নিজেও কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে পারিবে।

স্ত্রীলোকেই সংসারের শ্রী, শ্রীহীন পুরুষের জীবনই বৃথা। যাঁহাদিগের সুস্থতার উপর সংসারের ভাবী কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, যাহাদিগের অসুস্থতায় সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,

তাহাদিগের প্রতি যত্ন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ তাহা-দিগের দ্বারাই পুত্র কন্যার উৎপত্তি এবং সেই পুত্র কন্যারও কল্যাণ নির্ভর করে। স্ত্রী সদ্বিবেচক, সদ্গৃহিণী ও ধার্ম্মিকা হইলে সংসারের সমস্তই সুখপ্রদ হয়, নচেৎ তাহার সংসারের আশা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

ধাত্রী-বিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করিতে হইলে স্ত্রীলোক-দিগের শরীর স্থানের বিষয় ও পীড়াদির বিষয় জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক। পুরুষদিগের সহিত তুলনা করিলে, স্ত্রী-লোকদিগের এরূপ কতকগুলি বিশেষ পীড়া আছে, যাহার বিষয় স্বতন্ত্ররূপে শিক্ষা না করিলে কখনই সে সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মে না। এক্ষণে জননেন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া আদ্যঋতু, ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া, বাধক, গর্ভ, গর্ভাবস্থার পীড়া ও তাহার প্রতিকার, প্রসব করাইবার উপায়, শিশু-পালন, প্রসূতীর স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি বিষয় যথাসাধ্য বিবৃত করিব। এই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝাইতে হইলে মধ্যে মধ্যে চিত্রাদির আবশ্যক হইয়া পড়ে, সুতরাং সহজ বোধ-গম্যের জন্য স্থানে স্থানে চিত্রাদি প্রদত্ত হইল।

জননেন্দ্রিয়।

জননেন্দ্রিয় দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম বহির্ভাগ, দ্বিতীয় আভ্যন্তরিক ভাগ। আমরা একে একে দুই ভাগের বিষয় যথাক্রমে বিবৃত করিতেছি।

প্রথম বহির্ভাগ।

১—রতিদ্বার, ২—বাহ্য ওষ্ঠ, ৩—স্ত্রীলিঙ্গ, ৪—আভ্যন্তরিক ওষ্ঠ, ৫—মূত্রদ্বার বা প্রস্রাবনালী, ৬—যোনি, ৭—কুমারীঝিল্লী।

১—রতিধার। তলপেটের নিম্নে যে স্থানে কেশ জন্মিয়া থাকে, তাহাকে রতিধার কহা যায়। (ক স্থান দ্রষ্টব্য।) ২—বাহ্যওষ্ঠ। সর্ব্ব উপরিভাগে যে দুইখানি পরদা আছে, যাহা দেখিতে ওষ্ঠের ন্যায়; ইহার উপরি-ভাগ চর্ম্মনির্ম্মিত ও আভ্যন্তরিক ভাগ শ্লৈষ্মিক। এটী লম্বে ৩ ইঞ্চি। (খ স্থান দ্রষ্টব্য)



৩—স্ত্রীলিঙ্গ। ইহার গঠন পুংলিঙ্গের ন্যায়, কিন্তু ছোট এলাইচ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; কোন কোন স্ত্রীলোকের ১-১॥০ ইঞ্চি পর্য্যন্তও লম্বা হইয়া থাকে। পুরুষসহবাস ইচ্ছা হইলে ইহা উন্নত ও বর্দ্ধিত হয়। ইহা শিরাদ্বারা পরিপূর্ণ। (ঘ স্থান দ্রষ্টব্য)

৪—আভ্যন্তরিক ওষ্ঠ। বাহ্য ওষ্ঠদ্বয় বি-স্তারিত করিলে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা লম্বে ১ অথবা ১।০ ইঞ্চি হইবে। (গ স্থান দ্রষ্টব্য)

৫—মূত্রদ্বার। স্ত্রীলোকদিগের বহিঃস্থ প্রস্রাবনালী পুরুষদিগের ন্যায় নহে, ইহার সহিত শুদ্ধ মূত্রাধারের সংযোগ আছে। পুরুষদিগের বহিঃস্থ প্রস্রাবনালীর দ্বারা দুইটী কার্য্য সাধিত হয়, রেতঃপাত ও মূত্রনির্গম; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ইহাদ্বারা মূত্র নির্গম হয় মাত্র। (ঙ স্থান দ্রষ্টব্য)

৬—যোনি। ইহার সহিত জরায়ুর সংযোগ আছে। আবশ্যকানুসারে ইহার ছিদ্র বিস্তারিত হয়, কিন্তু পুনরায় পূর্ব্বাকার ধারণ করে। ইহা লম্বে ৫। ৬ ইঞ্চি, ইহার পরিধি ৩ ইঞ্চি এবং ব্যাস ১ ইঞ্চি। ইহা আবার তিনটী কোষ দ্বারা আবৃত; বাহ্যটী তন্তু নির্ম্মিত, মধ্যটী মাংস নির্ম্মিত এবং আভ্যন্তরিকটি শ্লৈষ্মিক। (চ স্থান দ্রষ্টব্য)

৭—কুমারীঝিল্লী। যোনির মধ্যে এই পরদাটী থাকে। যতদিন স্ত্রীলোক বালিকাবস্থায় থাকে অর্থাৎ পুরুষ সহবাস না করে, ততদিন ঐ ঝিল্লী বর্ত্তমান থাকে। উহা বর্ত্তমান থাকিলেও রজঃ নির্গমের কোন ব্যাঘাত হয় না।

জরায়ু।

দ্বিতীয় আভ্যন্তরিক ভাগ।

১—জরায়ু, ২—কানল-নল, ৩—ডিম্বকোষ; তদ্ব্যতিত প্রশস্ত বন্ধনী ও গোল বন্ধনী আছে।



যাহারা কখনও গর্ভ ধারণ করে নাই,তাহাদের জরায়ুরাকার

১—জরায়ু। ইহা শূন্যগর্ভ থলির ন্যায়, ইহার আকার বোঁটা বিহীন বার্ত্তাকু, অথবা পেয়ারা ফলের সদৃশ। একটি বার্ত্তাকু কিম্বা পেয়ারার উদরস্থ শস্য কুরিয়া বাহির করিয়া চেপ্টাইয়া লইলে যাদৃশ অবস্থাপন্ন হয়,ইহাও তাহার ন্যায়। জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার ভিতরেই গর্ভস্থ সন্তান নয় মাস কাল অবস্থিতি করে। ইহা যোনির উর্দ্ধভাগে, ক্ষুদ্র অন্ত্রের নিম্নভাগে, মূত্রাধারের পশ্চাতে এবং মলভাণ্ডের সম্মুখে থাকে। ইহার স্থিতিস্থাপকতা শক্তি আছে, যেহেতু আবশ্যক মত বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত হয়। যখন ইহার মধ্যে সন্তান বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন ইহার আকার বৃহৎ এবং যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন ইহা সঙ্কুচিত হইয়া পূর্ব্বাকার ধারণ করে। (ক, খ, গ, ঘ, স্থান দ্রষ্টব্য)

যাহারা সন্তান প্রসব করিয়াছে, তাহাদের জরায়ুর আকার।



২—কানল-নল। জরায়ুর দুই স্কন্ধ দিয়া বাহুর ন্যায় দুইটি নল দুই দিকে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা একদিকে জরায়ুর সহিত এবং অন্যদিকে ডিম্বাধারের সহিত সংযুক্ত আছে। উহা লম্বে প্রায় ৪ ইঞ্চি হইবে। এই নল মধ্যে পুরুষের শুক্র-কীট সহ ডিম্বাধারের পরিপক্ক ডিম্বের সহিত মিলন হয়। ইহা গোল বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত আছে। (ছ স্থান দ্রষ্টব্য)

৩—ডিম্বকোষ। পুরুষদিগের যেরূপ মুষ্ক, স্ত্রীলোকদিগের ডিম্বকোষও তদ্রূপ। ইহার ভিতর ডিম্ব থাকে, প্রত্যেক ডিম্বকোষে ১০। ১২ টি করিয়া ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকার ক্ষুদ্র সরিষার ন্যায়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক বিষয় পরিত্যক্ত হইল, কারণ তাহাহইলে পুস্তক বাহুল্য হইয়া পড়ে। (জ স্থান দ্রষ্টব্য)

ঋতু।

বাল্যকালে স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ের শক্তি জড়তাযুক্ত থাকে, বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই জড়তা অপনীত হইয়া যৌবনের প্রারম্ভেই জরায়ু হইতে শ্লেষ্মা মিশ্রিত রক্ত, যাহা প্রতিমাসে নিঃসৃত হয়, তাহাকেই ঋতু কহা যায়। আদ্যঋতুর প্রারম্ভকাল হইতেই স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বর্দ্ধিত এবং স্ত্রী-চিহ্নাদি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই সময় হইতেই স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ ধারণের ক্ষমতা জন্মে।

এই রজঃ শোণিত স্বভাবতঃ ৩ দিবস হইতে ৮ দিবস পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। নিরূপিত সময়ে নিয়মিত রজঃ শোণিত নির্গত না হইলে স্ত্রীলোক-দিগের অতিশয় কষ্ট হয়, দেহ ভারবোধ, তলপেটে বেদনানুভব, মনের স্ফূর্ত্তি হীনতা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু উহা নির্গত হইয়া গেলে আর তাদৃশ জড়তা ও গ্লানি থাকে না। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভবতী হইবার সূচনাই ঋতু, সেই ঋতু যাহাদিগের নিয়মিত সময়ে না হয়, তাহাদিগের সন্তানাদি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদিগের এরূপ অবস্থা ঘটে, তাহাদিগের কর্ত্তব্য যে, অগ্রে সেই নিয়মিত ঋতুর প্রতিকারার্থ চিকিৎসা করান। কেননা ইহাতে ভাবী কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

স্ত্রীলোকগণ ঋতুমতী হইবার প্রথম তিন দিবস পুরুষ সহবাস করিবে না, কারণ রক্তের অবস্থায় সহবাস করিলে উভয়েরই পীড়া ও স্বাস্থ্যহানি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। চতুর্থ দিবসে সহবাস বিধেয়, কারণ ঐ দিবসে প্রায় রক্ত থাকে না এবং গর্ভবতী হইবার উপাদান সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই একাদশ হইতে ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে ঋতুমতী হইয়া থাকে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে তাহা হয় না, ইউরোপীয় মহিলাগণ ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ বৎসরের মধ্যে ঋতুমতী হয়। কারণ, জল, বায়ু ও স্বাস্থ্য ভেদে ঋতুকালের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। এই জন্য শীত-প্রধান দেশের স্ত্রীলোক অপেক্ষা উষ্ণপ্রধান দেশের স্ত্রীলোকেরা এত অল্প বয়সে ঋতুমতী হয় এবং দরিদ্র স্ত্রীলোক অপেক্ষা ধনীদিগের স্ত্রীলোকেরা শীঘ্র ঋতুমতী হইয়া থাকে। ভোগ এবং উষ্ণাতিশয্যই ইহার কারণ।

যাহার যত অল্প বয়সে ঋতুর সঞ্চার হয়, তাহার তত অল্প বয়সেই ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। ঋতুর পর সন্তান উৎপাদিকা শক্তি জন্মায় বটে, কিন্তু অল্প বয়সোৎপন্ন সন্তান শীর্ণ, দুর্ব্বল ও চিররোগী হইয়া অকালে মরিয়া যায়। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রায় ১২।১৩ বৎসর হইতে সন্তান প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়া ৩৫।৪০ বৎসরের মধ্যেই প্রসব কার্য্য শেষ করিয়া ফেলে। কিন্তু ইউরোপীয়েরা ১৬।১৭ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০।৭০ বৎসর পর্য্যন্তও সন্তান প্রসব করে।

কোন কোন স্ত্রীলোকের ঋতুর সময় অতিশয় যন্ত্রণা ও কষ্ট হইয়া থাকে,

কাহার কাহার অতিশয় রক্ত নির্গত হয়, আবার কাহার কাহার এককালে হয় না, দুই একবার মাত্র সামান্য দেখা দিয়া বন্ধ হইয়া যায়। এই সমস্ত পীড়ার শান্তি না করাইলে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। কারণ ইহাতে স্ত্রীলোকেরা আদৌ গর্ভ ধারণে সক্ষম হয় না।

ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়া।

এই পীড়াটি তিন প্রকার। প্রথম রজোরোধ, দ্বিতীয় কষ্টকর ঋতু, তৃতীয় রজঃ বাহুল্য।

প্রথম—রজোরোধ।

ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার শারীরিক বৈলক্ষণ্যজনিত, দ্বিতীয় প্রকার ঘটনাজনিত। প্রথমটি আরাম হওয়া দুষ্কর; কিন্তু দ্বিতীয়টি ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইতে পারে।

শারীরিক বৈলক্ষণ্য জনিত রজোরোধে ডিম্বকোষের অভাব কিম্বা অপরিপুষ্ট ডিম্বকোষ। ডিম্বকোষ যদ্যপি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহাহইলে জরায়ুর অভাব বা অপরিবর্দ্ধিত জরায়ু, অথবা জরায়ুর মুখরোধ, যোনির অভাব ইত্যাদি শারীরিক বৈল্যক্ষণ্য থাকিলেও রজোরোধ হইতে পারে।

লক্ষণ।

ডিম্বকোষের যদ্যপি অভাব হয়, তাহাহইলে স্ত্রীচিহ্ন সকল অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ঠিক সময়ে তাহা প্রকাশিত হয় না এবং রজঃ নির্গমের কিছুমাত্র বেগও জন্মে না। যদ্যপি জরায়ুর অভাব বা অপরিবর্দ্ধিত জরায়ু হয়, তাহাহইলে প্রতিমাসে রজোনিঃসরণের বেগ জন্মে বটে, কিন্তু কিছুমাত্র নির্গত হয় না। যদ্যপি জরায়ুমুখ বা যোনিদ্বার রুদ্ধ হয়, তাহাহইলে রজোনিঃসৃত হয় বটে, কিন্তু তাহা জরায়ু বা যোনির মধ্যেই থাকে, অতিরিক্ত রক্ত হইলে আপনা আপনিই পথভেদ করিয়া নির্গত হয়।

এই পীড়ার কারণ, নির্জ্জনবাস, অলসভাবে জীবন যাপন, সর্ব্বদাই উষ্ণ

গুণকর খাদ্য ও গরম মসলাযুক্ত দ্রব্যাদি ভোজন, গরম গৃহে অবস্থান, কোমল শয্যায় শয়ন এবং অতিরিক্ত নিদ্রা যাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার রজোরোধে কাহার একবার মাত্র রক্ত নির্গত হইয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, কাহার বা কিছুকাল নির্গত হইয়া মধ্যে মধ্যে রোধ হইয়া থাকে।

এরূপ অবস্থার কারণ, রজোনিঃসরণাবস্থায় হস্ত ও পদে শীতলতা লাগান, ঋতুর সময় অত্যন্ত ক্রোধ, ভয়, আহ্লাদ, শোক, ভয়জনিত কি কোন কারণ বশতঃ চমকিয়া উঠা, অতিরিক্ত শরীরচালনা, দূরগমন বা কোনরূপ যানবাহনে গমনাগমন ইত্যাদি কারণে এই রোগ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাতে শরীর দুর্ব্বল, কান্তিহীন, রুগ্ন ও শুষ্ক হয় এবং হস্ত, পদ ও উদর স্ফীত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় শরীরে অল্প জ্বরভাব হয়, পিপাসা, নাড়ীর গতি দ্রুত এবং শিরঃপীড়াও হইয়া থাকে।

পুরাতন রজঃরোধ পীড়া দীর্ঘকালের হইলে পুরাতন বলিয়া গণ্য। পুরাতনে নূতনের ন্যায় সকল লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয় না; সর্ব্বদা শিরঃপীড়া, শরীর অলস বোধ এবং গর্ভের লক্ষণের সহিত ভ্রম হইয়া থাকে।

অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

প্রথমোক্ত রজোরোধ ঔষধাদি সেবন দ্বারা দূরীকৃত হয় না, কোন একটি আভ্যন্তরিক যন্ত্রের অভাব হইলে তাহাও চিকিৎসাদ্বারা পূরণ হয় না; তবে যোনিপথ আবদ্ধ, অথবা জরায়ুমুখ রোধ হইলে অস্ত্র ব্যবহার দ্বারা সেই পথ পরিষ্কার করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে আর না সংযোগ হয়, এজন্য সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডের পলিতা অথবা লিণ্ট কাপড়ে সামান্যরূপ মলম মাখাইয়া সেই অস্ত্রক্ষতমুখে কিছুদিন লাগাইয়া রাখিতে হইবে। ইহাদ্বারা জরায়ুমুখ প্রকাশ পায় এবং সেই জরায়ুমুখ হইতেই নিয়মিতরূপে রজঃশোণিত নির্গত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার রজোরোধ নিবারণ জন্য প্রথমতঃ উষ্ণজলে প্রতিদিন উরুদেশ পর্য্যন্ত ধৌত করা বিধেয় এবং উষ্ণজল পান করাও কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় সামান্য ঘর্ম্মকারক এবং মৃদু বিরেচক ঔষধ পান করান উচিত।

যদ্যপি এ সকল সামান্য উপায়ে নিয়মিত রূপে রজোনির্গম না হয়, তাহা হইলে পুনরায় দ্বিতীয় ঋতুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আয়রনঘটিত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। তদ্ব্যতীত আইয়োডাইন ও ষ্ট্রীকনিয়া আবশ্যক মতে ব্যবস্থা করিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

প্রথম প্রকারের পীড়া দূর করিতে হইলে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিও-প্যাথিক উভয় মতেই অস্ত্র প্রয়োগের আবশ্যক হইয়া থাকে। তবে ঋতুর প্রাক্কালে রজোনিঃসরণ না হওয়ার কারণ সময়ে সময়ে মস্তকে রক্তসঞ্চয় হেতু শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, তন্দ্রা, নাড়ীপুষ্ট, হৃৎস্পন্দন, কোমরে বেদনা ও কোষ্টবদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রায়ই বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট যুবতীদিগের হইয়া থাকে। এই সকল যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য ঔষধ সেবন আবশ্যক।

১। সাময়িক যন্ত্রণার লাঘবের জন্য একোনাইট ৩য় ক্রম, অথবা ৬ষ্ঠ ক্রমের ঔষধ ১ বিন্দু প্রত্যেক ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

২। একোনাইটে সেবনেও যদ্যপি কোষ্ঠবদ্ধ, মস্তক ঘূর্ণন, হৃৎস্পন্দন বর্ত্তমান থাকে, তাহাহইলে উপরোক্ত নিয়মানুসারে ৩য় বা ৬ষ্ঠ ক্রমের বেলেডোনা সেবন করাইবে।

প্রতিদিন সামান্য উষ্ণজলে উরুদেশ পর্য্যন্ত ধৌত করিয়া সেই জল মুছিয়া ফেলিবে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও লঘুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করিবে। যাহাতে সর্দ্দি ও ঠাণ্ডা লাগে এমত কার্য্য কদাচ করিবে না। বিশেষতঃ পদদ্বয় ভিজা রাখা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

দ্বিতীয় প্রকারের রোগ দূর করিবার জন্য রোগের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া লক্ষণ অনুসারে ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

১। শরীর গরম, মস্তকে বেদনা, বক্ষে প্রদাহ, হৃৎস্পন্দন এবং জ্বরবোধ হইলে একোনাইট ৬ষ্ঠ দেওয়া যায়।

২। ঋতুর সময় হঠাৎ শীতল স্থান হইতে গরম স্থানে গমন, ভয়ঃ শীতল জল হস্ত ও পদে লাগান, শীতল জলে স্নান, হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হওয়া, ইত্যাদি কারণে রক্ত বন্ধ হইলে পল্‌সেটিলা ৬ষ্ঠ দেওয়া উচিত। অতিশয় নম্র প্রকৃতি ও ভীরু, সর্ব্বদাই প্রসন্ন ভাবাপন্ন স্ত্রীলোকগণকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

৩। যাহাদিগের নিয়মিত রূপে রক্ত নির্গম হইবার পূর্ব্বে রজোনিঃসৃত হয় এবং জননেন্দ্রিয় সড় সড় করে ও শ্বেতনির্গম হয়, তাহাদিগকে সিপিয়া ৬ষ্ঠ খাইতে দিবে।

৪। উপরের ন্যায় সমুদয় লক্ষণ এবং রক্ত গাঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে সলফার ৬ষ্ঠ ব্যবস্থা করা উচিত।

৫। যাহাদিগের নিয়মিত ঋতু হইবার ঠিক সময়ের পূর্ব্বে রক্ত নির্গত হয়, এবং তৎসহ পাকস্থলীতে বেদনা ও উদর স্ফীত হয়, তাহাদিগের পক্ষে ককিউলস ৬ষ্ঠ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

৬। রক্তের পরিমাণ অল্প এবং কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ থাকিলে ইগ্নেসিয়া ৬ষ্ঠ ব্যবস্থেয়।

ঋতু হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রতিদিন দুইবার এবং ঋতুর সময় প্রত্যহ তিনবার, লক্ষণানুসারে ১ বিন্দু ঔষধ ১ আঃ জলে মিশাইয়া পান করিবে। ঋতুর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ঔষধ বন্ধ রাখিবে। পুনর্ব্বার ঋতুকালের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ঔষধ সেবন আরম্ভ করিয়া উপরোক্ত নিয়মানুসারে পান করাইবে।

গরম মসালা ও গুরুপাক দ্রব্যাদি বর্জ্জন করিবে। যে সকল কারণে শরীর উত্তেজিত হয়, সেই সকল কারণ পরিত্যাগ করা উচিত। পুরুষ-সঙ্গম, পুরুষের চিন্তা, মন্দ পুস্তক পাঠ, মাদক দ্রব্য পান ইত্যাদি। ঋতুর প্রারম্ভে হস্ত ও পদে শীতল জল লাগাইবে না।

সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

১। হঠাৎ শীতলতা লাগান জনিত রোধ হইলে ডল্‌কেমারা ব্যবস্থা করিবে।

২। হঠাৎ শরীর মধ্যে শীতের প্রাদুর্ভাবে রজরোধ হইলে পল্‌সেটিলা ও ব্রুক্‌স্‌-মস্‌চেটা ব্যবস্থেয়।

৩। হঠাৎ ভয় বা কোনরূপ মানসিক উত্তেজনা হেতু রোধ হইলে একোনাইট ও লাইকোপডিয়ম ব্যবস্থা করিবে।

৪। অতিরিক্ত ক্রোধজনিত রোধ হইলে ব্রাইওনিয়া ও ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিবে।

৫। অতিশয় আহ্লাদ প্রযুক্ত রজঃরোধ ঘটিলে কাফি ও ওপিয়ম ব্যবস্থা করা উচিত।

৬। ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়া বশতঃ রজঃরোধ ঘটিলে ইগ্নেসিয়া, হাইওসায়েমস ও ফস্ফরিক এসিড।

৭। জ্বরপ্রযুক্ত রোধ হইলে একোনাইট ও বেলেডোনা প্রয়োগ করা উচিত।

৮। বক্ষের পীড়াজনিত রোধ হইলে ব্রাইওনিয়া, একোনাইট, বেলে-ডোনা ও ফস্ফরিক-এসিড।

৯। পাকস্থলী ও অন্ত্রের পীড়াজনিত রোধ হইলে আর্শেনিক, চায়না, ফেরম, পল্‌সেটিলা ও সল্‌ফর।

১০। জরায়ু ও ডিম্বকোষের পীড়াজনিত রোধ হইলে একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, বেলেডোনা, ল্যাকেসিস, নক্‌স্‌ভমিকা, পল্‌সেটিলা ও সিপিয়া প্রয়োগ করিবে।

এই সকল ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা উচিত। এক একটি ঔষধ ৩।৪ বার প্রয়োগ করিলেও যদ্যপি উপকার দৃষ্ট না হয়, তাহাহইলে লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

২। কষ্টকর ঋতু।

ডিম্বকোষ হইতে বেদনার সূত্রপাত হইয়া ক্রমে জরায়ু, যোনি, সমস্ত উদর এবং কটিদেশে কন্‌কনানি অনুভূত হয়। এই যন্ত্রণার সহিত কাহার

অল্প, কিম্বা কাহার অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় স্তনেও এক প্রকার বেদনা অনুভব হয়। কখন কখন কোষ্টবদ্ধ, কখন বা উদরাময়, কখন ক্ষুধার আতিশয্য, কখন বা ক্ষুধামান্দ্য ঘটে। শরীর বিবর্ণ, দুর্ব্বল, হস্ত পদ শীতল, অজীর্ণতা, শ্বেতনির্গম, কখন অল্প রক্তনির্গম, কখন কখন ৫।৬ ঘণ্টান্তর, কখন বা রক্তের বর্ণ কাল এবং চাপ চাপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত কটিদেশ ও উদরে বেদনা এবং দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

স্নায়বিক কষ্টকর ঋতু দূর করিবার জন্য ওপিয়ম, হাইওসায়েমস্ এবং কোনায়াম ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রদাহিক কষ্টকর ঋতু দূর করিবার জন্য রক্তমোক্ষণ, জলৌকা (জোঁক) প্রয়োগ এবং কটিদেশ হইতে রক্ত শোষণ করিলে পীড়ার শান্তি হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় রোগী প্রতিদিন বিশুদ্ধ বাতাসে পদচালনা করিবে। যান্ত্রিক কষ্টকর ঋতু নিবারণ জন্য ক্ষুদ্র বগী-অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত। এইরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেই পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

১। যাহাদিগের রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও গাঢ়তর নির্গত হয় এবং তৎসঙ্গে উদর ও কটিদেশে বেদনা, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা এবং জ্বরভাব হয়, তাহাদিগকে একোনাইট ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

২। সমস্ত লক্ষণই উপরের ন্যায়, অথচ জ্বরের অভাব হইলে পল্‌সেটিলা ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করা উচিত।

৩। শীঘ্র শীঘ্র রজোনির্গত হওয়া এবং অধিকদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকা, সঙ্গে সঙ্গে বেদনা, অতিশয় দুর্ব্বল, বিন্দুং ঘর্ম্ম ও নাড়ীক্ষীণ দৃষ্ট হইলে সিকেল কর্ণুটম ৬ষ্ঠ ব্যবস্থেয়।

৪। মাসিক নিয়মিত ঋতুর পূর্ব্বে অল্প পরিমাণে রক্তনির্গত, রজোনির্গম হইবার পূর্ব্বে তীব্র বেদনা, রাত্রিতে অনিদ্রা, কোষ্টবদ্ধ, শিরঃপীড়া ও শ্বেত-নির্গম ইত্যাদি লক্ষণে সিপিয়া ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিবে।

৫। অল্প পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইয়া কটি, কুক্ষি ও উদরে বেদনা, চক্ষু রক্তবর্ণ, শিরঃপীড়া, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা, মস্তকে রক্ত সঞ্চয় ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করা যায়।

৬। অতিশয় স্নায়বিক, শিরঃপীড়া, কটিদেশে চিম্‌টিকাটার ন্যায় বেদনা, উদরে চিড়িকমারা বেদনা, অজীর্ণতা, সর্ব্বদা প্রস্রাবত্যাগের ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ কাফি ৬ষ্ঠ ব্যবস্থেয়।

৭। রজোনিঃসৃত হইবার পূর্ব্বে উদর ও কটিদেশে প্রবল কন্‌কনে বে-দনা ইত্যাদি লক্ষণে ক্রোকস্‌ ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিবে।

৮। অতি অল্প ও তরল রজোনির্গম এবং তৎসঙ্গে পৃষ্ঠবেদনা, প্রাতঃ-কালীন বমনেচ্ছা, শীতলতা অনুভব, পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, অন্ত্র-মধ্যে গড় গড় শব্দ, আহারের পর উদরস্ফীতি, অম্লোদ্গার ইত্যাদি লক্ষণে গ্রাফাইটিস ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করা যায়।

৯। রজঃ সমভাবে নির্গত না হওয়া, কখন অল্প, কখন অধিক, জরায়ুতে আক্ষেপ এবং কটিদেশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, অর্শ, স্তনপ্রদেশে শীত-বোধ, আমাশয়িক গোলযোগ, পিত্তবমন, আহারে অনিচ্ছা এবং কোষ্টবদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণে ককিউলস ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিবে।

ঔষধের মাত্রা ও সেবনের ব্যবস্থা এবং পথ্যাদি রজোরোধের ব্যবস্থার ন্যায়।

৩।—রজোবাহুল্য।

শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার অনিয়ম, অপরিমিত ভোজন ও পান, উপ-যুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন না করা, রতিজপীড়া ইত্যাদি কারণ থাকিলে ক্রমে অধিক দিনে এ রোগ জন্মিতে পারে। জরায়ুর প্রদাহ, গর্ভাবস্থায় কোনরূপ আঘাত, আভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে ক্ষত, পুরুষ সহবাসের আধিক্যতা-

জন্য এই রোগ জন্মিয়া থাকে। রজোনিঃসরণ হইবার পূর্ব্বে রোগীর শরীর ও মন অলস হইতে থাকে, কিছুতেই স্ফূর্ত্তি হয় না, মস্তক ভার, কটি ও কুক্ষিদেশে বেদনা, হস্ত পদ শীতল, নাড়ীর গতি দ্রুত, ক্ষুধামান্দ্য, উদর ভার ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রজঃ নির্গত হইবার সময় রোগীর শরীর দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, এমন কি মূর্চ্ছাও হইয়া থাকে। মুখমণ্ডল, চক্ষু ও ওষ্ঠে রক্তের লেশমাত্রও থাকে না এবং মস্তকে রক্তাধিক্য হইয়া বিকারের ন্যায় হয়।

অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

এই পীড়া অল্পকালের হইলে এসিটেট অব লেড ও ওপিয়ম মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে যদি উপশম না হয়, তাহাহইলে আরগট অফ রাই ৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রতিদিন ৩ বার করিয়া সেবন করাইবে। উদর, উরু ও যোনিতে শীতল জলসেক করিবে। ডাঃ ডিউইচের মতে লডেনম এবং সুগার অফ লেড্ মিশ্রিত করিয়া যোনির ভিতর পিচকারী দেওয়া উচিত। মধ্যে মধ্যে টনিক অর্থাৎ বলকারক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, রক্তের বর্ণ ময়লা এবং জরায়ুর আকার পরিবর্ত্তিত হইলে তাহা নিবারণ করা কঠিন ব্যাপার। ডাঃ চার্চ্চ হিল বলেন যে ওপিয়মের সহিত অধিক মাত্রায় এসিটেট অফ লেড মিশ্রিত করিয়া সেবনেও কোন উপকার দর্শে নাই, শীতল জলসেকেও ঐরূপ নিষ্ফল হইতে হইয়াছে। এ অবস্থায় শুদ্ধ আরগট অফ রাই এবং ইণ্ডিয়ান হেম্প দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আরগট অফ রাইয়ের মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রতিদিন ২।৩ বার সেবন করাইতে হইবে। এরূপ অবস্থায় রোগীর শয্যায় আবদ্ধ থাকা উচিত, কোমল শয্যায় শয়ন করান বিধেয় নহে, এবং নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে দেওয়াও উচিত নহে। আহারীয় দ্রব্য গুরুপাক ও উত্তেজক হইবে না, পানার্থ শীতল জল ব্যবহার করিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

১। রক্ত গাঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রসব বেদনার ন্যায় কটিদেশে বেদনা; যাহাদিগের সর্ব্বদা গর্ভপাত হয় ও অধিক বয়সে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়, তাহাদিগকে সেবাইনা ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করা উচিত।

২। এককালে ঋতু বন্ধ হইবার বয়সের (৬০।৭০ বৎসরের) কিছু পূর্ব্বে যাহাদিগের অতিরিক্ত রক্ত নিঃসৃত হয়, এবং তৎসঙ্গে শরীর দুর্ব্বল, নাড়ী-ক্ষীণ ও মৃদু, মুখমণ্ডল পীতবর্ণ এবং হস্তপদ শীতল, তাহাদিগকে সিকেল-করনুটম ৬ষ্ঠ ব্যবস্থা করিবে।

৩। ধমনীতে রক্ত সঞ্চয় হইলে একোনাইট ৩য়, বেলেডোনা ৩য় এবং ব্রাইওনিয়া ৩য় লক্ষণানুসারে অথবা পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

৪। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসরণ, যোনিতে চাপবোধ, জরায়ু বাহিরে নির্গত হইতেছে এরূপ অনুভব, ভাঙ্গিয়া যাইবার ন্যায় পৃষ্ঠদেশে বেদনা বোধ ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা ৬ষ্ঠ ব্যবস্থা করিবে।

৫। রক্তের বর্ণ ঘোরাল, কৃষ্ণবর্ণ এবং ঘন ঘন চাপ চাপ ও ঝলকে ঝলকে সতেজে নির্গম, ইহার সহিত প্রসব বেদনার ন্যায় জরায়ুতে চাপ ও বেদনা বোধ এবং সর্ব্বদা প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, পিপাসা, মুখ মলিন, হস্ত ও পদ শীতল, স্বভাব খিট্‌খিটে, মূর্চ্ছা বিশিষ্ট রোগী ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামো-মিলা ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করা যায়।

৬। জরায়ুর রক্তস্রাবের পক্ষে ক্রোকস ৬ষ্ঠ বিশেষ মহৌষধ। সামান্য সঞ্চালনে রক্ত নির্গত হয় এবং এরূপ অনুমান হয় যেন উদর মধ্যে একটী গোলা নড়িয়া বেড়াইতেছে। অঙ্গে সড় সড়ি অনুভব, পিপাসা, নিদ্রিতা-বস্থায় চমকিয়া উঠা, হৃৎস্পন্দন ও মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি লক্ষণে উপরোক্ত ক্রোকস ব্যবস্থেয়।

৭। কখন রক্ত তরলভাবে, কখন ঘন চাপ চাপ নির্গত হয়, এই সঙ্গে উদর ও কটিতে বেদনা, নাড়ী পুষ্ট ও তাহার গতি দ্রুত, ত্বক উত্তপ্ত ইত্যাদি লক্ষণে ফেরম ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করা যায়।

৮। অতিশয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রক্তোনির্গম, জরায়ুতে বেদনা, সর্ব্ব শরীর

কম্পন, উদরে বেদনা, নাড়ীক্ষণ ও তাহার গতি দ্রুত, মস্তক ভার ইত্যাদি লক্ষণে চায়না ৬ষ্ঠ ব্যবস্থা করিবে।

৯। রজোবাহুল্য সংযুক্ত যকৃৎ বৃদ্ধি ও তাহাতে বেদনা হইলে এসিড ফস্ফরিক ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিবে।

১০। জরায়ুজ মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া) বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রজোবাহুল্য থাকিলে হাইওসায়েমুস ৬ষ্ঠ ব্যবস্থা করিবে।

অতিরিক্ত রক্তো নির্গত হইলে ৬ষ্ঠ ক্রমের ঔষধ সেবন না করাইয়া ৩য় ক্রমের ঔষধ সেবন করাইবে। পীড়া সামান্য বা পীড়ার উপশম হইলে ৩।৪ বা ৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবন করাইবে। মধ্যে মধ্যে উদরে, যোনিতে ও উরুতে শীতল জলসেক করিবে এবং উদরে শীতল জলের পটি দিবে।

জরায়ুজ মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া।

এই পীড়াটী স্নায়বিক পীড়ার অন্তর্গত। স্ত্রীলোক ব্যতীত দুই একজন পুরুষেরও এই পীড়া হইয়া থাকে। পীড়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে কখন কখন অধিক পরিমাণে পরিষ্কার প্রস্রাব বা অনিয়মিত তরল ভেদ হইয়া থাকে। কখন কখন বাম কুক্ষিতে হড় হড় শব্দ হয়, কখন বা একটা গোলার ন্যায় গলনালীর মধ্যে উঠিতে থাকে এরূপ অনুভব হয়, ইহাকে গোলক জরায়ুজ মূর্চ্ছা বলে। দুর্ব্বলতা, জনাকীর্ণ ও উষ্ণস্থানে বাস, সর্ব্বদা উৎসাহজনক ব্যাপারে লিপ্ত থাকা, শিথিলভাবে বস্ত্র পরিধান, উপযুক্তরূপে অঙ্গচালনার অভাব, মানসিক চিন্তা, সর্ব্বদা লাম্পট্য বিষয়ে চিন্তা, ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করা ইত্যাদি কারণে এই পীড়া জন্মে। পীড়ার উত্তেজক কারণ হঠাৎ রজো-রোধ, শ্বেতনিঃসরণ, উদরাময়, মানসিক চিন্তা, ভয়, রাগ, শোক, অসন্তোষ, নিরুৎসাহ, নৈরাশ ও বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

এই রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে পাকস্থলীর বামপার্শ্ব সাঁটিয়া ধরে ও উদর স্ফীত হয় এবং সেই সঙ্গে পাকস্থলীর মধ্যে একটা গোলা পাকাইয়া মুখের দিকে উঠিতে থাকে। এইরূপ লক্ষণের পরেই রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও দাঁতে দাঁত লাগে, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন এবং কখন বা চিৎকার শব্দ করে,

শরীরের সমস্ত মাংসপেশীর আক্ষেপ জন্মে, হস্ত, পদ ও জানুস্থ মাংসপেশীর খেচন হয়। এইরূপে ক্রমাগত ৪।৫।৬ বার আক্ষেপ হইয়া ক্রমে প্রস্রাব নির্গত হইলে রোগের তেজ অনেক কমিয়া যায়, তখন রোগী দুর্ব্বল অবস্থায় পড়িয়া থাকে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় মৃগীরোগের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু মুখে গাঁজলা উঠে না। এই পীড়ার সূত্রপাতাবস্থায় উদর স্ফীত হয়, উদর, বক্ষ, মস্তক ও পৃষ্ঠে অতিশয় যন্ত্রণা হয়। ক্রমে উদ্গার, মস্তক ঘূর্ণন, চিন্তা, অবসন্নতা, কষ্টকর শ্বাস, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, মূর্চ্ছা এবং অজ্ঞানাবস্থায় হস্ত ও পদের আক্ষেপ ঘটিয়া থাকে।

অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

পীড়ার আক্রমণকালে শীতল জলসেক ও পরিধেয় বস্ত্র শিথিল করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞানাবস্থায় মস্তক ও মুখমণ্ডলে জল সিঞ্চন করিবে। এমোনিয়ার আঘ্রাণ মধ্যে মধ্যে গ্রহণ করাইতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়।

সুস্থাবস্থায় শরীরের বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং যাহাতে কোষ্ঠ পরিস্কার থাকে, তাহার চেষ্টা করিবে। ঋতুর কোনরূপ গোলযোগ থাকিলে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিবার চেষ্টা করা উচিত। রজোবাহুল্যের কারণ পীড়া হইলে সঙ্কোচক ঔষধ সেবন এবং এলম মিশ্রিত জলে উরুদেশ ধৌত করিয়া ফেলিবে। যদ্যপি কম পরিমাণে নির্গত হয়, তাহাহইলে এলো সংযুক্ত বিরেচক ঔষধ ও অল্প মাত্রায় ষ্টীকনিয়ার (লৌহ ঘটিত ঔষধের) সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন এবং উষ্ণজলে উরুদেশ ধৌত করাইবে। কম্পাউণ্ড ডিককসন এলোজ ও কম্পাউণ্ড আয়রন মিকশ্চার একত্রে মিশ্রিত করণান্তর দিবসে ৩ বার সেবন ব্যবস্থা। ৪ গ্রেণ পরিমাণে কম্পাউণ্ড এসাফেটিডা পিল ও সিকি গ্রেণ ষ্ট্রাক্ট নক্সভমিকা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

আক্রমণাবস্থা।

রোগের আক্রমণাবস্থায় রোগীকে এরূপ স্থানে শয়ন করাইয়া রাখিবে;

যথায় প্রচুর পরিমাণে শীতল বাতাস লাগিতে পারে। রোগীর পরিধেয় বস্ত্র শিথিল করিয়া দিবে এবং চক্ষু, মুখ ও মস্তকে শীতল জলসেক করিবে।

১। অজ্ঞানাবস্থায় মস্তকে রক্তসঞ্চয়, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, গ্রীবার শিরা সকল স্ফীত, হস্ত ও পদের খেচুনী, দন্তে দন্ত পেষিত ইত্যাদি লক্ষণে বেলে-ডোনা ৩য় প্রদান করিবে।

২। হঠাৎ বিষণ্ণভাবে মূর্চ্ছিত হইলে এবং অবসন্নতা, কষ্টকর শ্বাস ও হৃৎস্পন্দন হইলে ভিয়োলা-এডোরেটা ৩য় ব্যবস্থা করা উচিত।

৩। জরায়ুর কোনরূপ গোলযোগ জনিত হস্ত ও পদের খেচুনী, রোগের অবস্থায় মনোভঙ্গ এবং কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন বা নিস্তব্ধ, প্রস্রাব বন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সিকেল-করনুটম ৬ষ্ঠ দেওয়া যায়।

৪। ধর্ম্মভাব জন্য বিমর্ষ হইয়া মূর্চ্ছিত হইলে, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলে এবং বক্ষে চাপবোধ, অজ্ঞানাবস্থায় হাস্য বা ক্রন্দন করিলে অরম ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিবে।

সহজ অবস্থার চিকিৎসা।

১। আর্ত্তব পীড়াহেতু মূর্চ্ছা, সর্ব্বদা দুঃখিত ভাবে অবস্থান, ঠাণ্ডা প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের এই পীড়া উপস্থিত হইলে পল্‌সেটিলা ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করা উচিত।

২। মৃগীরোগের সদৃশ মূর্চ্ছা এবং যাহাদের রজোবাহুল্য পীড়ার সহিত ইহার যোগ থাকে, মূর্চ্ছার সহিত শ্বাসরোধ, উদ্গার ও বমনেচ্ছা প্রবল থাকে, তাহাদের পক্ষে ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিবে।

৩। অজীর্ণতা, কোষ্টবদ্ধ, অম্লোদ্গার, বিবমিষা, পাকস্থলীতে বেদনা উদরস্ফীতি ও আমাশয়িক পীড়াবশতঃ এই পীড়া হইলে নক্সভমিকা ৬ষ্ঠ ও সলফার ৬ষ্ঠ প্রয়োগ ব্যবস্থা।

৪। ক্রোধ, ভয়, শোক, উপবাস ও মানসিক চিন্তা হেতু এই রোগ উপস্থিত হইলে হাইওসায়েমস ও ইগ্নেসিয়া ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করা যায়।

আক্রমণাবস্থায় ১ ঔন্স জলে অর্দ্ধ ফোঁটা ঔষধ এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এবং সহজাবস্থায় ১ ফোঁটা ঔষধকে তিন ভাগ করিয়া প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

মূর্চ্ছারোগগ্রস্থ রোগীর আক্রমণকালে সর্ব্বদা দাঁতি লাগিয়া থাকে, দাঁতি-লাগা ছাড়াইয়া দিলেও পুনঃ পুনঃ দাঁতি লাগে। এরূপ অবস্থায় দাঁতি ছাড়াইয়া বোতলের কাক অথবা আকের গাঁইট দুই টুকরা দাঁতে লাগাইয়া দিলে জিহ্বা কর্ত্তনের কোন আশঙ্কাই থাকে না। রোগের আক্রমণ সময়ে দাঁতি লাগে ও গলা শুকাইয়া যায়, যাহাতে গলা শুকাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় শীতল জল অল্পে২ খাওয়াইয়া দিবে। যদ্যপি রোগী ঔষধ সেবন করিতে না পারে, তাহাহইলে বেলেডোনার অমিশ্র আরক ২।৩ ফোঁটা কিঞ্চিৎ তুলায় মাখাইয়া আঘ্রাণ করাইবে এবং মেরুদণ্ডের উপর বেলেডনার মূল আরক ১ ভাগ ও তৈল ৪ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া অনবরত মালিস করিবে।

ধাত্রী শিক্ষা।

গর্ভসঞ্চার।

কি প্রকারে গর্ভের সঞ্চার হয়, সে বিষয়ে কাহারও সহিত মতের ঐক্যতা দৃষ্ট হয় না। পিথাগোরস ও আরিষ্টটলের মতে স্ত্রীলোকদিগের ডিম্বাধারের পরিপক্ব ডিম্ব দ্বারা গর্ভের সঞ্চার হয়, পুরুষেরা কেবল স্ত্রীলোকের জীবনী শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয় মাত্র।

গলেনের অভ্যুদয়কাল হইতে এই মত—শুদ্ধ পুরুষদিগের শুক্রকীট দ্বারা গর্ভের সঞ্চার হয়, স্ত্রীলোকদিগের ডিম্বের কোনরূপ সহায়তার আবশ্যক হয় না।

মতান্তরে দেখা যায়, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের উপাদানের অর্থাৎ শুক্রকীটের ও ডিম্বের সংযোগেই গর্ভসঞ্চার হয়। আবার কাহার কাহার এরূপ মত দেখিতে পাওয়া যায় যে, শুক্রকীট দ্বারা গর্ভের সঞ্চার হয় না, কিন্তু বীর্য্য সংযুক্ত সতেজ শুক্রকীট না হইলে কোন ফলই দৃষ্ট হয় না।

যাহাহউক, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্ত্রীলোকদিগের পরিপক্ব ডিম্ব এবং পুরুষদিগের সতেজ শুক্রকীট, এই দুটীটিই গর্ভসঞ্চারের প্রধান উপাদান।

স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গমের শেষ অবস্থায় পুরুষের মুষ্ক হইতে পুরুষাঙ্গ দ্বারা যে বীর্য্য নির্গত হয়, সেই বীর্য্যস্থ কীট স্ত্রীলোকের যোনির ভিতর দিয়া জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে কানল-নলে গমন পূর্ব্বক ডিম্বাধারের পরিপক্ব ডিম্বের সহিত সংযুক্ত হয়, এই মিলনই গর্ভসঞ্চার। এই মিলনে কি প্রকারে নবজীবের উৎপত্তি হয়, তাহা মানব বুদ্ধির অতীত।

আবার সম্মিলন স্থান বিষয়েও মতভেদ দেখা যায়। সাধারণতঃ ডিম্বাধারে ডিম্ব ও শুক্রকীট মিলিত হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপও জানা গিয়াছে যে, কানুল-নল ও যোনির মধ্যে শুক্রকীট পাওয়া যায়।

অবশ্যই সকলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পুত্র কন্যা জন্মিবার কারণ কি? এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া কঠিন, তবে সংক্ষেপে অনুমান দ্বারা এই বলা যাইতে পারে যে, গর্ভসঞ্চারের সময় স্ত্রী ও পুরুষ, যাহার শারীরিক বল অধিক, তাহারই অনুরূপ পুত্র কন্যা জন্মে। কাহার কাহার মতে ঋতুর প্রথম সপ্তাহে গর্ভসঞ্চার হইলে কন্যা ও পরসপ্তাহে পুত্র জন্মে।

স্ত্রী ও পুরুষের অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছা স্বত্বেও গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোকের পূর্ব্বে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা গর্ভসঞ্চারটী অনুভব করিতে পারে। তাহারা বলে যে, সে অবস্থায় পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা বলবতী হয় এবং জননেন্দ্রিয়ের এক প্রকার আক্ষেপ ও উগ্রতা অনুভূত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর ৪র্থ ও ৫ম দিনে গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু এম্, রেসিব্রস্কি বলেন যে, যেরূপ ঋতুর পরে গর্ভের সঞ্চার হয়, সেইরূপ ঋতু হইবার পূর্ব্বেও হইয়া থাকে। ডাঃ কাজো বলেন যে, দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ ঋতু হইবার ১৫।১৬ দিবস পরেও তিনি গর্ভসঞ্চার হইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের সংস্কার স্বতন্ত্র, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস, ঋতুর ৪র্থ বা ৫ম দিবসে সহবাস না করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই।

অনেক সময় স্ত্রী ও পুরুষে সঙ্গম হইয়াও গর্ভের সঞ্চার হয় না, তাহা কেবল পীড়া নিবন্ধন। স্ত্রীলোকেরা যে গর্ভ ধারণ করিবে, এটী তাহাদের স্বাভাবিক নিয়ম, এবং সেই গর্ভের দিন হইতে ২৮০ দিনে অর্থাৎ ৯ মাস ১০ দিনে সন্তান প্রসব করিবে, এটীও স্বাভাবিক নিয়ম।

ভ্রূণের পরিবর্ত্তন।

জরায়ু ভ্রূণের আবাস স্থান, এজন্য ডিম্বকোষ হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া কানল-নলের ভিতর দিয়া জরায়ু মধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করে। ডিম্বাধারে ও কানল-নলের প্রথম অর্দ্ধাংশে ভ্রূণের এরূপ সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন হয় যে, তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও সুন্দররূপে নয়নগোচর হয় কি না সন্দেহ।

কানল-নল মধ্যে ভ্রূণ অণ্ডলাল ও অণ্ডপীত ঝিল্লীদ্বারা আবৃত থাকে।

ঐ ঝিল্লীদ্বয়ের এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয় যে ঐ ঝিল্লীদ্বয়ের ভ্রূণ ঐ নল হইতে যতই জরায়ুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উক্ত ঝিল্লী ভাগ ভাগ হয়। ইহা প্রথমে ১টী হইতে ২টী করিয়া ক্রমে ৩২টী, কিম্বা তদপেক্ষাও বেশী অংশ হইয়া তুঁতফলাকৃতি হইয়া পড়ে। ডিম্বাধার হইতে ভ্রূণ এক সময়েই জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করে না, সচরাচর দ্বাদশ দিবসে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে।

আভ্যন্তরিক ঝিল্লীগহ্বর মধ্যে আর এক প্রকার তরল পদার্থ থাকে, গর্ভ বৃদ্ধির সহিত তাহার পরিমাণের বৃদ্ধি হয়। ঐ তরল দ্রব্যের মধ্যে ভ্রূণ অবস্থিতি করে। প্রসবকালে যে জল ভাঙ্গে এবং সহজ কথায় যাহাকে পান-মুচির জল বলিয়া থাকে।

গর্ভের কয়েক সপ্তাহ পরে গর্ভিণী ও গর্ভস্থ ভ্রূণের সহিত জরায়ু ফুলদ্বারা সংযোগ স্থাপিত হয়। ঐ ফুলের সহিত এবং শিশুর নাভির সহিত যে নাড়ীর সংযোগ, তাহাকে নাভীনাড়ী বলে।

ফুলের আবার দুইটি ভাগ আছে,—বহির্ভাগ ও আভ্যন্তরিক ভাগ। বহি-র্ভাগের সহিত শিশুর নাভির সংযোগ এবং আভ্যন্তরিক ভাগের সহিত গর্ভি-ণীর সংযোগ।

জরায়ু ফুল ও নাভীনাড়ীর চিত্র।



এক্ষণে গর্ভস্থ ভ্রূণের পোষণ ও রক্তসঞ্চলন ক্রিয়া কিরূপে সাধিত হয়, তাহার বিষয় বলা যাউক। সাধারণতঃ সকলেই এইরূপ জানেন যে প্রসূতির

শরীর হইতেই জ্রূণ পরিপুষ্ট হয়। কাহার কাহার মতে জরায়ু হইতে যে সকল তরল রস নির্গত হয়, তাহার দ্বারাই জ্রূণের পোষণ হইয়া থাকে। কাহার মত এইরূপ যে, জরায়ুফুলই নাভিনাড়ী দ্বারা সমস্ত পোষক দ্রব্যাদি জ্রূণকে যোগায়।

গর্ভস্থ ভ্রূণের আকার।

শুক্রকীট অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পর তৃতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বে ইহাকে স্পষ্ট মনুষ্যাকারে প্রতীয়মান হয় না। এই সময় গত হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার আকার লম্বা, মধ্যভাগ স্ফীত, এক দিগের অগ্রভাগ ভোঁতা। ইহা লম্বে ৪।৫ সুতা এবং গুরুত্ব অনুমান ২ গ্রেণ। এই সময় শুদ্ধ মস্তকের অঙ্কুর মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। পার্শ্বের চিত্র দ্রষ্টব্য।



পঞ্চম সপ্তাহে দুইটী চক্ষুর চিহ্ন স্বরূপ দুইটী কৃষ্ণবর্ণ দাগ লক্ষ্য হয়। লম্বে দুই ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ, গুরুত্ব ১৫ গ্রেণ। মেরুদণ্ডের ভাগ ও পৃষ্ঠদেশ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এই সময় হইতে হৃৎপিণ্ডের ও হৃদয়ের অঙ্কুর হইতে থাকে।

সপ্তম সপ্তাহ হইতে অস্থি নির্ম্মিত হয়। প্রথমে কণ্ঠাস্থি পশ্চাৎ নিম্নচিবুকাস্থি প্রকাশিত হয়। এই সময় ইহা লম্বে ১ ইঞ্চি।

দ্বিতীয় মাসে হস্তের চিহ্ন প্রকাশিত হয়, কিন্তু এ সময় অঙ্গুলি প্রকাশিত হয় না। সমস্ত শরীর অপেক্ষা মস্তক একতৃতীয়াংশ বৃহত্তর অনুমিত হয়, চক্ষুদ্বয় স্পষ্ট দেখা যায়, এ সময় চক্ষুপত্রের অঙ্কুর হইয়া থাকে; নাসিকা লম্বা, নাসারন্ধ্র গোলাকার ও স্বতন্ত্র। মুখগহ্বর বিস্তৃত। গাত্রচর্ম্ম হইতে উপত্বক বিভিন্ন করা যায়। ইহা লম্বে ১৷৷০ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি এবং ৩।৫ ড্রাম। পার্শ্বে চিত্র দেওয়া হইল।



দশম সপ্তাহে মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়, অঙ্গুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, পদাঙ্গুলি ক্ষুদ্র ভাঁটার ন্যায় দেখায়। ভ্রূণ অপেক্ষা নাভিনাড়ী লম্বে বড়। এই সময় ভ্রূণ লম্বে ২ ইঞ্চি, গুরুত্ব ১॥০ ঔন্স।

তৃতীয় মাসে অক্ষিপত্র সহ চক্ষু, ললাট, নাসিকা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ওষ্ঠ অঙ্কুরবৎ, গ্রীবা, মস্তক ও বক্ষের মধ্যভাগ স্পষ্ট অনুভূত হয়, লিঙ্গ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। এই সময় লম্বে ৫.৬ ইঞ্চি এবং গুরুত্ব ৩৪ ঔন্স। এই সময় আকর্ণন যন্ত্রদ্বারা হৃৎপিণ্ডের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়।

চতুর্থ মাস। ইহার পূর্ব্বে ভ্রূণ যেমন শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, এ সময় হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত আর সেরূপ হয় না। মস্তক অতিশয় বৃহৎ এবং তাহাতে শ্বেত কেশ জন্মে। মুখমণ্ডল বর্দ্ধিত হয়, চক্ষু, নাসিকা ও মুখগহ্বর মুদিত থাকে, চর্ম্মের বর্ণ গোলাপী আভা বিশিষ্ট। হঠাৎ এ অবস্থায় প্রসব হইলে ভ্রূণ ২।১ ঘণ্টা জীবিত থাকিতে পারে।

পঞ্চম মাসে আকার প্রকার অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নিম্নে চিত্র দেওয়া গেল।



ষষ্ঠ মাসে কেশ লম্বা ও ঘন, মুক ক্ষুদ্র ও লাল; কিন্তু বিচি থাকে না। লম্বে ১১ হইতে ১২॥০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত।

সপ্তম মাসে শরীর দৃঢ় এবং অঙ্গের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত হয়।

এ সময় শরীর অপেক্ষা মস্তক আর বৃহৎ থাকে না, শরীরের অনুরূপ মস্তক হয়।

অষ্টম মাসে চর্ম্ম অতিশয় লাল, নিম্ন-চিবুকাস্থির সমভাব, মুস্ক মধ্যে সচরাচর বামদিকে একটী বিচি জন্মে। এই সময় গর্ভস্থ ভ্রূণ প্রায় এক হস্ত পরিমিত এবং গুরুত্ব প্রায় ২।২॥০ সের হইয়া থাকে।

৯ম মাস—গর্ভের প্রথম তিন মাস শীঘ্র২ বর্দ্ধিত হয়, পরের তিন মাস অতি অল্প এবং শেষের তিন মাস শীঘ্র২ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এ সময় সমস্ত অঙ্গই সামঞ্জস্যরূপে বর্দ্ধিত হয়, কোন অঙ্গেরই অভাব থাকে না। এই সময় প্রসূতি গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করে। প্রসব হইবার পূর্ব্বে গর্ভস্থ সন্তান কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করে, নিম্নে তাহার চিত্র দেওয়া হইল।



গর্ভের লক্ষণ।

শূন্যগর্ভা স্ত্রীলোকদিগের শোণিত যেরূপ বেগে নিঃসরণ হয়, গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের শোণিত তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে দ্রুতবেগে সঞ্চরণ করে

এবং সেই শোণিতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সূতার ন্যায় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইবার পর তাহার শরীর দিন দিন পুষ্ট হইতে থাকে। এইরূপ শরীরগত অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়।

এ সময় স্ত্রীলোকের রজোরোধ, বিবমিষা, লালা ও দুগ্ধনিঃসরন, বর্দ্ধিত স্তন ও বর্দ্ধিত উদর, ভ্রূণসঞ্চার, ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন এবং জরায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

১। রজোরোধই গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ। গর্ভের সঞ্চার হইলেই ঋতুরোধ হইয়া যায়। সন্তানকে স্তনপ্রদান কালীনও ঋতু বন্ধ হইতে দেখা গিয়া থাকে।

২। বিবমিষা। জরায়ুর সহিত আমাশয়ের এরূপ সংযোগ আছে যে, গর্ভের সঞ্চার হইলেই বমনেচ্ছা ও বমন হইয়া থাকে। কোন খ্যাত-নামা ডাক্তার এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, গর্ভাবস্থায় বমনেচ্ছা না হইলে গর্ভস্থ ভ্রূণ পরিবর্দ্ধিত হয় না।

৩। লালানিঃসরণ। জরায়ুর সহিত লালাক্ষরণ গ্রন্থিরও সংযোগ হেতু লালানিঃসরণ হইয়া থাকে।

৪। দুই মাস গত হইলেই গর্ভিণীর স্তনে বেদনা, স্তন বর্দ্ধিত এবং স্তনে পাতলা রসের ন্যায় দুগ্ধনিঃসৃত হয়।

৫। গর্ভসঞ্চারের দুইমাস পরে স্তনের চতুর্দ্দিক এবং চুচুক কৃষ্ণবর্ণ হইতে থাকে।

৬। জরায়ু মধ্যে ভ্রূণ যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উদরও তে-মনি বর্দ্ধিত হয়।

৭। ভ্রূণসঞ্চার—৪র্থ বা ৫ম মাসে প্রসূতি গর্ভমধ্যে শিশুর সঞ্চরণ অনু-ভব করিতে সক্ষম হয়।

৮। ষ্টেথিস্কোপ যন্ত্রের এক ভাগ গর্ভিণীর উদরে ও অপর ভাগ কর্ণে লাগাইয়া শুনিলে শিশুর হৃৎস্পন্দনের শব্দ স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ৫ম মাস গর্ভকালীন এক মিনিটে ১৬০ বার এবং নবম মাসে ১১০ বার গর্ভস্থ শিশুর হৃৎস্পন্দন হয়।

৯। জরায়ুর পরিবর্ত্তন—গর্ভসঞ্চারের পর হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে।

এই সকল লক্ষণই গর্ভের প্রকৃত লক্ষণ। কখন কখন এরূপ হইয়া থাকে যে, কোন কোন স্ত্রীলোকের গর্ভের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া কিছুদিন পরে সে সমুদয় লক্ষণ চলিয়া যায়; ইহা পীড়ার মধ্যে গণ্য। আমাদের দেশে বিধবাদিগের যদ্যপি এরূপ অবস্থা ঘটে, তাহাহইলে তাহার মহা বিপদ। আত্মীয় স্বজনের নিকট অসতী বলিয়া কত লাঞ্চনা ভোগ এবং সংসারের কণ্টকস্বরূপ হইয়া বাস করিতে হয়। ক্রমে প্রসবকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর সকলের চৈতন্য হইয়া থাকে। চৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত চিকিৎসককে কেহই ডাকেন না। এ অবস্থায় যোনি পরীক্ষা আবশ্যক। আভ্যন্তরিক পরীক্ষা ব্যতিরেকে পীড়ার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায় না। পীড়ার প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া পশ্চাৎ ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গর্ভে ভ্রূণের মৃত্যু।

ভ্রূণের সহিত গর্ব্বিণীর অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। কেননা গর্ভিণীর কোনরূপ পীড়াদি হইলে গর্ভস্থ ভ্রূণও পীড়িত হয়। প্রসবের পরে এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, গর্ভিণী গর্ভাবস্থায় যে পীড়ায় আক্রান্ত, শিশুরও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

গর্ভস্থ ভ্রূণের সহিত গর্ব্বিণীর এত নিকট সম্বন্ধ হইলেও গর্ভস্থ ভ্রূণের পীড়াদির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় না, তত্রাচ গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু হইলে বাহ্যিক লক্ষণাদি দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়।

গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হইলে শিশুর সঞ্চলন রহিত হয়, উদর শিথিল ও শীতল হইয়া পড়ে। তদ্ব্যতীত জরায়ু স্ফীত ও শিথিল, উদর মধ্যে ভারবোধ, স্তন শিথিল ও দুগ্ধনিঃসরণ রোধ এবং গর্ভিণীর শরীর অসুস্থ বোধহয়। ক্ষুধামান্দ্য, মুখশ্রীর বিবর্ণতা, শরীর শীর্ণ, চক্ষুর নিম্নে কালসিটে দাগ, দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস এবং পুনঃ পুনঃ কম্পন অনুভূত হয়। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া বিবেচনা করিলে গর্ভস্থ ভ্রূণের যে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু হইলে প্রসূতী গর্ভে শিশুর সঞ্চলন অনুভব করিতে পারে না এবং

উদরে ষ্টেথিস্কোপ যন্ত্র লাগাইয়া আকর্ণন করিলেও ভ্রূণের হৃৎস্পন্দনের শব্দ অনুভূত হয় না।

দ্বি-গর্ভ।

দ্বিগর্ভযুক্ত গর্ব্ভিণীর উদর অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত, সম্মুখ ভাগ চেপ্টা এবং দুই ভাগে বিভক্ত, এরূপ অনুভূত হয়। ভ্রূণের অস্বাভাবিক সঞ্চলন অনুভব হয়, অন্ত্র মধ্যে কখন নিম্নে কখন বা উর্দ্ধে সঞ্চলন জানিতে পারা যায় এবং নিম্নস্থ অঙ্গের অস্বাভাবিক স্ফীতি বোধ হয়। জরায়ু মধ্যে যমজ সন্তান যে ভাবে থাকে, নিম্নে তাহার চিত্র দেওয়া গেল।



স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ একেবারে একটির অধিক সন্তান প্রসব করে না বটে, কিন্তু কখন কখন যমজ সন্তানও প্রসব করিতে দেখা যায়। অনেক সময় একগর্ব্ভে তিনটী এবং চারটী সন্তান জন্মিতেও শুনা গিয়াছে। ইহার কারণ বিষয়ে ডাক্তারদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়, ইহার যথার্থ কারণ অদ্যাপি কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ডাঃ চার্চ্চ হিল বলেন যে,

কাল্পনিক কারণ নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা সরলভাবে অজ্ঞানতা স্বীকার করা উচিত।

কাহার কাহার মতে দেশের জল বায়ু, সভ্যতা ও ঋতু পরিবর্ত্তন অনুসারে এক সময়ে বা অল্পকাল ব্যবধানে অনেক শিশু ভূমিষ্ট হইয়া থাকে। কাহার মতে স্ত্রীলোক বিশেষের এরূপ অনেক গর্ভ হয়। আবার কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, একটী ডিম্ব হইতে এবং একবার সঙ্গমে একের অধিক ভ্রূণ জরায়ু মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কাহার মতে গর্ভসঞ্চারের সময় এক সঙ্গমে অনেক গর্ভ হয়। ইহার মধ্যে যে সকল স্ত্রীলোকের অনেক ভ্রূণ গ্রহণীশক্তি প্রবল থাকে, তাহাদের জরায়ু মধ্যে দুই বা ততোধিক ভ্রূণ পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া ভূমিষ্ট হয়। কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোকদিগের দুইটী জরায়ু আছে, অথবা একটি জরায়ু আবশ্যক মতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

যাহাহউক, বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অনেক জরায়ু না থাকিলেও অনেক গর্ভ হইতে পারে। দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, এক সঙ্গমে অনেক গর্ভ হয় না, অনেক সঙ্গমের আবশ্যক হয়। ছাগ, বিড়াল, কুক্কুর প্রভৃতির সঙ্গম বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই সবিশেষ জানিতে পারা যায়।

গর্ভাবস্থায় প্রসূতির শুশ্রুষা।

এ সময়টিতে স্ত্রীলোকের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারণ প্রসূতির অযত্নে গর্ভস্থ শিশুরও অমঙ্গলের আশঙ্কা। যখন প্রসূতির উন্নতিতে শিশুর উন্নতি, প্রসূতির দুর্গতিতে শিশুর দুর্গতি, প্রসূতির বলেই শিশুর বল, প্রসূতির পুষ্টিতেই শিশুর পুষ্টি, প্রসূতির রক্তেই শিশুর রক্ত, প্রসূতির জীবনেই শিশুর জীবন, তখন প্রসূতির প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় প্রসূতির পরিচ্ছদ, খাদ্য, আহার বিহার ইত্যাদি সকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ, প্রসূতির অতি সামান্য অনিয়মে গর্ভস্থ ভ্রূণকে অসময়ে গর্ভ ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

প্রসূতির পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। পরিধৃত বসন

কদাচ আঁটিয়া পরা উচিত নহে; কারণ, যখন প্রসূতির রক্তেই শিশুর রক্ত, তখন বস্ত্র কসিয়া পরিলে শিশুর শরীর মধ্যে রক্ত প্রবেশের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। ভ্রূণের শরীরে রীতিমত রক্ত যাতায়াত করিতে না পারিলে তাহা বর্দ্ধিত না হইয়া অকালে নষ্ট হইয়া যায়। অপরিষ্কৃত ও আর্দ্র বস্ত্র কদাচ পরিধান করিতে দিবে না।

আহারীয় দ্রব্যাদির বিষয়েও সাবধানতা আবশ্যক। কারণ, প্রথম ভাগে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে, এই আহারীয় দ্রব্যের সারাংশ হইতেই দেহের যাবতীয় উপাদান প্রস্তুত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, যখন আহারীয় দ্রব্যের তারতম্যানুসারেই দেহের হিতাহিত সাধিত হইয়া থাকে, তখন সকলেরই কর্ত্তব্য যে, আহারীয় দ্রব্যাদির বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উদরাময়ের সম্ভাবনা থাকে, সে সকল দ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্যাদি কদাচ ভক্ষণ করিবে না, কেননা উদরাময়ের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভস্রাবও হইতে পারে।

লঘুপাক ও পুষ্টিকর দ্রব্যাদি ভোজন করা উচিত। অতিরিক্ত ভোজন যেমন হানিজনক, উপবাসও তদ্রূপ অপকারী। এইটি বিবেচনা করিলে কোন অনিষ্টেরই আশঙ্কাই থাকে না। গর্ভাবস্থায় নানাবিধ দ্রব্য ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায় জন্মে বটে, কিন্তু যে সকল দ্রব্য দেহের হিতকারক এবং যাহা ভক্ষণ করিলে অপকারের কোনরূপ আশঙ্কাই নাই, সেইরূপ দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য।

প্রতিদিন প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করা উচিত। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল ও মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে।

গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করা উচিত। অতিশয় পরিশ্রম যেমন অপকারী, অতিশয় অলস হওয়াও ততোধিক কষ্টকর। অতিশয় পরিশ্রম করিলে গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা এবং অলস হইলেও প্রসবকালে প্রসূতির কষ্ট ও শিশু জড়ের ন্যায় ভাবাপন্ন হয়। গর্ভাবস্থায় অলস হইয়া থাকা কখনই উচিত নহে, কারণ পরিশ্রমি স্ত্রীলোক অপেক্ষা অলস গর্ভিণীরা প্রসবকালে বিস্তর কষ্টপায়। গর্ভাবস্থায় দূরদেশে গমন অথবা কোনরূপ যানবাহনে দূরগমন কর্ত্তব্য নহে, ইহাতে গর্ভপাতের সম্ভাবনা। যদ্যপি একান্ত গমন

করা আবশ্যক হইয়া উঠে, তাহাহইলে ৭।৮ মাসের নিম্নে কদাচই প্রেরণ করা উচিত নহে। আমাদের মতে গমনাগমন না করাই শ্রেয়স্কর।

সচরাচর গর্ভের প্রথম তিন মাস মধ্যেই গর্ভপাত হইয়া থাকে, এ কারণ ঐ তিন মাস কাল বিশেষ সতর্কতার সহিত থাকা কর্ত্তব্য। ধনী স্ত্রীলোক অপেক্ষা দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা প্রসবকালে অতি অল্পই কষ্ট পাইয়া থাকে। কারণ তাহারা ধনী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অলস হইয়া কালযাপন করে না।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত। যে সকল কার্য্যে গর্ব্ভিণীর মনে আনন্দ জন্মে, সেই সকল কার্য্য করিবে। যে কার্য্য চিন্তাজনক ও যাহাতে দুঃখ জন্মে, সে সকল কার্য্য বর্জ্জনীয়। কোন ভয়াবহ বা বিপদসঙ্কুল স্থানে গর্ভিণীকে একাকী যাইতে দেওয়া উচিত নহে। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির মনের ভাব যেরূপ থাকে, গর্ভস্থ শিশুর মনের ভাবও তদ্রূপ হয়।

গর্ভাবস্থায় শারীরিক গোলযোগ।

গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার শারীরিক বৈলক্ষণ্য ঘটে, সেই সকল বৈলক্ষণ্য দূর করিবার জন্য নিম্নে তাহার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল।

১—রজোনিঃসরণ।

গর্ভাবস্থায় রজোনিঃসরণ কোন কোন স্ত্রীলোকের দৃষ্ট হয়। এই পীড়ার শান্তি করা আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় রজোনিঃসরণ দেখা গেলে ককিউলস ৩০ ক্রমের ১ ফোঁটা ঔষধ ২ ঔন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ৩ ভাগ করিবে, পশ্চাৎ দিবসে ৪ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার সেবন করিবে। এইরূপে ২।৩ দিবস ব্যবহারের পর উপকার না দর্শিলে ফস্ফরস্ ৩০ ক্রমের ঔষধ ঐ নিয়মে সেবন করিবে।

২—বিবমিষা বা বমন।

গর্ভাবস্থায় বিবমিষা বা বমন উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। সামান্য অবস্থায় প্রতিকার না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত হইলে তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক। ইপিক্যাক ৩০ ক্রমের ১ ফোঁটা ঔষধকে দুই ভাগ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে।

যদ্যপি প্রতি আহারের পর বমনেচ্ছা বা বমন হয়, তবে পল্‌সেটিলা ৩০

ক্রমের ঔষধ ঐ নিয়মে সেবনের ব্যবস্থা। এ অবস্থায় নক্স্‌ভমিকা ৩০ এবং সিপিয়া ৩০ ক্রমের ব্যবহার হইতে পারে।

৩—কোষ্ঠবদ্ধ।

শরীর মধ্যে উদরাময় অপেক্ষা কোষ্ঠবদ্ধ যদিও সুলক্ষণ বটে, তথাপি এই পীড়ায় কষ্টভোগ করা উচিত নহে। গর্ভাবস্থায় যদ্যপি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তাহাহইলে প্রতিদিন রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে এক গ্ল্যাস শীতল জল পান করিলে আর মলবদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ইহাতেও যদ্যপি কোষ্ঠবদ্ধ দূর না হয়, তাহাহইলে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে ৩০ ক্রমের নক্সভমিকা, ৩০ ব্রাইওনিয়া, অথবা ৩০ ক্রমের সল্‌ফর, ইহার মধ্যে কোন একটি ঔষধ মনোনীত করিয়া অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় একবার মাত্র সেবন করাইবে। প্রথমতঃ নক্সভমিকা সেবন করাই উচিত, পশ্চাৎ অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

৪—উদরাময়।

গর্ভাবস্থায় উদরাময় পীড়া অতিশয় ভয়প্রদ, কারণ ইহাতে হঠাৎ গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য সত্বরই ইহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

গর্ভাবস্থায় যদ্যপি উদরাময় দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে পল্‌সেটিলা, ক্যামোমিলা ডল্‌কেমারা, অথবা সলফর লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করিবে। সকল ঔষধগুলিই ৩০ ক্রমের ব্যবহার করা উচিত। প্রথমতঃ ক্যামোমিলা এবং পলসেটিলা প্রদান করিবে, পশ্চাৎ অন্যান্য ঔষধ।

৫—বুকজ্বালা।

গর্ভাবস্থার প্রথমেই এই পীড়ার উপসর্গ ঘটিয়া থাকে, যদিও ইহাতে আশঙ্কার কোন কারণ নাই, তত্রাচ প্রতিকার করা আবশ্যক।

৩০ ক্রমের নক্সভমিকা অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রার প্রতিদিন ২।৩ বার হিসাবে ২।৩ দিন সেবন করাইবে। ইহাতে উপকার না হইলে পল্‌সেটিলা ও সল্‌ফার লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা উচিত।

৬—কটি ও কুক্ষিদেশে বেদনা।

গর্ভাবস্থায় কটি ও কুক্ষিতে কন্‌কনে বেদনা উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার করা উচিত, কারণ ইহা অতি কষ্টদায়ক পীড়া।

যতক্ষণ পীড়ার উপকার না হইবে, ততক্ষণ ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ৬ ক্রমের এক ফোঁটার তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ এক ফোঁটা ঔষধকে জলে ফেলিয়া ৩ বার) মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর এক একবার সেবন করাইবে। অঙ্গ সঞ্চালনে যদ্যপি বেদনা অনুভূত হয়, তাহাহইলে ৬ ক্রমের সিকেল-কর্‌নুটম ঐরূপ মাত্রায় এবং ঐরূপ নিয়মানুসারে সেবন করান উচিত।

জ্বর।

গর্ভধারণ কালীন প্রথম প্রথম কয়েক মাস অল্প পরিমাণে জ্বরভাব হয়। প্রথমতঃ এ জ্বরে ঔষধাদি প্রয়োগের আবশ্যক হয় না, তবে যদ্যপি কিছুতেই এ জ্বর পরিত্যাগ না হয়, তাহাহইলে ৩০ ক্রমের একোনাইট একতৃতীয়াংশ মাত্রায় ৬ ঘণ্টা অন্তর এক একবার সেবন করাইবে।

হৃৎস্পন্দন।

যাহারা প্রথম গর্ভবতী হয়, তাহাদের প্রায়ই হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া থাকে। ইহাতে গর্ভিণীর অতিশয় কষ্ট হয়, তজ্জন্য ইহার প্রতিকার করা একান্ত আবশ্যক।

যাহার এই কষ্টদায়ক পীড়া উপস্থিত হইবে, তাহাকে ৩০ ক্রমের পল্‌-সেটিলা অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন দুইবার সেবন করিতে দিবে।

অনিদ্রা।

গর্ভাবস্থায় অনেক স্ত্রীলোকের সুনিদ্রা হয় না, কিন্তু নিদ্রা না হইলে অজীর্ণতা, উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ায় আক্রমণ করিতে পারে; সুতরাং ইহার প্রতিকার করা আবশ্যক।

রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কাফি ৬ ক্রমের অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করিবে।

কাশী।

এরূপ অবস্থায় কোন কোন স্ত্রীলোকের শুষ্ক কাশী প্রযুক্ত অতিশয় কষ্ট হয়, এমন কি কাশীর বেগজনিত গর্ভস্থ ভ্রূণও বিচলিত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

শুষ্ক কাশী উপদ্রবে ৬ ক্রমের একোনাইট একতৃতীয়াংশ মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে। এইরূপে ৫।৬ বার সেবন করিয়াও যদি উপকার না হয়, তাহাহইলে নক্সভমিকা ১২ ক্রমের ঔষধ ঐরূপ নিয়মে সেবন করা উচিত।

স্ফীতি।

গর্ভাবস্থায় কোন কোন স্ত্রীলোকের হস্ত ও পদ স্ফীত হইয়া থাকে। ক্রমে উরুদেশ পর্য্যন্তও স্ফীত হয়।

এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত ৩০ ক্রমের ব্রাইওনিয়া একতৃতীয়াংশ মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে। ইহাতে উপকার না দর্শিলে ৩০ সল্‌ফার ঐ নিয়মে সেবন ব্যবস্থা।

শিরঃপীড়া।

কোন কোন স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থার প্রথমেই শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে, সুতরাং তাহা নিবারণ করা উচিত।

এই রোগ উপস্থিত হইলে ৩০ বেলেডোনা বা ৩০ নক্সভমিকা এক-তৃতীয়াংশ মাত্রায় সেবন করা উচিত। প্রথম ঔষধে উপকার না হইলে দ্বিতীয় ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

গর্ভপাত।

যে সকল স্ত্রীলোকের একবার গর্ভপাত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে পুনর্ব্বার গর্ভপাত হইবার অধিক সম্ভাবনা, এ জন্য গর্ভের সঞ্চার হইতেই তাহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। গর্ভের সূত্রপাত হইতে ৬ মাসের মধ্যে প্রসব হইলে তাহাকে গর্ভপাত বলা যায়, কিন্তু ৭ মাসের মধ্যে প্রসব হইলে আর তাহাকে গর্ভপাত বলা যায় না। কেননা ৭ মাসের ভূমিষ্ট সন্তান অনেকে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, এখনও সাতাশে ছেলে বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

গর্ভপাত হইবার কারণ অনেক আছে। অন্যান্য কারণ এস্থলে উল্লেখ না করিয়া আমরা কেবল উত্তেজক কারণই উল্লেখ করিব।

গর্ভাবস্থায় উদরাময়, কোনরূপ আঘাত লাগা, কোন গুরু বস্তু উঠাইতে চেষ্টা করা, গর্ভাবস্থায় পুরুষসহবাস, কোনরূপ যানবাহনে গমনাগমন, মানসিক বৃত্তির উত্তেজন, রাগ, শোক, ভয়, জ্বর অথবা কোনরূপ সাঙ্ঘাতিক পীড়া, গর্ভস্রাবকারী ঔষধ সেবন ইত্যাদি কারণে গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

৩।৪ মাসের গর্ভের সময় গর্ভস্রাব হইবার উপক্রম হইলে ঠিক প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও ঘন ঘন বেদনা হয়, জরায়ু ও যোনিমুখ ক্রমে বিস্তৃত এবং যোনি হইতে রক্তমিশ্রিত রস নির্গত হইতে থাকে। ইহার সমস্ত লক্ষণই প্রসব বেদনার পূর্ব্ব লক্ষণের ন্যায়। গর্ভপাত যদ্যপি সহজে ও অল্পায়াসে বন্ধ না হয়, তাহাহইলে ক্রমশঃ সাংঘাতিক হইয়া উঠে। গর্ভপাত হইলে এত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয় যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই গর্ভিণী দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী ধাত্রীকে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় ঔষধ সেবন অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক নিয়ম সকলও রক্ষা করা উচিত।

১। গর্ভপাত নিবারণ করিবার পক্ষে—সেবাইনা ৬ষ্ঠ একটী মহৌষধ। গর্ভপাতের উপক্রম দেখিলে এই ঔষধ সেবন করা উচিত। ইহাতে প্রায়ই গর্ভপাত হয় না। প্রসব বেদনার পূর্ব্ব লক্ষণে এই ঔষধ সেবন করা অনুচিত। এই ঔষধ অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় ১৫ মিনিট অথবা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করা কর্ত্তব্য।

২। যে সকল স্ত্রীলোকের শরীর বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট এবং যাহাদের রজোবাহুল্য পীড়া থাকে এবং স্তন, কটি ও কুক্ষিদেশে বেদনা বোধ হয়; মস্তক ভার ও মস্তকে রক্তাধিক্য জন্মে, তাহাদের পক্ষে ৩০ ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব সেবন করা উচিত। মাত্রা—একতৃতীয়াংশ ফোঁটার হিসাবে প্রতিদিন একবার মাত্র।

৩। শ্বেতনির্গম ও শূলবেদনার পীড়াযুক্ত স্ত্রীলোক, যাহার স্বভাব নম্র, শান্ত এবং যে স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই বিষণ্ণ ও চিন্তিত ভাবে কালযাপন করে, তাহার পক্ষে ৩০ সিপিয়া এক তৃতীয়াংশ মাত্রায় প্রতিদিন এক একবার সেবন করা কর্ত্তব্য।

যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার অধিক সম্ভাবনা, তাহাদিগের পক্ষে ক্যালকেরিয়ার সহিত সিপিয়া, এইরূপ নিয়মে মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন ক্রমে সেবন করা ব্যবস্থা।

৪। যদি কোন প্রকার বাহ্য আঘাত লাগার কারণ গর্ভপাতের উপক্রম হয়, তবে আর্ণিকা ৬ষ্ঠ উপরোক্ত নিয়মানুসারে সেবন করাইলে উপকার হইতে পারে।

৫। কোনরূপ ভারি বস্তু উঠাইতে বা টানিতে গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে রসটক্স ৬ষ্ঠ উপরোক্ত নিয়মে প্রয়োগ করা উচিত।

৬। গর্ভপাত জনিত অতিরিক্ত রক্তস্রাব, আক্ষেপ, নাড়ীর গতি দ্রুত, জরায়ু ও মলভাণ্ডে অতিশয় বেদনা এবং কম্পন, বমনেচ্ছা ও শরীর অবসন্ন হইলে ইপিকাক ৩য় (১ নং ঔষধের ন্যায়) সেবন করাইবে।

৭। ৬ নম্বরের ঔষধটী সেবন করাইয়াও যদ্যপি কোন উপকার না পাওয়া যায়, তাহাহইলে সিকেল-করনুটম ৩য় সেবন করান উচিত। কিন্তু উপরের ঔষধটী অন্ততঃ ৪।৫ বার সেবন করান চাই, তাহাতে উপকার না হইলে পশ্চাৎ এই ঔষধ দেয়।

৮। গর্ভপাতের উপক্রমে প্রসব বেদনার পূর্ব্ব লক্ষণাদি প্রকাশিত হইলে এবং তৎসহ হস্ত, পদ, মস্তক ও শরীরের মাংসপেশীতে আক্ষেপ জন্মিলে এবং রোগী অজ্ঞান ও প্রলাপী হইলে হাইওসায়েমস ৬ষ্ঠ উপরের নিয়মানুসারে প্রয়োগ করিবে।

৯। প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া রোগী চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করে এবং সর্ব্বদা মল ও মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয়, ঐ বেদনা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি হয়; লাল বা কালচে রক্ত নির্গত হইতে থাকে, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, দৃষ্টি ক্ষীণ, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ অনুভব এবং ইহার সহিত মূর্চ্ছাও হয়, এরূপ অবস্থায় ক্যামোমিলা ১২শ প্রয়োগ করা উচিত।

এরূপ অবস্থায় উদরের উপর ও যোনিমুখে শীতল জলের পটি অনবরত প্রদান করিবে, এবং রোগীর গৃহে যাহাতে পরিষ্কার বায়ু চলাচল করে, তাহার চেষ্টা করিবে, গৃহ শীতল ও পরিষ্কার হওয়া চাই। রোগীকে উঠিতে হাঁটিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে এবং রোগীকে এককালে শয়নাবস্থায় রাখাও কর্ত্তব্য নহে,

অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় অর্থাৎ উঁচু তাকিয়া বালিসে ঠেসান দিয়া শয়ন করান আবশ্যক।

যে সকল কারণে শরীর উত্তেজিত হয়, তাহা বর্জ্জন করিবে। ক্ষুধার সময় লঘুপাক দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত।

সূতিকাগার।

আমাদিগের দেশীয় লোকেরা কুসংস্কার ও মূর্খতাবশতঃ বাসগৃহে সন্তান প্রসব হইতে দেয় না। বাটির মধ্যে যে স্থানটী অতিশয় নিকৃষ্ট, জঘন্য ও অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধময় বায়ুতে পরিপূর্ণ. যে স্থানে সবল ও সুস্থকায় ব্যক্তি এক দিবস বাস করিলে পীড়িত হইয়া পড়ে, যাহাতে ষড়ঋতুর একত্র সমাবেশ, এইরূপ স্থানে সূতিকাগার নির্ম্মাণ করা হয়। কোথায় এ সময় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিয়মে থাকা উচিত, তাহা না হইয়া বরং যাহাতে স্পষ্ট অপকার হয়, সেইরূপই কার্য্য করা হয়। এই সূতিকাগারের দোষেই অনেক শিশু ও প্রসূতি পীড়াগ্রস্থ হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও করিতেছে। প্রতিদিনের পরীক্ষাতে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও আমাদিগের দেশের লোকের কিছুমাত্র চৈতন্য হয় না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। পেঁচোয় পাওয়া রোগ প্রভৃতি সূতিকাগারে শিশুর যে সকল রোগ হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই সূতিকাগারের অনিয়ম হেতু। অবস্থাভেদে সকল লোকের গৃহ সমান নহে, এজন্য বাটির মধ্যে যে গৃহটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাই সূতিকাগারের উপযুক্ত।

নিচের ঘর অতিশয় সেঁতা. এবং তৃতীয়তল গৃহ অত্যন্ত বায়ুবিশিষ্ট, এজন্য দ্বিতীয়তল গৃহই সূতিকাগারের উপযুক্ত স্থান। অভাবে যে গৃহ প্রশস্ত এবং যাহার মধ্যে উপযুক্ত বায়ু চলাচল করিতে পারে, যাহার উত্তর দক্ষিণে জানালা থাকে, যে গৃহের নিকট দুর্গন্ধ না থাকে এবং আবশ্যক মত রৌদ্রাদি লাগিতে পারে, সেই গৃহই সূতিকাগারের উপযুক্ত স্থান।

প্রসব বেদনা।

জরায়ু মধ্যে সন্তান বর্দ্ধিত হইয়া ৯ মাস ১০ দিনে অথবা ১০ মাসে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় প্রসব হয়। জরায়ুর পেশী সকলের সঙ্কোচনই প্রসব ক্রিয়ার উপায়। ইহাতে জীবন্ত শিশু যে প্রকারে ভূমিষ্ট হইয়া থাকে, মৃত সন্তানও সেইরূপে প্রসব হয়। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীর বারম্বার মল ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, বমনেচ্ছা বা বমন, শরীর কম্পন, যোনি হইতে রক্তমিশ্রিত রস নির্গম ইত্যাদি উপসর্গ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত বেদনাও অনুভব হইতে থাকে।

নিয়মিত বেদনা উপস্থিতের পর যদ্যপি ১৫ মিনিট অন্তর বেদনার সঞ্চার হয়, তাহাহইলে প্রত্যেক বেদনাই ১৫ মিনিট অন্তর আসিবে। যতই প্রসব সময় নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই ১০ মিনিট, ক্রমে ৫ মিনিট অন্তর বেদনা অনুভূত হইতে থাকিবে।

প্রথমে পৃষ্ঠদেশে বেদনার সূত্রপাত হইয়া ক্রমে ক্রমে উরুদেশ পর্য্যন্ত বেদনার সঞ্চার হয়। যতই বেদনা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই জরায়ুমুখ অল্প অল্প বিস্তৃত হইয়া প্রসব কার্য্যের পোষকতা করিতে থাকে। সকল স্ত্রীলোকেরই এক ভাবের প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় না, ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীলোকের এবং ভিন্ন ভিন্ন গর্ভের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই প্রসব বেদনা আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—স্বাভাবিক প্রসব বেদনা, শ্রামিক প্রসব বেদনা, অস্বাভাবিক প্রসব বেদনা ও মিশ্র প্রসব বেদনা।

১। যে প্রসব কার্য্য এক দিবারাত্র মধ্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং যাহাতে গর্ভস্থ শিশুর মস্তক অগ্রে বাহির হয়, অথবা প্রসব ক্রিয়ার সমুদায় কার্য্যগুলি স্বাভাবিকরূপে সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হয়, তাহাকেই স্বাভাবিক প্রসব বলা যায়।

এই স্বাভাবিক প্রসব আবার ত্রিবিধ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

(ক) প্রসবাবস্থার সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া জরায়ুমুখ সম্পূর্ণরূপে

বিস্তৃত এবং জলভাঙ্গা পর্য্যন্ত প্রথমাবস্থা। (খ) জরায়ুমুখ সম্পূর্ণ রূপে বিগর্ত্তি, জলভাঙ্গা ও শিশুর ভূমিষ্ট পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াবস্থা। (গ) শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার পর হইতে ফুলপড়া পর্য্যন্তকে তৃতীয়াবস্থা বলে।

২। যে প্রসব ক্রিয়াতে এক দিবারাত্রেরও অধিক সময় লাগে, অথচ শিশুর মস্তক অগ্রে নির্গত হয়, তাহাকে শ্রামিক প্রসব কহে। ইহাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত। বৈকল্পিক ও আস্ত্রিক। বৈকল্পিক প্রসবে প্রসূতি কিম্বা শিশুর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, কিন্তু আস্ত্রিক প্রসবে প্রসূতি ও শিশুর বিপদের বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে।

৩। যে প্রসব ক্রিয়াতে গর্ভস্থ শিশুর হস্ত, পদ, উদর ও পৃষ্ঠ অগ্রে নির্গত হয়, তাহাকে অস্বাভাবিক প্রসব বলে। ইহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) অধঃস্থ অঙ্গ নির্গত হওয়া—যেমন পদ বা পাছা। (খ) উর্দ্ধস্থ অঙ্গ—যেমন হস্ত।

৪। মিশ্র প্রসব—প্রসূতির দোষ নিবন্ধন এবং শিশুর দোষ নিবন্ধন ইহা ঘটিয়া থাকে।

প্রসব কাল।

সাধারণতঃ প্রসবক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এ অবস্থায় প্রসূতি ও ধাত্রীর পক্ষে কোন কষ্টই নাই। প্রসূতির যেমন ইচ্ছা সেই ভাবে থাকিতে পারে ও সেইরূপ কার্য্য করিতে পারে। এ অবস্থায় প্রসূতিকে সূতিকাগারে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রথমাবস্থায় কোঁত দিলে ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা হেতু প্রসবের দ্বিতীয়াবস্থায় মূর্চ্ছা হইতে পারে। সুতরাং প্রথমাবস্থায় বেগ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

আমাদের দেশের লোকেরা প্রসবকালে গর্ভিণীকে কিছুমাত্র আহার দেয় না, এমন কি দ্বিতীয়াবস্থায় তৃষ্ণায় কাতর হইলেও একবিন্দু জল পর্য্যন্ত পান করিতে দেয় না। এরূপ অনাহারে রাখা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে, এ অবস্থায় গরম দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শীতল দ্রব্য খাওয়াইলে ব্যথা জুড়াইয়া অথবা লাট খাইয়া যাইতে পারে, এ জন্য খাদ্য দ্রব্য উষ্ণ করিয়া খাওয়া

আবশ্যক। প্রত্যেক বেদনাতেই জরায়ুমুখ ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে, এবং গর্ভাশয়-ঝিল্লী অগ্রে অগ্রে জরায়ুমুখ হইতে নির্গত হইলে জল বহির্গত হয়, ঐ জলপড়াকে পানমুচি ভাঙ্গা বলে।

এই সময়টী প্রসবের দ্বিতীয়াবস্থা; এই সময়ই প্রসূতিকে সূতিকাগারে লইয়া যাওয়া উচিত। এ অবস্থায় প্রসূতির সাবধান হওয়া উচিত, কারণ এটী সন্তান প্রসবের সময়; এই সময় হইতে নিজের ইচ্ছামত না চলিয়া ধাত্রীর পরামর্শ মত চলা উচিত।

সন্তান জরায়ুমধ্যে সকল সময়ে এক ভাবে থাকে না, ক্রমাগত জরায়ু মধ্যে ঘুরিতে থাকে। এই প্রকারে ৫ মাস গত হইয়া ৬ মাস উপস্থিত হইলে সন্তান এক ভাবে অবস্থিতি করে। এই সময়ে নিম্নে মস্তক, বক্ষঃস্থলে হস্তদ্বয়, উর্দ্ধে পদদ্বয় থাকে। ছয় মাসের পূর্ব্বে যে সকল সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহাদের প্রসবক্রিয়া অস্বাভাবিক রূপে হয়। কারণ শিশু ঘুরিবার কালে যে অঙ্গ নিম্নদিকে থাকে, সেই অঙ্গ হইতেই প্রসব হয়। অর্থাৎ হস্ত, পদ বা উরু নির্গত হইয়া থাকে।

এই দ্বিতীয়াবস্থায় জরায়ুমুখ ও বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না, একটী সুড়ঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকে। এ অবস্থায় প্রসূতির কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করা উচিত, নচেৎ প্রসবের কষ্ট ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে।

তৃতীয়াবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরে জরায়ুফুল নির্গত হয়; কিন্তু সকল প্রসবে এক সময়ে হয় না। যেমন এক একবারের প্রসববেদনার বেগে জরায়ু হইতে শিশুকে বহির্গত করে, তদ্রূপ আরও কয়েকবার বেগ হইলেই ফুল নির্গত হইয়া যায়।

ধাত্রীর কর্ত্তব্য।

প্রসূতির গৃহে ধাত্রী উপস্থিত হইয়া প্রসূতিকে প্রসবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে না, অন্যান্য পরিচারিকা অথবা গৃহিণীর নিকট তাবদীয় বিষয় অবগত হইবে। পশ্চাৎ প্রসূতির নিকট বসিয়া এরূপ ভাবে কথোপকথন করিবে, যাহাতে তাহার ভয়ের লেশমাত্রও না থাকে, অথচ সাহসের উদ্রেক হয়। পশ্চাৎ ধাত্রী নিজ হস্তের নখগুলি চাঁচিয়া যোনি ও জরায়ু পরীক্ষা করিবে।

পশ্চাৎ প্রসূতির নিকট গমন করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ধাত্রীর জ্ঞাত হওয়া উচিত।

১ম—প্রকৃত প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে কি না? ২য়—প্রসবের উপযুক্ত সময় হইয়াছে কি না? ৩য়—প্রসবের কোন্ অবস্থা এবং বেদনার গতি কিরূপ? ৪র্থ—জরায়ুমুখ ও বাহ্যজননেন্দ্রিয়ের দ্বারের অবস্থা কিরূপ? ৫ম—প্রসব বেদনা হেতু কোন প্রকার কষ্ট হইতেছে কি না? ৬ষ্ঠ—শিশুর অগ্রে কোন্ অঙ্গ নির্গত হইবে?—মস্তক, হস্ত, পদ না পাছা? ৭ম—শিশু কি ভাবে জরায়ু মধ্যে আছে? ৮ম—গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ডের স্থান কোথায় আছে? ৯ম—জরায়ুমুখ খুলিয়াছে কি না?

এই সকল পরীক্ষা শেষ হইলে এবং প্রসবের সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলে প্রসূতিকে বামপার্শ্বে শয়ন করাইয়া হাত দুইখান মস্তকের উপর তুলিয়া দিবে। প্রসূতিকে যে ভাবে শয়ন করাইতে হইবে, নিম্নে তাহার চিত্র দেওয়া হইল।

প্রসবের সময় প্রসূতিকে যে ভাবে শয়ন করিতে হয় ও ধাত্রীকে যে ভাবে প্রসব দ্বার রক্ষা করিতে হয়, তাহার চিত্র প্রদত্ত হইল।



ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রসব হইবার রীতি আছে। ফ্রান্স-দেশে প্রসূতিরা চিৎ হইয়া শয়ন করে এবং পা দুইখান বিস্তার করিয়া প্রসব

হয়। চীন ও আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রায় জানুর উপর ভর দিয়া প্রসব হইয়া থাকে। এইরূপ যত প্রকার প্রসব প্রথা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বামপার্শ্বে শয়নপ্রথা, প্রসবের পক্ষে সুবিধাজনক।

এ অবস্থায় সমুদয় শরীর বিবস্ত্র করিয়া একখান কাপড় শিথিল ভাবে পরিধান করাইবে, অথবা বিবস্ত্র হইলেও ক্ষতি নাই। পশ্চাৎ প্রসূতিকে একখানা লেপের উপর শয়ন করাইবে। ঐ লেপের উপর চাদর বিছাইয়া যে অংশে প্রসূতির বস্তিদেশ থাকিবে, সেই স্থানে অয়েল-ক্লথ পাতিয়া দিবে। পরে ঐ অয়েল-ক্লথের উপর ৩।৪ পুরু চাদর পাতিয়া দিবে। যখন চাদর ময়লা হইয়া যাইবে, তখন প্রসূতিকে নাড়াচাড়া না করিয়া শুদ্ধ বস্তিদেশের অপরিষ্কৃত চাদর বাহির করিয়া লইলেই চলিবে।

প্রসূতিকে এই প্রকার ভাবে শয়ন করাইয়া পশ্চাৎ যোনি ও জরায়ু পরীক্ষা করিবে। ধাত্রী প্রসূতির দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া দক্ষিণ হস্তে তৈল মাখাইয়া তর্জ্জনীদ্বারা আস্তে আস্তে জরায়ুমুখ পরীক্ষা করিবে, যদ্যপি বামপার্শ্বে বসিয়া পরীক্ষা করা হয়, তাহাহইলে তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দ্বারা পরীক্ষা করিবে। তীব্র প্রসব বেদনার সময় জরায়ু পরীক্ষা করা উচিত নহে, কারণ সে সময় জরায়ুমুখ হইতে গর্ভাশয়-ঝিল্লী অল্প২ বাহির হইতে থাকে, পাছে নখ বা অঙ্গুলির আঘাতে ঐ ঝিল্লী ছিন্ন হইয়া জল ভাঙ্গে, এ জন্য যখন বেদনার তেজ কম পড়িবে, তখনই পরীক্ষার উপযুক্ত সময়; কিন্তু বিশেষ আবশ্যক হইলে বেদনার সময়ও পরীক্ষা করা যাইতে পারে। জল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে শিশুর ভূমিষ্ট হইবার বিষয় পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ যদি মস্তক ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গ অগ্রে নির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাহইলে পল্‌সেটিলা ৩০ ক্রমের ঔষধ এক-তৃতীয়াংশ মাত্রায় একবার বা দুইবার মাত্র সেবন করাইবে। ইহাতে যদি স্বাভাবিক না হয়, তাহাহইলে শিশুর শরীর ঘুরাইয়া লইয়া স্বাভাবিক প্রসবের উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু জল ভাঙ্গিবার পরে শিশুকে ঘুরাইয়া লওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। প্রসব ক্রিয়া স্বাভাবিক হইবে, কি অন্য প্রকার হইবে, তাহা অগ্রে স্থির করা কর্ত্তব্য।

এ অবস্থায় আভ্যন্তরিক পরীক্ষা করা আবশ্যক। বেদনার সূত্রপাত হই-

সেই ধাত্রী গর্ভস্থ শিশুর সঞ্চলনের বিষয় প্রসূতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া শিশু কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা জ্ঞাত হইবে। তাহাতে যদ্যপি সবিশেষ অবগত হইতে না পারা যায়, তাহাহইলে অঙ্গুলিদ্বারা জরায়ু পরীক্ষা করিবে। অগ্রে মস্তক নির্গত হইবার সম্ভাবনা হইলে শরীরের সকলভাগ অপেক্ষা মস্তক বৃহত্তর গোলাকার ও কঠিন অনুভূত হইবে। আরও প্রসূতির বস্তিদেশের দক্ষিণ ভাগে শিশু অধিকতর জোরের সহিত সঞ্চরণ করিবে এবং বস্তিদেশের বামভাগ অপেক্ষাকৃত ভারবোধ হইবে, এইটী বাহ্যিক লক্ষণ। শিশুর হস্ত, পদ, পাছা বা উরু, অগ্রে নির্গত হইবার সম্ভাবনা হইলে সে প্রকার গোলাকার অনুভূত হইবে না। মস্তক নির্গত হইবার লক্ষণ দেখিলে হস্তদ্বারা প্রসব করাইবার চেষ্টা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। কারণ স্বাভাবিক প্রসবে শিশু আপনা আপনিই ভূমিষ্ঠ হয়। ধাত্রী কেবল মাত্র যোনি ও গুহ্যদেশের মধ্যস্থলটী হস্তদ্বারা ধরিয়া থাকিবে, কারণ শিশুর মস্তক ও স্কন্ধদেশ বাহির হইবার সময় পাছে চাড় পাইয়া যোনি ও গুহ্যদেশের ব্যবধান স্থানটী ছিঁড়িয়া যায়। উহাতে জোর দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কেননা জোর পাইয়া পাছে সন্তান ভূমিষ্ট হইবার সময় কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং আলগাভাবেও নহে এবং জোর দিয়াও নহে, এরূপ ভাবে ধরিয়া থাকাই উচিত। ৩৪৫ পৃষ্ঠার চিত্রখানি দ্রষ্টব্য।

ধাত্রী সূতিকাগারে প্রবেশকালীন আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির আয়োজন করিয়া রাখিবে। কাঁচি একখান, রেশম একটু এবং ফেলানেল ১ হস্ত।

যদ্যপি বেদনা মধ্যে মধ্যে বন্ধ হয়, তাহাহইলে যাহাতে বমন হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন করিবে; আমাদের দেশীয় ধাত্রীরা বমন করাইবার জন্ত ছেঁড়া চুল খাওয়াইয়া থাকে ও গলায় অঙ্গুলি দেয়। এরূপ উপায়ে বেদনা শীঘ্রং আসিয়া থাকে। বমনোদ্রেকেও যদ্যপি বেদনা না আইসে, তাহাহইলে তাহাকে শ্রামিক বেদনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

শিশুর মস্তক বাহির হইলেই শিশু পৃথিবীস্থ বায়ু গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, এজন্ত তাহার মুখমণ্ডলে যে লালা ও শ্লেষ্মা থাকে, তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবে, নতুবা সেই সকল শ্লেষ্মা (ঘড়ঘড়ি) মুখগহ্বর ও নাসিকার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে।

শিশুর মস্তক বাহির হইবার পর স্কন্ধদেশ বাহির হইতে যে বিলম্ব হয়, সেই অবকাশে দেখিয়া লইবে যে, নাভিনাড়ী শিশুর গলদেশে হারের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে কি না? যদ্যপি নাভিনাড়ী গলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাহইলে গলার মালা কিম্বা হার অঙ্গুলিদ্বারা যে প্রকারে ঢিলা করিয়া দেওয়া হয়, সেই প্রকারে ঢিলা করিয়া দিবে। আর যদ্যপি এমন দেখা যায় যে, ২।৩ ফের নাভিনাড়ী গলায় জড়াইয়া আছে, তাহাহইলে ঐ ঢিলাকরা নাভিনাড়ীর এক একটা ফেরতা মস্তকের উপর দিয়া তুলিয়া লইবে। ফের তুলিয়া লওয়া কষ্টকর হইলে এরূপ ভাবে তাহা ঢিলা করিয়া দিবে, যাহাতে শিশুর স্কন্ধদেশ তাহার ভিতর দিয়া অনায়াসেই গলিয়া আসিতে পারে।

আমাদের দেশীয় এমন অনেক ধাত্রী আছে যে শিশুর মস্তক বাহির হইলেই শিশুকে বলপূর্ব্বক টানিয়া বাহির করে। ইহাতে গর্ভস্থ শিশু ও প্রসূতি উভয়েরই অনিষ্টাশঙ্কা আছে। ধাত্রীদিগের ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত হস্তদ্বারা প্রসবকার্য্য সম্পাদন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যাহারা হস্তদ্বারা প্রসব করাইতে গিয়া আপনাদিগের দক্ষতার পরিচয় দিতে গিয়াছেন, তাহাদিগের দ্বারাই বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। শিশুর মস্তকের পর স্কন্ধদেশ নির্গত হইলে, গুহ্যপ্রদেশ রক্ষা করিবার বিশেষ আবশ্যক হয়না, শিশুর পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত, এজন্য সহজেই বহির্গত হয়। শিশু ভূমিষ্ট হইলে পর তাহার মুখের ও নাসিকার শ্লেষ্মা সকল দূর করিয়া দিয়া তাহাকে আস্তে২ লইয়া প্রসূতির কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিবে। একেবারে অধিক দূরে রাখিবে না, কারণ সকল বালকের নাভিনাড়ী একপ্রকার দীর্ঘ নহে। কাহারও ছোট, কাহারও বা বড়, এমন কি আধ হাতেরও অধিক নহে। সুতরাং অধিক দূরে রাখিতে গেলে নাভিনাড়ী ছিন্ন হইতে পারে এবং উহা ছিন্ন হইয়া রক্তপাত হেতু উভয়েরই মৃত্যু হইতে পারে, এ কারণ প্রসূতির অধিক দূরে সন্তান রক্ষা করিবে না।

নাড়ীকাটা ও বাঁধা।

আমাদিগের দেশীয় ধাত্রীরা চেঁচাড়ি দিয়া নাড়ী কাটিয়া থাকে ও তাঁত দিয়া বাঁধে। এ প্রণালী অতিশয় মন্দ, ইহার পরিবর্ত্তে রেশম দিয়া বাঁধা উচিত। নাড়ী

বাঁধিবার রেশমগুলি অতিশয় সরু হইলে নাড়ী কাটিয়া যাইতে পারে এবং অধিক মোটা হইলে উত্তম গাঁইট পড়ে না, এজন্য অধিক মোটা বা অধিক সরু করা ভাল নহে। নাড়ী কাটিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক. নাভীর উপর ৩ অঙ্গুলি প্রমাণ নাড়ী রাখিয়া রেশম দ্বারা দুইটি গিরা দিবে এবং তাহার উপর আর ১ অঙ্গুলি নাড়ী রাখিয়া আর দুইটি গিরা দিবে। এইরূপে দুই দিকে অর্থাৎ শিশুর দিকের ও প্রসূতির দিকের নাড়ী বাঁধা হইলে উভয় গ্রন্থির মধ্যস্থলটি কাঁচি অথবা তদ্রূপ কোন ধারাল অস্ত্র দিয়া কাটিয়া ফেলিবে। বিশেষ সাবধানতার সহিত নাড়ী কাটা উচিত, কারণ শিশুর অঙ্গ সঞ্চালন জন্য নাড়ী কাটার সময় অঙ্গে আঘাত লাগিলেও লাগিতে পারে।

নাভিনাড়ীর দুই দিকে বাঁধিবার তাৎপর্য্য এই, যদ্যপি গর্ভে যমজ শিশু থাকে এবং তাহাদের একটিই নাভিনাড়ী হয়, তাহাহইলে রক্তস্রাব হেতু জরায়ু মধ্যস্থ বালকের মৃত্যু হইতে পারে। এই জন্যই প্রসূতির দিকের নাড়ীতে একটি বাঁধন দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিশু ভূমিষ্ট হইলে স্বভাবতই ক্রন্দন করিয়া উঠে। ক্রন্দনের পর নাড়ী কাটিবে। যদ্যপি শিশু ভূমিষ্ট হইতে কষ্ট হয়, তাহাহইলে যতক্ষণ না ক্রন্দন, হাঁচি বা প্রস্রাব করিবে, ততক্ষণ নাড়ী কাটা উচিত নহে, কেননা এ অবস্থায় নাড়ী কাটিলে শিশুর মৃত্যু হইতে পারে।

ভূমিষ্ট হইয়াই যদ্যপি শিশুর মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায়, তাহাহইলে শীঘ্র২ নাড়ী কাটিয়া অগ্রে খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিবে, পশ্চাৎ নাড়ী বাধিয়া ফেলিবে।

এই প্রকারে শিশুর সমুদয় কার্য্যগুলি শেষ করিয়া প্রসূতির উদর পরীক্ষা করিবে। কেননা জরায়ু মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান থাকিলেও থাকিতে পারে এবং ফুল জরায়ু মধ্যে আছে, কি বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের ভিতর আসিয়াছে, তাহাও পরীক্ষা করা আবশ্যক।

তৃতীয়াবস্থা।

প্রথমাবস্থায় প্রসব বেদনার সূত্রপাত, দ্বিতীয়াবস্থায় প্রসব এবং তৃতীয়াবস্থায় ফুল নির্গম হইয়া থাকে। এক্ষণে ফুলপড়ার বিষয় বিবৃত করিব।

ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে অন্যূন এক ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করা উচিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফুল নির্গত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রসূতির বিলক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা। ফুল বাহির করিবার জন্য ধাত্রীদিগের একটুও পরিশ্রম করা উচিত নহে, স্বাভাবিক প্রসবে ফুল আপনা আপনিই পড়িয়া যায়। যদ্যপি ফুল পড়িতে অতিরিক্ত বিলম্ব হয়, তাহাহইলে পলসেটিলা কিম্বা সিকেল-করনুটম ৩০ ক্রমের অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করাইবে।

অনেকের মতে, ফুল জরায়ু হইতে বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে আসিলে হস্ত দ্বারা তাহা বাহির করা ভাল, কিন্তু স্বাভাবিক প্রসবে হস্তক্ষেপ করাই মূর্খতার কার্য্য।

শিশু ও ফুল নির্গত হইবার পর প্রসূতিকে পূর্ব্ব বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া স্বতন্ত্র বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিবে এবং আস্তে আস্তে বিছানার চাদর বা অন্যান্য কাপড় সরাইয়া লইবে।

পরিধেয় বস্ত্র ও বিছানাদি পরিষ্কার হইয়া গেলে বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের মুখে একখান নেকড়া ভাঁজ করিয়া দিবে, কেননা যে সকল রস নির্গত হইবে, তাহাতে পরিধৃত বস্ত্র খারাপ হইবে না। ঐ নেকড়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করা উচিত।

ইহার পর প্রসূতির উদরের উপর ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ চৌড়া ও ৬ হাত লম্বা ফালি কাপড় পটিবন্ধনের মত জড়াইয়া দিবে।

এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর ধাত্রী অন্যূন এক ঘণ্টাকাল প্রসূতির নিকট অবস্থিতি করিবে। পশ্চাৎ প্রসূতিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে একবার জরায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যদ্যপি সমুদয় স্বভাবতই থাকে, অর্থাৎ যদি জরায়ুর সঙ্কোচন হইতে থাকে, তাহাহইলে প্রসূতির কোন বিপদের আশঙ্কাই নাই, কিন্তু যদ্যপি অধিক রক্তস্রাব হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিবার জন্য সিকেল ৩০ ক্রমের অর্দ্ধ ফোঁটা সেবন করাইবে। এইরূপে এক ঘণ্টা অন্তর দুই বার প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রথম তিন দিবস প্রত্যহ দুই বার এবং শেষ পাঁচ দিবস একবার করিয়া দেখিলেই চলিবে।

যদ্যপি রক্তস্রাব বা মূর্চ্ছা হয়, তবে প্রসবের পর প্রসূতি এক ঘণ্টা কাল প্রসব শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে।

প্রসূতি আপন ইচ্ছানুসারে শয্যা ত্যাগ করিয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে পারিবে না।

বস্ত্র পরিধানের সময় যাহাতে প্রসূতির শরীর না নড়ে, এরূপ আস্তে২ বস্ত্র পরিধান করাইবে।

নিদ্রা হইবার জন্য কোনরূপ ঔষধাদি প্রয়োগ করা উচিত নহে, এ অবস্থায় আপনা আপনিই নিদ্রা আসিবে।

ইহার পর ধাত্রী যখন পুনর্ব্বার দেখিতে আসিবে, তখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে যে, প্রসূতির নিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না? মল ও মূত্র ত্যাগ হইয়াছিল কি না? রক্ত কি প্রকার নির্গত হইতেছে?

যখন জানা যাইবে যে, নিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই, ৪।৫ বার নিদ্রা হইয়াছে, অধিক রক্ত নিঃসরণ হয় নাই, প্রস্রাব হইয়াছে, কিন্তু মল নির্গত হয় নাই; তখন জানা গেল যে শরীরগত সমুদয় ভাব স্বভাবতই চলিতেছে। উদরাময় না হইলে প্রসবের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় কখনই মলত্যাগ হয় না।

ইহার পর উদরে হস্ত দিয়া আরও পরীক্ষা করিতে হইবে যে, জরায়ুর সম্পূর্ণ সঙ্কোচ হইয়াছে কি না? উদরের উপর চাপ দিলে কোনরূপ বেদনা বোধ হয় কি না?

পূর্ব্বে যে উদর বন্ধনী দেওয়া হইয়াছিল, তাহা যদ্যপি শিথিল হইয়া থাকে, তাহাহইলে পুনরায় বাঁধিয়া দিবে।

প্রসূতির নাড়ী, জিহ্বা ও মুখশ্রীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। যদ্যপি নাড়ী এক মিনিটে ৯০।১০০ বার স্পন্দিত হয়, জিহ্বা রসাল ও পরিষ্কার হয় এবং মুখশ্রী স্বাভাবিক হইতে থাকে, তাহাহইলে ভয়ের কোন কারণ নাই।

ধাত্রীর কেবল প্রসূতিকে দেখিয়াই গৃহে গমন করা উচিত নহে, শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখাও কর্ত্তব্য। শিশু মল মূত্র ত্যাগ করিয়াছে কি না জানিবে, যদ্যপি না করিয়া থাকে, তাহাহইলে যাহাতে মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহা করা

উচিত। স্বাভাবিক প্রসবে প্রসূতি বা শিশুর কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অস্বাভাবিক প্রসবে উভয়েরই বিপদাশঙ্কা আছে।

সূতিকাগৃহে প্রসূতির শুশ্রূষা।

১। প্রসবের দিন হইতে এক সপ্তাহ কাল প্রসূতির সূতিকাগৃহে আবদ্ধ থাকা উচিত, কারণ যথেচ্ছা গমনাগমন করিলে রক্তস্রাবের সম্ভাবনা, সুতরাং তাহাতে মৃত্যু হইলেও হইতে পারে।

২। যাহা ইচ্ছা তাহা ভক্ষণ করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে সম্পূর্ণ অনিষ্টাশঙ্কা আছে। প্রথম দুই দিন গরম চিড়াভাজা, গরম ঘৃত ও গোলমরিচ চূর্ণ, ৪।৫ দিন রুটি, তাহার পর কই বা মাগুর মাছের ঝোল, এবং দুধ ভাত খাওয়া বিধেয়। ইহা ব্যতিত অন্য কোন দ্রব্য খাওয়া উচিত নহে।

৩। ঋতু বিশেষে অগ্নির উত্তাপ উপকারী। সূতিকাগারে এরূপ আগুন রাখিবে, যাহাতে ধোঁয়া না হয়, কারণ ইহাতে শিশুর চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। গুলের আগুনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৪। মধ্যাহ্নকালে সূতিকাগৃহের জানালা খুলিয়া দেওয়া উচিত, কেননা ইহাতে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং ভিতরের দূষিত বায়ু নির্গত করিয়া দেয়।

৫। দেশীয় রীতানুসারে সেক তাপ লওয়া ও ঝাল খাওয়ার প্রথা মন্দ নহে। সেক তাপ দ্বারা বেদনার লাঘব হয়, এ জন্য মধ্যে মধ্যে জননেন্দ্রিয়ে ও উদরে সেক দেওয়া আবশ্যক।

৬। শিশুর নাভিতেও সেক দিবে, নতুবা নাভীর বেদনা দূর করিতে কালবিলম্ব হইবে।

৭। যদ্যপি প্রসূতি ও শিশুকে সর্ব্বদা সেক তাপ না দেওয়া হয়, তাহা-হইলে গরম কাপড়ের জামা গাত্রে দেওয়া উভয়েরই কর্ত্তব্য এবং গরম ঘৃতের সহিত মরিচ চূর্ণ প্রসূতিকে খাওয়ান আবশ্যক ; নতুবা ইহার পরিবর্ত্তে ব্রাণ্ডী খাওয়াইবে।

৮। সূতিকাগারে এক সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করার নিয়ম উত্তম, কিন্তু

আমাদের দেশের নিয়মানুসারে ক্রমাগত একমাস কাল সুনিয়মে থাকার প্রথা যে আরও উৎকৃষ্ট, তাহার আর ভুল নাই।

৯। নাড়ীকাটার দোষে ও সূতিকাগারের অনিয়ম হেতু শিশুর ধনুষ্টঙ্কার (যাহাকে পেঁচোয় পাওয়া বলে) হইয়া থাকে, এ অবস্থায় মূর্খ রোজা না দেখাইয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করাই উচিত।

১০। স্বভাবতঃ সকল প্রসূতিই আপনাপন শিশুকে স্তনপান করাইয়া থাকে, এ জন্য সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। স্তনপান করাইবার কিছু পূর্ব্বে প্রথম দুইবার স্তনদুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া দিবে, পশ্চাৎ স্তনপান করাইবে।

সূতিকাবস্থায় প্রসূতির চিকিৎসা।

যোনিমুখ ছিন্ন হইলে।

প্রসবকালে প্রায়ই যোনিমুখ ছিন্ন হইয়া থাকে, এজন্ত কষ্ট হইলে আর্ণিকার লোসন প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থানে দুই বেলা নেকড়া ভিজাইয়া দিলে শীঘ্র আরোগ্য হইবে।

লোসন প্রস্তুত প্রকরণ যথা—মূল আরক ১০ ফোঁটা অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশ্রিত করিলেই লোসন প্রস্তুত হয়।

গুহ্যপ্রদেশ ছিন্ন হইলে।

প্রসবের সময় অসাবধানতা বশতঃ গুহ্যপ্রদেশ ছিন্ন হইলে টিঃ আর্ণিকা বা টিঃ ক্যালেণ্ডিউলার লোসন প্রস্তুত করিয়া ঐরূপে প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হয়।

প্রস্রাব রোধ।

প্রসবের পর প্রস্রাব রোধ হইলে আর্ণিকা, বেলা ৬ষ্ঠ ও সল্ফার ৩০ ক্রমের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

প্রসবের পর বেদনা।

কাহারও কাহারও প্রসবাবস্থার পরেও কয়েকবার এ বেদনা আইলে, সে

বেদনাতে জরায়ু মধ্যস্থ তরল পদার্থ বহির্গত হইয়া যায়। এ বেদনা সাধারণতঃ দুই দিন পর্য্যন্ত থাকে, কিন্তু স্নায়বিক উগ্রস্বভাবাপন্ন স্ত্রীলোকদিগের অধিক দিন পর্য্যন্ত এই পীড়া থাকে; এজন্য তাহাদের পক্ষে আর্ণিকা সেবনে উপকার দর্শে।

রক্তভাঙ্গা।

প্রসবের পর জরায়ু হইতে ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত অল্প অল্প রক্ত নির্গত হইয়া ক্রমে তাহা বন্ধ হয়। প্রসবের প্রথম সপ্তাহের পর এ রক্তের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া পীতের আভাযুক্ত, জলবৎ তরল ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের উপযুক্ত সময়ে স্বাভাবিকরূপে নির্গত না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কাহারও বা অসময়ে হঠাৎ রোধ হইয়া যায়। এই দুই রকম পীড়ার জন্যই ঔষধ সেবন আবশ্যক।

(১) প্রসবের পর হঠাৎ রক্তভাঙ্গা রোধ হইলে একোনাইট ৬ষ্ঠ ক্রম অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(২) উদরাময় সংযুক্ত হইলে ক্যামোমিলা ১২ ক্রমের অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় দিবসে ৩ বার।

(৩) রক্তবন্ধের সহিত শিরঃপীড়া, মস্তক ভারবোধ হইলে ব্রাইওনিয়া ৩ ক্রমের অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় দিবসে ৩ বার।

(৪) যদ্যপি স্তনদুগ্ধ রোধবশতঃ রক্ত বন্ধ হয়, তাহাহইলে পলসেটিলা ৬ষ্ঠ ক্রমের অর্দ্ধ ফোঁটা উপরোক্ত হিসাবে।

(৫) যদ্যপি অতিরিক্ত রক্তস্রাব ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং সে জন্য রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাহইলে ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ৩য় বা ৩০ ক্রমের ঔষধ প্রতিদিন দুই বার হিসাবে সেব্য।

(৬) রাত্রিকালে অধিক রক্ত নিঃসরণ হইলে মার্কারি ৬ষ্ঠ ক্রমের ঔষধ প্রত্যহ দুইবার।

(৭) অতিরিক্ত রক্তনিঃসরণের জন্য রোগীর উঠিবার শক্তি রহিত হইলে সিকেল-করনুটম ৩য়, ৬ষ্ঠ অথবা ৩০ ক্রমের ঔষধ, ইহার মধ্যে একটী মনোনীত করিয়া অর্দ্ধ ফোটা মাত্রায় প্রত্যহ ৩ বার সেব্য। রক্তভাঙ্গার পক্ষে এটী প্রধান ঔষধ।

(৮) যদ্যপি অন্য কোন ঔষধে উপকার না দর্শে, দিন দিন অধিক রক্ত নির্গত হয় এবং রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, তখন সল্‌ফার ৬ বা ৩০ ক্রমের ঔষধ প্রত্যহ দুইবার হিসাবে।

মলত্যাগ।

প্রসবের পর প্রায়ই মলত্যাগ হয় না, কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা প্রায়ই ৩য় দিবসে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা মলত্যাগ করাইয়া থাকেন। এ নিয়মটী ভাল নহে, বরং ইহাতে উপকার না হইয়া অপকারেরই সম্ভাবনা অধিক। স্বাভাবিক প্রসবে প্রায়ই এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনেকের মলত্যাগ হয় না। সপ্তাহ পরে যদ্যপি মলবদ্ধ হেতু প্রসূতির কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে ঔষধ সেবন করান উচিত।

১। মলত্যাগের ইচ্ছা আছে, অথচ মলত্যাগ হইতেছে না, তাহা হইলে ব্রাইওনিয়া ৩য় অথবা ৩০ ক্রমের অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর তিনবার প্রয়োগ ব্যবস্থা।

(২) উপরের ন্যায় লক্ষণ, অথচ ক্ষুধামান্দ্য ও অর্শের সূচনা থাকিলে নক্স্‌ভমিকা ১২ অথবা ৩০ ক্রমের ঔষধ উপরোক্ত হিসাবে প্রয়োগ করা যায়।

(৩) কোষ্ঠবদ্ধ বিশিষ্ট-ধাতু হইলে সল্‌ফার ৬ষ্ঠ অথবা ৩০ ক্রমের ঔষধ উপরোক্ত হিসাবে।

রক্তস্রাব।

প্রসবের পরে রক্তস্রাব হইলে প্রসূতির জীবন সংশয় হইয়া উঠে। প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ অল্প রক্ত নির্গত হইয়া থাকে, এ অবস্থায় এইটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদ্যপি অতিরিক্ত রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। কখন কখন এই রক্ত এত অধিক নির্গত হয় যে, কিছুকাল মধ্যেই রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। লালবর্ণের রক্ত স্রোতের ন্যায় অবিরাম নির্গত হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক।

(১) যদ্যপি রক্তস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে নাভি প্রদেশে বেদনা থাকে, তাহা হইলে ইপিকাক ৬ষ্ঠ অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার প্রয়োগ করিবে।

(২) রক্ত বেগে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রসব বেদনার ন্যায় নিম্ন উদর ও কটিদেশে বেদনা থাকিলে সেবাইনা ৬ষ্ঠ উপরোক্ত হিসাবে প্রয়োগ বিধেয়।

(৩) রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, দূষিত এবং ঘন হইলে ও উদর মধ্যে গোলাকার চাপ অনুভূত হইলে, এবং মুখশ্রী উদ্বেগযুক্ত হইলে ক্রোকশ ৬ষ্ঠ উপরোক্ত হিসাবে।

(৪) রক্ত ঘোরাল লালবর্ণ এবং ঝরণার জল নির্গমের ন্যায় নির্গত হইলে ও তৎসহ পিপাসা, হস্ত ও পদে শীতলতা এবং মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হইলে ক্যামোমিলা ৬ষ্ঠ উপরোক্ত হিসাবে অথবা রোগের অবস্থা বুঝিয়া তদপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োগ করিবে। এতদ্ব্যতীত বেলেডনা, হাইওসায়েমস্, চায়নাও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

প্রসবের পর ঘর্ম্মরোধ।

হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইলে ডল্‌কেমারা ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। ইহাতে উপকার না দর্শিলে ক্যামোমিলা ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিবে।

শ্রমিক প্রসব বেদনা।

স্বাভাবিক প্রসব বেদনার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। শিক্ষার্থী-দিগের জ্ঞান লাভের জন্য আরও অবশিষ্ট বিষয় লিখিত হইল।

বৈলম্বিক প্রসব বেদনা।

বৈলম্বিক প্রসব বেদনাতে অস্ত্র প্রয়োগের আবশ্যক হয় না, শুদ্ধ ঔষধ সেবন দ্বারা উপকার দর্শে।

(১) বেদনা রোধ বা কম তেজে হইলে ডাঃ হেম্পেলের মতে ২০০ ক্রমের সিকেল-কর্ণুটম অৰ্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় ১০।১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

(২) যদ্যপি উপরের ঔষধ এক ঘণ্টাকাল সেবন করাইয়াও উপকার না দর্শে, তাহা হইলে পল্‌সেটীলা ৩০ ক্রমের ঔষধ উপরোক্ত হিসাবে প্রয়োগ করিবে।

(৩) যদ্যপি মানসিক উদ্বেগ জনিত অর্থাৎ কুসংবাদ শ্রবণ ও ভয় হেতু হঠাৎ বেদনা রোধ হয়, তাহা হইলে একোনাইট ৩০ ক্রমের ঔষধ অৰ্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় ১।২ ঘণ্টা অন্তর সেবন ব্যবস্থা।

(৪) বেদনা বন্ধ হইবার কোন বাহ্যিক কারণ ব্যতীত যদ্যপি হঠাৎ বন্ধ হইয়া তন্দ্রা উপস্থিত হয় ও তৎসঙ্গে হস্ত পদের কম্পন ও কঠিনতা জন্মে, তাহা হইলে উপরোক্ত হিসাবে ওপিয়ম ৩য় ব্যবস্থা করিবে।

(৫) মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিবার জন্য নক্‌স্‌ভমিকা ও ভেরেট্রম উভয়ই ৩০ ক্রমের ঔষধ সেবন করাইবে।

(৬) রক্তস্রাব নিবারণ জন্য পল্‌সেটীলা ও সিকেলকরন্থটম উভয়ই ৩০ ক্রমের ঔষধ সেবন ব্যবস্থা।

(৭) যোনির প্রদাহ বা স্ফীতি জন্য প্রসব পথ রোধ হইলে মার্কিরিয়স্‌-সল্‌ ও থুজা উভয়ই ৩০ ক্রমের সেবন ব্যবস্থা।

(৮) প্রস্রাব না হওয়া হেতু মূত্রাধার স্ফীত হইয়া পথ রোধ হইলে স্ত্রীমূত্র শলাকা দ্বারা প্রস্রাব নির্গত করান উচিত।

(৯) গর্ভেই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে, পরীক্ষা দ্বারা জানা গেলে ও প্রসূতির প্রসব বেদনার হ্রাস জন্মিলে, সর্ব্ব প্রথমে চায়না ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করা উচিত। ইহাতে উপকার না হইলে সিকেলকরন্থটম ৬ষ্ঠ বা পল্‌সেটীলা ৬ষ্ঠ সেবন করান উচিত। আবশ্যক হইলে ৬ষ্ঠ ক্রমের পরিবর্ত্তে ৩য় ক্রমেরও ব্যবস্থা করা যায়। আস্ত্রিক চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইল না, কারণ তাহা উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করাই উচিত।

অস্বাভাবিক প্রসব বেদনা।

এই প্রসব ক্রিয়াতে গর্ভস্থ শিশুর মস্তক অগ্রে নির্গত না হইয়া হস্ত, পদ বা নিতম্ব ইত্যাদি নির্গত হইয়া থাকে, নিম্নে চিত্র প্রদত্ত হইল।



অধঃস্থ অঙ্গ নির্গম।

পাণিমুচির জল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে গর্ভস্থ শিশুর কোন্ অঙ্গ নির্গত হইবে, তাহা নির্ণয় করা ধাত্রীর একান্ত কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অঙ্গ নির্গত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন উপায় দ্বারা শিশুকে নির্গত করা উচিত। অগ্রে নিতম্ব বা পদ নির্গত হইলে, অথচ পাণিমুচির জল না ভাঙ্গিলে অতি সহজে ঘুরাণ বা উলটান যাইতে পারে। কিন্তু যদ্যপি নিতম্ব বা পদ নির্গত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে প্রসব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক। নাভিনাড়ী পর্য্যন্ত নির্গত হইলে, শিশুর শরীরের যে অংশ নির্গত হইয়াছে, তাহাতে ফেলানেল কাপড় জড়াইয়া তাহার উরুদেশ দৃঢ়রূপে ধরিবে। বেদনার সময় অবশিষ্ট অঙ্গ ধীরে ধীরে বাহির করিতে হইবে; কিন্তু মেরুদণ্ড নির্গমের অবস্থায় একবার ঘুরাইয়া লওয়া আবশ্যক। হস্ত নির্গত করা একটু কঠিন ব্যাপার। যদ্যপি মস্তকের উপর হস্ত দুই খান থাকে, তবে বামদিকের হস্ত সহজে অগ্রে নির্গত করা যাইতে পারে। এই হস্ত নির্গত করিবার জন্য শিশুর স্কন্ধের পশ্চাদ্ভাগে

বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের পীড়া।

রতিধার, যোনি, যোনিওষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত গুলির প্রদাহ একত্র লিখিত হইল। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লিখিতে হইলে পুস্তক বাহুল্য হইয়া পড়ে।

সাধারণতঃ প্রদাহ হইলে উষ্ণ, লাল, স্ফীতি ও বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে এবং যোনি হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

যোনি প্রদাহ।

ইহাতে যোনির আভ্যন্তরিক ও বহির্ভাগ লাল, উষ্ণ, স্ফীত ও বেদনা বিশিষ্ট হয়। যাহারা কখন পুরুষ সঙ্গম করে নাই, তাহাদের প্রায়ই যোনিতে প্রদাহ হয় না। কদর্য্য স্থানে বাস, কদর্য্য ও উত্তেজক খাদ্য ভক্ষণ, মদ্যপান, অতিরিক্ত সঙ্গম, বলাৎকার বা আঘাত ইত্যাদি কারণে এ পীড়া জন্মে। পীড়ায় যোনিওষ্ঠের উপর চুলকণা বাহির হয়, কটি, উরু, নিতম্ব বেদনা বিশি... ও সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা ও তাহা ত্যাগ করিতে যন্ত্রণা এবং ... অনুভূত হয়। যোনি হইতে বিবিধ প্রকার বর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়, ... পীড়ায় রজরোধ হয় না।

যোনিওষ্ঠ।

ইহাতে দুই প্রকার ব্রণ নির্গত হয়; এক প্রকারের মধ্যে রস... তাহা অতিশয় চুলকায় ও তাহাতে দাহন উপস্থিত হয়। ইহা... নির্গত হইয়া থাকে, এ গুলি ওষ্ঠের উপর ও অভ্যন্তর ভাগে ... প্রকার ব্রণ রজো বিশ্রামের সময় দেখা দেয়। স্থানীয় প্র... এ গুলি জন্মে। জননেন্দ্রিয়ে অতিশয় উগ্রতা, এমন কি রো... ঐ দিকে নিবিষ্ট থাকে এবং সময়ে সময়ে কামোন্মাদ পীড়া... অনুভূত হয়। জরায়ু মধ্যে কর্কর বা ঘুরঘুরিয়া ক্ষত হইলে... বহির্ভাগে এইরূপ কষ্টকর ব্রণ নির্গত হয়। এই দুই প্রকার... ও বিসর্প প্রভৃতি কষ্টকর উদ্ভেদ সকলও নির্গত হইয়া থা...

(১) যোনির সামান্য প্রদাহ ও স্ফীতি, দাহন, চুলক... হইলে মার্কিরিয়স-সল ৬ষ্ঠ ক্রম সেবন বিধেয়।

দুইটী অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখ-নিম্নে চাপ দিলে, ঐ সহজে বক্ষের দিকে নামিয়া পড়ে। এই প্রকারে অপর হস্তও নামান উচিত। মস্তক বাহির করিবার সময় বামহস্তের দুইটী অঙ্গুলি শিশুর মুখের মধ্যে দিয়া ত্রিকাস্থির দিকে পশ্চাদ্ভাগে দাড়িতে একটু চাপ দিলে মস্তক সম্মুখে নত হইয়া বক্ষের দিকে অবনত হয়, তৎপরে প্রথমে পশ্চাৎ-নিম্ন-দিকে অল্প টানিয়া, পরে সম্মুখ-নিম্ন দিকে টানিতে হয়। শিশু ভূমিষ্ট হইলে যদ্যপি জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, তাহা হইলে তাহাকে উত্তেজিত করিবার উপায় গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথমে পদ নির্গত হইলে নিতম্ব নির্গম প্রথার ন্যায় সমস্ত শরীর নির্গত করিতে হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিতম্ব নির্গত না হয়, ততক্ষণ হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

উর্দ্ধস্থ অঙ্গ নির্গম।

অগ্রে হস্ত নির্গত হইলে, ধীরে ধীরে তাহা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া ...য়া উচিত। যদ্যপি সহজে ভিতরে প্রবেশ করান না যায়, তাহা হইলে ... চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করাই উচিত। যদ্যপি নিতম্বের সহিত ...ত হয়, তাহা হইলে নিতম্ব নির্গত করিবার প্রথা অবলম্বন করিবে, ...পদের সহিত নির্গত হয়, তাহা হইলে পা একটু টানিয়া বাহির ... নির্গম প্রথার ন্যায় উপায় গ্রহণ করিবে।

জননেন্দ্রিয়ের পীড়া।

যোনিবীক্ষণ।

...াবিষ্কার হওয়াবধি আভ্যন্তরিক পীড়ার বিষয় উত্তমরূপে ...উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। জরায়ু সম্বন্ধীয় পীড়া সমূহের ... হইলে ইহার বিশেষ সাহায্য আবশ্যক করে। মধ্যে মধ্যে ...য়, স্ত্রীলোকেরা আভ্যন্তরিক পীড়াজনিত দীর্ঘকাল কষ্ট

প্রকারান্তর জ্বর ও প্লীহা এবং যকৃৎ ক্ষয়কারী মহৌষধ।

(২৪ আউন্স বোতলের হিসাবে)

সলফেট অফ কুইনাইন	৪৮ গ্রেণ।
ষ্ট্রং অ্যাসিটিক অ্যাসিড	২ ড্রাম।
সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া	৫ আউন্স।
টিনচার নক্সভমিকা	২৪ বিন্দু।
পরিস্কৃত জল	২০ আউন্স।

উপরোক্ত ঔষধের মত প্রস্তুত করিবে। পৃথক কেবল সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া। উপরোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়াকে একটি স্বতন্ত্র পাত্রে গুলিয়া পুনঃ পুনঃ ছাঁকিয়া বোতলে ঢালিবে। এবং দু চারি বার উত্তমরূপে নাড়িয়া তৎপশ্চাৎ ছিপি বন্ধ করিবে। উদরাময়যু রোগীকে ইহা কদাচ সেবন করাইবে না।

মাত্রা ও পথ্যাদির নিয়ম পূর্ব্বানুরূপ।

এই ঔষধ সেবনে প্লীহা যকৃৎ ও অগ্রমাস ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিয়া জীর্ণ রোগীকেও সবল ও সুস্থ করে।

সম্পূর্ণ।

—

সেবনের নিয়ম।

র্ণ বয়স্কের প্রতি অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিন বার, (প্রাতে, হ্ন ও অপরাহ্নে) ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এক । পরিমাণে দিবসে তিনবার। তিন বৎসর হইতে ৬ বৎসর বয়ঃক্রম ন্ত অর্দ্ধ কাঁচ্চা। এক হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত সিকি কাঁচ্চা পরিমাণে সে তিনবার সেব্য।

পথ্যাপথ্যের নিয়ম ৩৬৩।৩৬৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ইহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঔষধ অপেক্ষা অধিক ফল দৃষ্ট হয়। কেননা ইহা জ্বর ও বিজ্বর সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। জ্বরস্বভে প্রয়োগ রিলে জল মিশ্রিত ষ্ট্রং অ্যাসিটিক অ্যাসিডের গুণে জ্বর ত্যাগ করাইবে। ৎপশ্চাৎ নক্সভমিকা ও কুইনাইনের ক্রিয়া গুণে জ্বরকে আর আসিতে বে না। যদ্যপি জ্বরাবস্থায় ইহার এতাদৃশ ক্ষমতা দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে জ্বরাবস্থায় ইহা কেননা গুণকারী হইবে? এরূপে ২।৩ দিন নিয়মিত ব্যব- হইলে রোগী দারুণ জ্বরযন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করে।

এই ঔষধ জ্বর ও বিজ্বর উভয় অবস্থাতে প্রয়োগ হয় বলিয়া আবিষ্কারক- ণ দম্ভসহকারে কহিয়া থাকেন যে, আমাদের ঔষধে কুইনাইন নাই। যদি আমাদের ঔষধে কুইনাইন থাকিত, তাহা হইলে কি আমরা কুইনাইন নাই বলিতে পারিতাম? সাধারণে এক্ষণে অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন, "ইহাতে কুইনাইন আছে কি না?" উদরাময় থাকিলেও ইহা ব্যবহার করান াইতে পারে। যাহার কোষ্ঠবদ্ধ থাকিবে, তাহাকে এই ঔষধ ব্যবহার করা- বার পূর্ব্বে অথবা জ্বর ত্যাগ হইলে জোলাপ দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করান র্ত্তব্য।

পথ্যাদির নিয়ম ৩৬৩।৩৬৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

এই ঔষধটি আজকাল কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইতে... খড়বাজার, দয়েপটী, রাজার কাটরা ইত্যাদি স্থানে বিস্তর দোকান... কেহ বা ৬ আউন্স, কেহ বা ৮ আউন্স শিশিতে পুরিয়া বিক্রয় করিতেছে... যাঁহারা বলেন, আমাদের ঔষধে তিক্তাস্বাদ নাই, ইহা কুইনাইন বর্জ্জিত... সেইখানেই জানিতে হইবে যে, কুইনাইনের পরিবর্ত্তে লাইকার আ... প্রদত্ত হইয়াছে, কেননা আর্শেনিক ও কুইনাইন ব্যতীত এত শীঘ্র জ্বর ত... করাইবার ঔষধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার সদৃশ ঔষধ।

(২৪ আউন্স বোতলের হিসাব)

সলফেট অফ কুইনাইন	৪৮ গ্রেণ।
ষ্ট্রং অ্যাসিটিক অ্যাসিড	২ ড্রাম।
টিন্‌চার নক্সভমিকা	২৪ ফোঁটা।
ডাইলিউটেড সলফিউরিক অ্যাসিড	২ ড্রাম।
পরিস্কৃত জল	২৩ আউন্স।

প্রথমতঃ ৪৮ গ্রেণ সল্‌ফেট্‌ অফ কুইনাইনকে মেজার গ্লাসে ঢালি... উহাতে ডাইলিউটেড সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড ২ ড্রাম যোগ করিয়া অ... গ্লাসটী নাড়িবে। এরূপে কুইনাইন দ্রবীভূত হইয়া যাওয়ার পর, উহাতে ষ্ট্রং অ্যাসিটিক অ্যাসিড ২ ড্রাম ঢালিয়া দিয়া ২।১ বার গ্লাসটী নাড়ি... বোতলে ঢালিবে, তৎপরে টিন্‌চার নক্সভমিকা ২৪ ফোঁটা ও জল সংযো... করিয়া বোতলে ঢালিবে। সর্ব্বশেষে বোতলের বক্রী অংশ পরিস্কৃত জ... দ্বারা পূর্ণ করিয়া ছিপি বন্ধ করিবে।

তঃ অতি উৎকৃষ্ট রিফাইন করা (বিলাতি ফিয়াক্স) ৩০ গ্রেণ ট অফ আয়রণকে খলে চূর্ণ করিয়া ২ ড্রাম আন্দাজ ডাইলিউটেড ফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করণান্তর পুনঃ পুনঃ মর্দ্দনে মিশ্রিত হইয়া , যৎকিঞ্চিৎ জল উহাতে সংযোগ করিয়া ৩। ৪ পুরু পরিষ্কার বস্ত্রে কয়া ফেলিবে। ঐ বস্ত্রে যদ্যপি শিটে দৃষ্ট হয়; তাহা হইলে ঐ রূপে পুনঃ মর্দ্দনান্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকার জল মিশ্রিত করণান্তর বোতলে বে। তৎপশ্চাৎ ঐ পরিস্কৃত জলের কতক অংশ লইয়া ৫ আউন্স, সল-ট অব ম্যাগ্নিসিয়া গুলিয়া পুনঃ পুনঃ ছাঁকা হইলে ঐ বোতলে ঢালিয়া ধবে। ইহাতে আরও কিঞ্চিৎ জল দিয়া বোতলের তিন অংশ পূর্ণ করিবে, পশ্চাৎ ৪৮ গ্রেণ সল্ফেট অফ কুইনাইনকে বক্রী ২ ড্রাম ডাইলিউটেড ফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করিয়া বোতলে ঢালিবে। ঢালা হইলে লাইকার আর্শেনিক টিঞ্চার কোয়াসিয়া ১ আউন্স মিশ্রিত করিয়া উক্ত বোতল নাড়িবে। সর্ব্বশেষে বক্রী অংশ জলদ্বারা পূর্ণ করতঃ ছিপি করিবে।

ঔষধ সেবনের নিয়মাবলী।

ত্যাগ কালে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি প্রত্যেক বারে, অর্দ্ধ ছটাক ণ দিবসে তিনবার। ৭ বৎসর বয়ক্রম হইতে ১৪ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত চা পরিমাণে দিবসে তিন বার। ৩ বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়ক্রম অর্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে তিন বার। ঔষধ সেবন কালে বোতল ড়িয়া পরে ঔষধ পান করিবে।

এইরূপ নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে কুইনাইনের জ্বর, এক দিন বা দুই অন্তর জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, গুল্মাদি সহ জ্বর, অগ্রমাস, ঘোকা-জ্বর, মজ্জাগত জ্বর ও বিষম জ্বর, শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মানুসারে ২। ৩ দিবস ঔষধ সেবন করিলে জ্বর আরোগ্য হইবে। কিন্তু র ত্যাগ হইলেও অর্দ্ধমাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ঔষধ সেবন া উচিত। এইরূপ নিয়মে ৫।৭ দিন ঔষধ সেবিত হইলে তৎপরে প্রত্যহ তঃকালে একবার করিয়া সেবন করিবে।

পটোল, মানকচু, বেগুণ, ডুমুর, কাঁচাকলা, প্রভৃতির তরকারী খাও... পারে। ইচ্ছা হইলে পল্‌তার ডাল্‌না, হিলঞ্চ শাক খাইতে পারা...

স্নানের নিয়ম।

জ্বরত্যাগ হইলে পর একদিন বা দুইদিন অন্তর গরম জলকে শী... করিয়া স্নান করিবে। ক্রমশঃ এইরূপে সহ্য হইলে তৎপরে স্রোতে অথবা পুষ্করিণীতে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিবে।

নিষেধ।

শাক, অম্ল, কলায়ের দাইল, বাসি বা পচা দ্রব্যাদি, গুরুপাক দ্রব্যা... অতিরিক্ত কটু বা কষায়যুক্ত দ্রব্যাদি, চাউল বা কলাই ভাজা, স্ত্রীগম... স্ত্রীলোক হইলে স্বামী সহবাস, দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদি ত্যা... করিবে।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো, বড়বাজার, চিনেবাজার, দয়েপটী ইত্যাদিতে শিশি ও বোতলে করিয়া যে সকল ঔষধ বিক্রয় হয়।

(২৪ আউন্স বোতলের হিসাব)

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	৪৮ গ্রেণ।
ডাইলিউটেড সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড	৪ ড্রাম।
সল্‌ফেট অফ আয়রণ (বিলাতি হিরাকস)	৩০ গ্রেণ।
টিঞ্চার কোয়াসিয়া	১ আউন্স।
সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া	৫ আউন্স।
লাইকার আর্শেনিক	৩০ ফোঁটা।
পরিস্রুত জল	২০ আঃ।

...জল দ্বারা পূর্ণ করিবে। ইহাই জ্বর নাশক, প্লীহা ও যকৃৎ নাশক ...। ব্যবসার্থ কেহ অধিক পরিমাণে উহা করিতে চাহিলে উক্ত হিসাবে ...তুল করিবার আবশ্যক হইবে, হিসাব করিয়া লইতে পারেন। যে ...দ্রব্য যেরূপ ভাবে যোগ করিবার কথা লিখিত হইল, তাহা সেইরূপ ...ব যোগ করা কর্ত্তব্য।

মাত্রা।—পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধ ছটাক হিসাবে দিবসে ৩ বার। ৭ বৎসর ...১৪ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত এক কাঁচ্চা, ৩ হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ...চ্চা, ১ হইতে ২ বৎসর পর্য্যন্ত সিকি কাঁচ্চা হিসাবে দিবসে তিন বার। ...বয়ান লোক হিসাব করিয়া মাত্রা ঠিক করিয়া লইবেন। এইরূপে ২। ৩ ...বস সেবনের পর জ্বর আরোগ্য হইলেও একেবারে ঔষধ সেবন ত্যাগ ...রিবে না। প্রত্যহ অর্দ্ধমাত্রা (যাহার যেরূপ সেবন হইবে) হিসাবে প্রাতে ...সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে হইবে। উদরাময় থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহার ...রা যায়।

ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাস, গুল্মসহ জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, দ্বৌকা-... বিষম, মজ্জাগত, কুইনাইন আটকান জর, উদরাময় সংযুক্ত জ্বর ...রোগ্য হয়।

পথ্যাদির নিয়ম।

ঔষধ সেবনকালীন বেদানা, পানিফল, পেয়ারা, কেশুর, ইক্ষু, মিছরি ...ত্যাদি দ্বারা জল খাইতে পারা যায়। যে কয়েক দিন জ্বর ত্যাগ না হয়, ...ই কয়দিন দুগ্ধসাগু, দুগ্ধশুজি, দুগ্ধসহ দুই একখানি সুজির ফুল্কা রুটি ...ইতে পারিবে। এককালে জ্বর ত্যাগ হইলে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম পুরাতন তণ্ডুলের ...কৈ মাগুর প্রভৃতি জীবিত মৎস্যের ঝোল, মুগের দাইল ইত্যাদি দ্বারা ...মধ্যা ভোজন, বৈকালে ক্ষুধা বিবেচনা করিয়া দুগ্ধসাগু বা দুই একখানি ... রুটি দিবে মাত্র।

মৎস্যের ঝোল বা ডাল্না ইত্যাদিতে তরকারী খাইবার জন্য আ...

...য় আচ্ছাদক ঝিল্লির প্রদাহ ও অতিশয় চুলকনা হইলে ...৬ষ্ঠ প্রয়োগ বিধেয়।

...য়ু পীড়ার সমব্যথ ব্যাধি রূপে চুলকনা, যোনিওষ্ঠ স্ফীত, ...ও ব্রণ নির্গত হইলে সিপিয়া ৬ষ্ঠ প্রয়োগ ব্যবস্থা।

...ন্যান্য দদ্রু, দাহন ও বেদনা না থাকিলে কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্ ...বস্থা।

...যোনির দাহন, চুলকনা, যোনির মধ্যে শুষ্কতা অনুভব ও তৎসঙ্গে ...থাকিলে কোনায়াম ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিবে।

...জোবিশ্রাম অবস্থায় উরুদেশে চুলকনা, ক্ষত, উদ্ভেদ নির্গম এবং ...গ ও নৈরাশ ভাব হইলে প্লাইলিসিয়া ৬ষ্ঠ প্রয়োগ করিবে।

...জোবিশ্রাম কালে জরায়ুর পীড়া-জনিত যোনি ও বাহ্য জননে- ...হইলে ক্রিয়োজোট ৬ষ্ঠ সেবন করাইবে।

...কষ্টকর চুলকনা হইলে তাহা নিবারণের জন্য সলফার ৩০ ক্রমের ...ন ব্যবস্থা।

...ষধই অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় ৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন বিধি।

...য়োগ জন্য মার্ক ও থুজার লোসন প্রস্তুত করিয়া ব্রণ ও ক্ষতস্থান

পরিশিষ্ট।

প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরচিকিৎসা

ডিঃ গুপ্ত সদৃশ প্যাটেণ্ট ঔষধ।

(২৪ আউন্স বোতলে হিসাব)

সলফেট অফ কুইনাইন	৪৮ গ্রেণ
ডাইলিউটেড সলফিউরিক অ্যাসিড	৪ ড্রাম
কার্ব্বলিক অ্যাসিড	৩০ ফোঁটা
পরিষ্কৃত জল	২৩ আউ

প্রথমতঃ ৩০ গ্রেণ সলফেট অফ আয়রণকে (হিরাকস) ে
রূপে চূর্ণ করিবে। পরে ২ ড্রাম ডাইলিউটেড সলফিউরিক অ্যা
সহিত যোগ করিয়া পুনর্ব্বার উহাকে মর্দ্দন করিবে। ত
কিঞ্চি ... সংযোগ করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক ৪ পুরু সূক্ষ্ম
লইবে ... পর বস্ত্রে শিটে দৃষ্ট হইলে উহাকে পুনর্ব্বার
রূপে ছাঁকিয়া লইবে। ছাঁকা হইলে পর উহাকে একটি
রাখিবে। এক্ষণে উক্ত ৪৮ গ্রেণ সলফেট অফ কুইনাইনকে
উটেড সলফিউরিক অ্যাসিডে দ্রব করিয়া ঐ বোতলে
ঐ বোতলে জল দিয়া কতক অংশ পূর্ণ করতঃ ...
(ইহা কঠিন হইয়া থাকিলে শিশি ...
জলে শিশি ...